চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 173 Friday, 24 May, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ১৭৩ সংখ্যা ❋ ১০ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১, শুক্রবার, ২৪ মে, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

‘আপনি কেন চিন্তা করছেন, যা ইচ্ছা তা করে যান’

কলকাতার প্রথম সভা থেকে সুদীপকে অভয়বাণী মমতার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ মেঃ আর বাকি দু'দফা। ষষ্ঠ দফার ভোটের পালা শেষ হলেই পালা কলকাতার। একেবারে শেষ দফায় ১ জুন ভোট রয়েছে তিলোত্তমায়। এতদিন উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ, রাজ্যের নানা প্রান্ত দাপিয়ে বেরিয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার পালা কলকাতার। এদিন কলকাতা উত্তরের তৃণমূল প্রার্থী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে করে ফেললেন বড় সভা। প্রসঙ্গত, সম্প্রতি এই কলকাতা উত্তর কেন্দ্র নিয়ে রাজনৈতিক মহলে বিস্তর চাপানউতোর চলেছে। সুদীপের বিরুদ্ধে সুর চড়াতে দেখা গিয়েছে দলের একাংশের নেতা-কর্মীদের। দলেরই কাউন্সিলর মোনালিসা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে কুণাল ঘোষ। একাধিক নাম নিয়ে বেড়েছে চাপানউতোর। এমনকী দলের দীর্ঘদিনের সঙ্গী বরাহনগরের বিধায়ক তাপস রায় আবার সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে ছেড়েছেন তৃণমূল। তাঁকেই আবার সুদীপের বিরুদ্ধেই দাঁড় করিয়েছে বিজেপি। তাই ৫ বারের সাংসদ সুদীপের জয়ের রাস্তা কতটা মসৃণ হবে সেই প্রশ্ন মাঝেমাঝেই উঠেছে। যদিও এদিন সুদীপকে পাশে নিয়ে অভয়বাণী দিতে দেখা যায় মমতাকে। উত্তর কলকাতার ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া মোড়ের সভা থেকে সমেবত জনতার উদ্দেশে মমতা বলেন, ‘‘বৃষ্টি হলেও কিন্তু ভোট দেবেন। ঝড় হলেও দেবেন। ভয় দেখালেও দেবেন। সুদীপদা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলুন আপনি কেন চিন্তা করছেন! কিছু লোক আছে। কেউ তো কিছু বলবে। বলে যাক। যার যা ইচ্ছে বলে যাক। আপনার যা ইচ্ছা তা করে যান। তাহলেই

দেখবেন ঈশ্বর ও আল্লাহ তেরে নাম সব কো সুমতি দে ভগবান।'' মমতা আরও বলেন, ‘‘সুদীপদাকে শুধু শুধু জেলে ভরে রেখেছিল। কোনও কারণ ছিল না। তাঁর নামে এত খারাপ খারাপ কথা বলেছে! কিন্তু কী লাভ হল? সুদীপদা নিজের জনপ্রিয়তায় সাংসদ হয়েছেন। আগামী দিনে সুদীপদা আর ভোটে দাঁড়াবেন কিনা জানি না, তাই বলছি, এবার আপনারা সুদীপদাকে ভোট দেবেন। কারণ, তিনি প্রথমদিন থেকে উত্তর কলকাতার এই মাটিকে ভালোবেসে রাজনীতির লড়াইটা করেছেন।'' লোকসভা নির্বাচনের মাঝে নিজের জন্মবৃত্তান্তের কথা প্রকাশ্যে এনেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এক সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ‘‘মা যতদিন বেঁচে ছিলেন আমার মনে হত, হয়তো জৈবিক প্রক্রিয়ায় আমার জন্ম হয়েছে। কিন্তু মায়ের মৃত্যুর পর নানা রকম অভিজ্ঞতা থেকে আমি নিশ্চিত হয়ে গিয়েছি যে আমাকে পরমাত্মা পাঠিয়েছেন। এত শক্তি আমি কোনও জৈবিক প্রক্রিয়া থেকে পাইনি। ঈশ্বর আমাকে দিয়ে কাজ করাতে চান, সেজন্য আমাকে এই শক্তি তিনিই দিয়েছেন।'' তাঁর এই মন্তব্য নিয়ে নানা স্তরে আলোচনা শুরু হয়েছে। নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এর পালটা দিলেন। বৃহস্পতিবার প্রচারে গিয়ে তিনি বললেন, ‘‘ওঁর এই মন্তব্যের অর্থ আমি ঠিক বুঝলাম না। আমাদের সবার তো মা-বাবা আছে। কিন্তু উনি কী বলতে চাইলেন, আমি অন্তত বুঝিনি।'' এদিকে মমতা যখন এ কথা বলছেন, তখন মঞ্চে হাজির ফিরহাদ হাকিম থেকে কুণাল ঘোষ, ফিরহাদ, কুণাল, নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়, মদন মিত্র, শান্তনু সেন, পরেশ পালের মতো হেভিওয়েট সব তৃণমূল নেতারা। প্রকাশ্য সভা থেকে মমতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতে দেখা যায় সুদীপকেও। বলেন, ‘‘কেন্দ্রীয় সরকারের সীমাহীন ব্যর্থতা দেশকে সম্পূর্ণভাবে বিপর্যয়ের মুখে ফেলেছে। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গের সাফল্য-সার্থকতা আমরা বারবার উল্লেখ করেছি। কলকাতায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এটাই প্রথম জনসভা। উত্তর কলকাতার এই সভা দিয়ে কলকাতার সভা শুরু করলেন তিনি। আগামীদিনে মমতা দেশ নেত্রীতে পরিণত হবেন, এটা আমরা বিশ্বাস করি।''

বিজেপি কর্মীর মৃত্যু ঘিরে রণক্ষেত্র নন্দীগ্রাম

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ২৩ মেঃ বিজেপি কর্মীর মৃত্যু ঘিরে ভোটের আগে অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠল নন্দীগ্রাম। সকাল থেকেই নন্দীগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় রাস্তায় গাছের গুঁড়ি ফেলে তুমুল বিক্ষোভ শুরু করেন বিজেপির কর্মী সমর্থকরা। জায়গায় জায়গায় আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় একাধিক দোকানে। অবরোধ তুলতে এসে বাধার মুখে পড়তে হয় পুলিশকে। বুধবার গভীর রাতে নন্দীগ্রামে বিজেপির এক মহিলা কর্মীকে কুপিয়ে খুন করার অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। হামলায় জখম হয়েছেন আরও সাত জন। বিজেপি সূত্রের দাবি, সোনাচূড়ার মনসাপুকুর বাজার এলাকায় রাত পাহারা দিচ্ছিলেন বিজেপির কর্মী সমর্থকরা। তখনই বাইকে করে তৃণমূলের এক দল দুষ্কৃতী সেখানে পৌঁছে ধারালো অস্ত্র নিয়ে বিজেপি কর্মীদের ওপর চড়াও হয়। বাধা দেওয়ায় রতিবালা আড়ি নামে এক বিজেপি কর্মীকে এলোপাথাড়ি কোপ মারে দুষ্কৃতীরা। মাকে বাঁচাতে গিয়ে জখম হন রতিবালার পুত্র সঞ্জয়ও। জখম হন আরও ছ'জন বিজেপি সমর্থক। চিৎকার শুনে গ্রামবাসীরা এগিয়ে এলে দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়। ঘটনার পর স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা রতিবালা আড়িকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। আহতদের মধ্যে দুজনের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁদের কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে। বাকি পাঁচজনের চিকিৎসা চলছে তমলুক হাসপাতালে। এই ঘটনা ঘিরে বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই তেতে ওঠে নন্দীগ্রাম। সোনাচূড়ার মনসাপুকুর বাজার-সহ বিভিন্ন এলাকায় গাছ ফেলে অবরোধ শুরু করেন বিজেপির কর্মী সমর্থকরা। জায়গায় জায়গায় টায়ারে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। আগুন ধরানো হয় রাস্তার ধারে খড়ের গাদায়। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। মনসাপুকুর বাজার এলাকায় অবরোধ হটাতে পুলিশ লাঠিচার্জ করে বলে অভিযোগ। এই ঘটনা ঘিরে বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই তেতে ওঠে নন্দীগ্রাম। সোনাচূড়ার মনসাপুকুর বাজার-সহ বিভিন্ন এলাকায় গাছ ফেলে অবরোধ শুরু করেন বিজেপির কর্মী সমর্থকরা। জায়গায় জায়গায় টায়ারে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। আগুন ধরানো হয় রাস্তার ধারে খড়ের গাদায়। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। এদিকে এরইমধ্যে এদিন বিকালে নতুন করে উত্তেজনার ছবি দেখা গেল নন্দীগ্রামে। তৃণমূলের প্রতিনিধি দলকে ঘিরে ধরে গো ব্যাক স্লোগান গ্রামবাসীদের। নন্দীগ্রামে যান রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থ ভৌমিক, তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্যরা। তাঁদের দেখেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন মনসাবাজার এলাকার লোকজন। এদিন নন্দীগ্রাম থানায় ঢুকে পুলিশকে ধমক দেন শুভেন্দু অধিকারী। তিনি অভিযোগ তোলেন, পুলিশ ‘খুনি'দের সঙ্গে মিটিং করেছেন। পুলিশকে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ‘‘যারা খুন করেছে, আমাদের মাকে খুন করেছে, আপনারা খুনিদের সঙ্গে এক্ষুণি মিটিং করেছেন। খুনিদের সঙ্গে আপনার আইসি মিটিং করছেন। এফআইআর নম্বর দিন আগে। তারপর যাব।''

দেবের অ্যাকাউন্টে ঢুকেছে গরুপাচারের ৫০ লক্ষ টাকা!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ মেঃ মেদিনীপুরের এক নির্বাচনী সভায় গিয়ে দেবকে নিয়ে আগেই হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁকে বলতে শোনা যায়, ‘আগামী ২৩ তারিখ সকালবেলা ঘাটালের প্রার্থীর সম্পর্কে আমি এমন জিনিস ছাড়ব, আর ওদিন ঘর থেকে বেরবেন না। ২৩ তারিখ সকাল বেলা। ফলো করবেন। ৯টার সময়, এক্স হ্যান্ডেলে।' ঠিক ৯টা বাজল আর শুভেন্দুও দেবকে নিয়ে পোস্ট করলেন ডায়রির পাতা। তাতে কী লেখা রয়েছে? বিজেপি নেতার দাবি, এনামুল হকের কাছে থেকে নাকি টাকা গিয়েছিল দেবের অ্যাকাউন্টে। তাহলে কি এই বোমাই ফাটাতে চেয়েছিলেন শুভেন্দু? গরুপাচার মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত এনামুল হকের সঙ্গে ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ দীপক অধিকারী ওরফে দেবের নাম আগেই জড়িয়েছিল। এই নিয়ে তদন্তকারী সংস্থা তাঁকে তলব করেছিল। হাজিরাও দিয়েছিলেন দেব। এবার বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন দেবের বিরুদ্ধ। তাঁর দাবি, দেবের অ্যাকাউন্টে নাকি এনামুলের টাকা ঢুকেছে। নিজের এক্স হ্যান্ডেলে সেই নথিও তুলে ধরেছেন শুভেন্দু। নিজের উপর ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করে পাল্টা আবার বিজেপি নেতাকে খোঁচা দিয়েছেন দেবও। বিরোধী দলনেতার পোস্টে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে কাকে কত টাকা দেওয়া হয়েছে। নাম উঠে আসছে ‘আরণ্যক ট্রেডার্স' নামে একটি সংস্থার। শুভেন্দুর দাবি, এই সংস্থা এনামুল হকের। তাঁর অভিযোগ, দু'দফায় দেব পেয়েছিলেন ৫০ লক্ষ টাকা। তবে একা শুভেন্দু নন। আজ বিরোধী দলনেতা এক্স হ্যান্ডেলে এই ছবি পোস্ট করতেই মুখ খুলেছেন ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী হিরণ চট্টোপাধ্যায়ও। বলেন, ‘‘এটা ওঁর নিজের ব্যালেন্স শিট। ২০১৬ সালে তিনি জমা করেছেন। এই কারণে ইডি সাড়ে আট ঘণ্টা বসিয়ে রেখেছিল। আর উনি যে বলছেন টাকা ফেরত দিয়েছেন, টাকা নিলে তো টাকা ফেরত দিয়েছেন। আর এতদিন ধরে বলছিলেন আপনি কাউকে চেনেন না। এনামুল এখন রয়েছেন তিহাড়ে। তাঁর ডায়রির পাতা এগুলো। সেখান থেকেই ইডি পেয়েছে। আজ সারা বাংলা দেখুক কে সত্যি কথা বলছে।'' এ দিকে, শুভেন্দুর পোস্টের পর পাল্টা উত্তর দিয়েছেন দেবও। তিনিও আবার নিজের এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে লিখেছেন, ‘আমার ভদ্রতা কিন্তু আমার দুর্বলতা নয়। সঙ্গে এও বলেছেন, এই তথ্য শুধু ইডি-সিবিআই আর হাইকোর্টের কাছে ছিল। শুভেন্দুদা কীভাবে পেল এটা?' তৃণমূল প্রার্থী এও প্রশ্ন তুলেছেন, তার মানে কি শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে ইডি-সিবিআই-এর যোগ রয়েছে? আজ সংবাদ মাধ্যমের সামনে দেব জানিয়েছেন, যেহেতু গরুপাচার মামলার তদন্ত চলছে সেই কারণে এতদিন তিনি মুখ বন্ধ করে রেখেছিলেন। কিন্তু নথি যখন বাইরে এসেই গিয়েছে তাহলে চুপ থেকে লাভ নেই। তৃণমূল প্রার্থী বলেছেন, ‘‘তিন দিন ধরে এমন একটা হাওয়া গরম করা হল যে বিশাল কিছু আসবে। এই ধমকানো-চমকানো-ব্ল্যাকমেইলের রাজনীতি খুব দুঃখজনক। আর শুভেন্দুদার মতো একজন পোড় খাওয়া রাজনীতিক এমনকী আমি সকালে ওনাকে মেসেজও করেছি এটা কী দরকার ছিল?'' দেবের আরও সংযোজন, ‘‘আজ শেষ দিন প্রচারের। আমায় তো একটা উত্তর দিতে হবে। আমি এতদিন চুপ ছিলাম। এখন যেহেতু নথি বেরিয়েই গিয়েছে আমি বলতেই পারি। কেন বেরলো? কোথা থেকে বেরলো। এইবার আমার মনে হয়েছে আর ভদ্রতা করে লাভ নেই।'' দেবের প্রশ্ন, এই তথ্য শুধু ইডি-সিবিআই আর হাইকোর্টের কাছে ছিল। শুভেন্দুদা কীভাবে পেল এটা? তৃণমূল প্রার্থী এও প্রশ্ন তুলেছেন, তার মানে কি শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে ইডিসিবিআই-এর যোগ রয়েছে? দেব বলেন, ‘‘আমার প্রশ্ন যা যা নথি গোয়েন্দারা পাচ্ছেন তা কি ওনারা পাঠিয়ে দিচ্ছেন? আজ অবধি আমি এই কারণে কিছু বলিনি কারণ একটা তো প্রসেস থাকে তদন্তের। আমি তো অভিযুক্ত নই এই কেসের। আমায় যতবার ডেকেছে বয়ান রেকর্ড করার জন্য। আমি আশ্চর্য হলাম এমন একটা সেনসিটিভ নথি কীভাবে বাইরে এলো।'' নিজের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে তারকা প্রার্থী বলেন, ‘‘দেব নামের লক্ষ মানুষ হতে পারে। যে জিনিসগুলি দেখানো হয়েছে আমার নয়। আমি ওই মানুষ নই। যে ৫০ লক্ষ টাকা দেখানো হয়েছে, সেই টাকা ৮ থেকে ৯ মাসের মধ্যে ফেরত দিয়ে দিয়েছি। ইডি সিবিআই শুভেন্দু অধিকারীর থেকেও যথেষ্ঠ বুদ্ধি রাখে। গোয়েন্দারা যদি মনে করতেন আমি গরু চুরির সঙ্গে যুক্ত তাহলে এখন ইন্টারভিউ দিতাম না।''

বিধায়কের মেরুদণ্ড আর টিকি দিল্লিতে বাঁধা! অভিষেক

দুরন্ত বার্তা, ভাঙড়, ২৩ মেঃ কলকাতা হাইকোর্ট ওবিসি সার্টিফিকেট নিয়ে বুধবার যে রায় দিয়েছে তার তীব্র সমালোচনা করেছে তৃণমূল। এই বিষয়ে শুভেন্দু অধিকারীর প্রসঙ্গ টেনে দাবি করা হয়েছে, যে বিচারপতি শুভেন্দু অধিকারীকে রক্ষাকবচ দিতেন, তিনিই এই রায় দিয়েছেন! বৃহস্পতিবার ভাঙড়ের সভা থেকে এই অভিযোগ করেই আবার হাইকোর্টের ওবিসি সংরক্ষণ সংক্রান্ত রায় নিয়ে সরব হয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। খোঁচা দিয়েছেন স্থানীয় বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকীকেও। সায়নী ঘোষের সমর্থনে বৃহস্পতিবার ভাঙড়ে জনসভা করেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। বুধবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতা হাইকোর্টের রায় সম্পর্কে বলেছিলেন, তিনি এই রায় মানেন না। এদিনের সভা থেকে অভিষেকও সেটাই স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তৃণমূল নেতার কথায়, ‘‘ওবিসি রিজার্ভেশন হাইকোর্ট কেড়ে নিয়েছে। যে বিচারপতি শুভেন্দু অধিকারীকে রক্ষাকবচ দিয়েছিল সেই বিচারপতির বেঞ্চই সংখ্যালঘু আর তফসিলি ভাইদের রিজার্ভেশন কেড়ে নিয়েছে।'' এই প্রসঙ্গেই ভাঙড়ের বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকীকে নিশানা করেছেন অভিষেক। লোকসভা ভোটের শুরু থেকেই জল্পনা ছড়িয়ে গেছিল যে ডায়মন্ড হারবারে অভিষেকের বিরুদ্ধে

প্রার্থী হবে নওশাদ। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। নওশাদ জানিয়েছিলেন, ডায়মন্ডে তাঁর প্রার্থী না হওয়া দলীয় সিদ্ধান্ত। এই বিষয়টিকে বেশি গুরুত্ব না দিয়ে কার্যত হেলাফেলা করেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। জানিয়েছিলেন, তাঁর বিরুদ্ধে যে কেউ প্রার্থী হতে পারে। পরে অবশ্য নওশাদকে গোটা বিষয় নিয়ে খুব একটা কথা বলতে শোনা যায়নি। বৃহস্পতিবারের জনসভা থেকে অভিষেক নিজেই নওশাদের প্রসঙ্গ টানেন। তবে সরাসরি নাম নেননি তিনি। ওবিসি সংরক্ষণের বিষয় নিয়েই কথা বলতে গিয়ে অভিষেক আমজনতার উদ্দেশে বলেন, ‘‘হাইকোর্টের সিদ্ধান্তের ২৪ ঘণ্টা হয়ে গেছে। একটা প্রতিক্রিয়া বিধায়ক জানিয়েছে? যে মানুষের পাশে দাঁড়াতে ভয় পায়, যার মেরুদণ্ড আর টিকি দিল্লিতে বাঁধা, সে আপনাদের উন্নয়ন করতে পারে?'' এই প্রশ্ন তুলে অভিষেকের দাবি, তৃণমূলের মতো মাথা উঁচু করে, মেরুদণ্ড সোজা রেখে মানুষের হয়ে লড়াই করতে কেউ পারে না। ওবিসিদের সংরক্ষণ ‘কেড়ে নেওয়ার' বিরুদ্ধে ঝাড়গ্রামের সভাতেও মুখ খুলেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, বিজেপির ইস্তাহারেই রয়েছে ভোটের পর ওরা অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু করবে। এই ভোটে তাদের শিক্ষা দিতে হবে যারা হাইকোর্টের একাংশের মদতে বাংলার মানুষকে বঞ্চিত করতে চাইছে।

আরও বড় খেল দেখাবে ঘূর্ণিঝড় ‘রেমাল'!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ মেঃ ভোটের মধ্যেই বাংলার জন্য ঘূর্ণিঝড় সতর্কতা। সেই একই দিন, প্রায় একই সময়। ২০২১ সালের ২৬ মে-ইয়াসের স্মৃতি উসকেই দুর্যোগের হাতছানি। ইয়াসের আছড়ে পড়ার দিনই ফের ঘূর্ণিঝড়ের বিপদ। আবহাওয়াবিদরা জানাচ্ছেন, বাংলা-বাংলাদেশ উপকূলের কাছেই পৌঁছবে ঘূর্ণিঝড়। রবিবার বিকালে বাংলার কাছাকাছি আসবে তীব্র ঘূর্ণিঝড় রেমাল। তবে কোথায় ল্যান্ডফল করবে, সেটা এখনও স্পষ্ট করে বলতে পারছেন না আবহাওয়াবিদরা। শনিবার থেকেই উপকূলে দুর্যোগের আশঙ্কা রয়েছে। সে অনুযায়ী প্রশাসনের তরফ থেকে পদক্ষেপও করা হচ্ছে। উপকূলীয় এলাকাগুলিতে ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস রয়েছে। বইবে দমকা বাতাস।

বাংলাদেশি সাংসদ খুনে গ্রেফতার ১, ধরা পড়ল সেদেশেরই নাগরিক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ মেঃ বাংলাদেশের আওয়ামী লিগের সাংসদ আনোয়ারুল আজিম খুনে উঠে আসছে একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। রাজ্য পুলিশের দেওয়া তথ্য অনুযাযী এই ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছেন তিনজন। ঢাকা থেকে সৈয়দ আমানুল্লাহ, মুস্তাফিজুর এবং ফয়সাল আলি নামে তিনজনকে গ্রেফতার করেছে ঢাকার পুলিশ। এদের জেরা করে উঠে এসেছে নয়া নাম। সাংসদ খুনের ‘মাস্টার মাইন্ড' ছিলেন আখতারুজাম্মান ওরফে সাহিন। জানা যাচ্ছে, আখতারুজাম্মান বর্তমানে মার্কিন নাগরিক। তাঁর মূল বাড়ি বাংলাদেশের ঝিনাইদহ এলাকার কোটচাঁদপুরে। অভিযুক্তের ভাই ওই এলাকারই মেয়র। মৃত সাংসদের সঙ্গে আখতারুজাম্মানের ব্যবসায়িক শত্রুতা ছিল। আর তা থেকেই এই খুন বলে মনে করা হচ্ছে। আরও জানা গিয়েছে, সাংসদ খুনের ঘটনায় যুক্ত প্রায় সাত জন। তার মধ্যে ছ'জনই বাংলাদেশি। অভিযুক্তদের তালিকায় নাম রয়েছে আখতারুজাম্মানের বান্ধবী শিলস্তি রহমান। খুনের আগে আখতারুজ্জামান নিজে কলকাতায় ফ্ল্যাটে পৌঁছন। সঙ্গে ছিলেন বান্ধবী শিলস্তি। আখতারুজ্জামান দেশে না ফিরে নেপালে পালিয়েছে বলে দাবি গোয়েন্দাদের। বাংলাদেশি পুলিশ সূত্রে খবর, আমানুল্লাহ নামের এক ব্যক্তিকে ভাড়া করেন আখতারুজাম্মানই। খুনের জন্য দেওয়া হয় প্রায় পাঁচ কোটি টাকার বরাত। অন্যদিকে এই আমানুল্লাহ আবার জিহাদ এবং সিয়াম নামে দু'জন বাংলাদেশি সঙ্গীকে চোরা পথে কলকাতায় নিয়ে আসে ভাড়া করা ফ্ল্যাটে থাকার জন্য। খুন করার উদ্দেশ্যে আমানুল্লাহ ভাড়া করে মুস্তাফিজুর এবং ফয়সাল নামের দুই ব্যক্তিকে। তদন্তে জানা যাচ্ছে, জিহাদ আর সিয়াম ছাড়া বাকিরা বৈধ নথি নিয়ে ভারতে এসেছিল। খুনের পর আলাদা আলাদা ভাবে ঢাকায় ফিরে যায়। এখানেই শেষ নয়, সাংসদকে খুনের পর দেহ খণ্ড খণ্ড করে তুলে দেওয়া হয়

ভারতীয় সঙ্গীকে। জেরায় বাংলাদেশি পুলিশের কাছে জানিয়েছে আমানুল্লাহ। অভিযুক্তর খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে এ দেশের গোয়েন্দারা। সূত্রের খবর, গত ১৩ মে নিউটাউনের ফ্ল্যাটে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়ে থাকতে পারে সাংসদ আনোয়ারুল আজিমকে। এরপর মৃত্যু নিশ্চিত করতে মাথায় ভারী বস্তু দিয়ে আঘাত করা হয়েছিল বলেই মনে করা হচ্ছে। দেহে পচন ধরে যাতে গন্ধ না বের হয়, সেই জন্য দেহটিকে কেটে অংশ বিশেষ ফ্রিজে রাখা হয়েছিল। দুই দেশের তদন্তকারী সংস্থার তথ্য আদানপ্রদানের ভিত্তিতে এই তথ্য উঠে এসেছে বলে সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে। সূত্র মারফত আরও খবর, দেহ একাধিক টুকরো করে চারটি ট্রলিব্যাগে ভরে লোপাট করা হয়েছে। লোপাটের দায়িত্ব দেওয়া হয় অপর একজনকে। সিআইডি মনে করছে, স্থানীয় একজনের উপর দেহাংশ লোপাটের দায়িত্ব ছিল। তার খোঁজ করা হচ্ছে। সূত্রের খবর, নিউটাউনের ফ্ল্যাটে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই আনোয়ারুলকে খুন করা হয়েছে। ২০ মিনিটের মধ্যে দেহ টুকরো করে ট্রলিতে ভরা হয়েছে। ওই সময়ের মধ্যেই ফ্ল্যাট পরিস্কারও করে দেওয়া হয় বলে খবর। গতকাল একটি সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, লাল রঙের একটি ছোট চারচাকার গাড়ি ঢুকছে নিউটাউনের আবাসনের সামনে। গাড়িটি আবাসনের বাইরে এসে থামে। সেই গাড়ি থেকে নেমে আসেন তিন জন। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন বাংলাদেশের আওয়ামী লিগের মৃত সাংসদ আনোয়ারুল আজিম। সঙ্গে ছিলেন আরও দু'জন। সিসিটিভি ফুটেজের এই সূত্র ধরেই লাল রঙের ওই গাড়িটিকে শনাক্ত করেছে পুলিশ। গাড়ির মালিক ও গাড়ির চালককে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। প্রসঙ্গত, এই সিসিটিভি ফুটেজের সূত্র ধরেই পুলিশ জানতে পেরেছে সাংসদের সঙ্গে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরা একে একে বেরিয়ে গিয়েছিলেন আবাসন থেকে। কিন্তু মৃত সাংসদ বের হননি আবাসন থেকে। এদিন আনোয়ারুল আজিমের হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল সিআইডি। সিয়াম নামে ওই বাংলাদেশি নাগরিক আনোয়ারুল খুনে যুক্ত ছিলেন বলে দাবি করছেন তদন্তকারীরা। ওই দিন যে অ্যাপ ক্যাপ ব্যবহার করেছিলেন তাঁর চালককে জেরা করে অভিযুক্তের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে বলে সূত্রের খবর।

হাইলাকান্দিতে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড

হাইলাকান্দি, ২৩ মে ঃ আজ বৃহস্পতিবার সকালে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ভস্ম হয়ে গেছে একটি বসতঘর। ঘটনা হাইলাকান্দির নারাইণপুর পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের জনৈক সমর আলির বাড়িতে সংঘটিত হয়েছে। বৌদ্যুতিক গোলযোগের ফলে আগুনের সূত্রপাত বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। গৃহকর্তা সমর আলির দাবি, আগুনে তাঁর লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

(এএপি)-র তীব্র সমালোচনায় স্মৃতি ইরানি

নয়াদিল্লি, ২৩ মে ঃ আম আদমি পার্টি (এএপি)-র তীব্র সমালোচনা করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেত্রী স্মৃতি ইরানি। বৃহস্পতিবার দিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে স্মৃতি ইরানি অভিযোগ করেছেন, এএপি শুধুমাত্র দুর্নীতিগ্রস্ত নয়, তাঁদের মহিলা কর্মীরাও মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে নিরাপদ নয়। দুর্নীতি, মহিলাদের নিরাপত্তা ইস্যুতে কেজরিওয়ালকে একহাত নিয়েছেন স্মৃতি ইরানি। স্বাতী মালিওয়ালকে নিগ্রহ-কাণ্ডে স্মৃতি ইরানি আরও বলেছেন, অরবিঃদ কেজরিওয়াল একজন হামলাকারীর সঙ্গে প্রচারে যাচ্ছেন, বোঝাই যাচ্ছে তাঁর আনুগত্য। কেজরিওয়ালের কাছ থেকে ন্যায়বিচার পাওয়া সম্ভব নয় বলেও মন্তব্য করেছেন স্মৃতি ইরানি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কথায়, এক মহিলাকে যখন তাঁর বাড়িতে লাঞ্ছিত করা হচ্ছিল, তখন কারা উপস্থিত ছিলেন? কী করছিলেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল?

সামাজিক মাধ্যমে বিশিষ্টদের বুদ্ধপূর্ণিমার শুভেচ্ছা

কলকাতা, ২৩ মে ঃ ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্রমোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ থেকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়- দেশের শীর্ষস্থানীয়দের অনেকে বৃহস্পতিবার এক্স হ্যান্ডলে বুদ্ধপূর্ণিমার শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। দ্রৌপদী মুর্মু লিখেছেন, শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে আমি সমস্ত সহ নাগরিক এবং বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা ভগবান বুদ্ধের অনুসারীদের আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই। নরেন্দ্র মোদী লিখেছেন, বুদ্ধ পূর্ণিমার শুভেচ্ছা। গত এক দশক ধরে, আমাদের কাজ ভগবান বুদ্ধের আদর্শকে পূরণ করতে এবং সমৃদ্ধ এবং একটি দীর্ঘস্থায়ী বিশ্ব গড়ে তোলার জন্য আমাদের গভীর মূল প্রতিশ্রুতিকে তুলে ধরে। অমিত শাহ লিখেছেন, বুদ্ধ পূর্ণিমার পবিত্র উসবে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা! ত্যাগ, অহিংসা, মমতা ও মৈত্রীর বার্তা দিয়ে ভগবান বুদ্ধ সমগ্র মানব সমাজকে একটি অর্থপূর্ণ জীবন যাপনের চাবিকাঠি দিয়েছিলেন। তাঁর শিক্ষা যুগে যুগে আমাদের পথ দেখাতে থাকবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে সকলকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।

সর্বকনিষ্ঠ ভারতীয় মহিলা হিসাবে এভারেস্ট চূড়ায় কাম্যা কার্তিকেয়ন

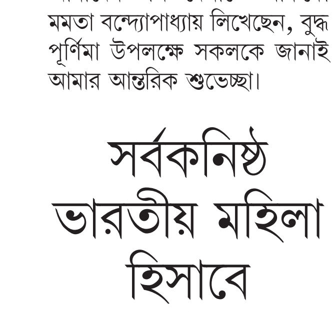

মুম্বই, ২৩ মে ঃ কাম্যা কার্তিকেয়ন এবং এস কার্তিকেয়ন এই পিতা-পুত্রী জুটি সফলভাবে ৮৮৪৯ মিটারের পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্টে আরোহণ করে রেকর্ড গ।লেন। মাউন্ট এভারেস্টে ওঠা পর্বতারোহী কাম্যার বয়স মাত্র ১৬ বছর। কাম্যা মুম্বইয়ের নেভি চিলড্রেন স্কুলের দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রী। তার বাবা এস. কার্তিকেয়ন ভারতীয় নৌবাহিনীর একজন কমান্ডার। বৃহস্পতিবার নৌবাহিনীর তরফে অভিনন্দন জানানো হয় উভয়কে। উল্লেখ্য, নেপালের দিক থেকে মাউন্ট এভারেস্ট চূড়ায় সর্বকনিষ্ঠ ভারতীয় এবং বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বকনিষ্ঠ মহিলা পর্বতারোহী হিসাবে রেকর্ড করেছেন কাম্যা কার্তিকেয়ন। প্রসঙ্গত, কাম্যা ইতিমধ্যেই ৬টি পর্বত আরোহণ এবং এখনও পর্যন্ত বিশ্বের ৭টি মহাদেশের সর্বোচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ-এর লক্ষ্যপূরণ করেছেন।

কংগ্রেস ও ইন্ডি জোটের কাছে দেশের চেয়ে বড় তাঁদের ভোটব্যাঙ্ক ঃ মোদী

ভিওয়ানি, ২৩ মে ঃ কংগ্রেস ও ইন্ডি জোটের কাছে দেশের চেয়ে. বড় তাঁদের ভোটব্যাঙ্ক। বৃহস্পতিবার হরিয়ানার ভিওয়ানির নির্বাচনী জনসভায় বিরোধীদের এভাবেই বিঁধলেন প্রধানমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা নরেন্দ্রদ্র মোদী। তিনি বলেছেন, এই কারণে তাঁদের এখন এমন অবস্থা। মাত্র ৫ দফায় ইন্ডি জোটের ঢোল ফেটে গিয়েছে। আপনারা অবশ্যই লক্ষ্য করেছেন, তৃতীয় দফার পরে তাঁরা কাঁদতে শুরু করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, এই লোকজন ভোটব্যাঙ্কের জন্য দেশকে ভাগ করেছে, একটি ভারত এবং দু'টি মুসলিম দেশ তৈরি করেছে। এখন ইন্ডি লোকজন বলছে, বাকি ভারতেও প্রথম অধিকার মুসলমানদের। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, এই লোকজন সংবিধান প্রদত্ত এসসি, এসটি ও ওবিসি-কে দেওয়া সংরক্ষণ কেড়ে নিতে চায় এবং জিহাদ করা লোকজনকে দিতে চায়। তৃণমূল কংগ্রেসকে আক্রমণ করে মোদী বলেছেন, বাংলায় ইন্ডি জামাতের লোকজন মুসলমানদের ওবিসি সার্টিফিকেট দিয়েছিল। ওবিসিদের যে রিজার্ভেশন পাওয়া

উচিত তা মুসলমান ও অনুপ্রবেশকারীদের মধ্যে বণ্টন করা হচ্ছে। গত ১০-১২ বছরে বাংলায় মুসলমানদের দেওয়া সমস্ত শংসাপত্র বাতিল করেছে হাইকোর্ট। ইন্ডি জোটের সমালোচনা করে মোদী বলেছেন, ইন্ডি জোটের লোকদের অবস্থা এমন যে গরু দুধ দেয়নি, কিন্তু ঘি খাওয়ার জন্য মারামারি শুরু করে দিয়েছে। এখন এই লোকজন বলছে, প্রতি বছর একজন ভারতের প্রধানমন্ত্রী হবেন। ৫ বছর, ৫ জন প্রধানমন্ত্রী। আপনারাই বলুন, এভাবে দেশ চলবে? এরা দেশকে আবার গর্তে ঠেলে দিতে চায়।

বাংলাদেশের এমপি খুনের জট খুলছে,নিশ্চিত হচ্ছে 'হানিট্র্যাপ'-এর তত্ত্ব

কলকাতা, ২৩ মে ঃ বাংলাদেশের সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আজীম আনারের মৃত্যুরহস্যে ক্রমেই নিশ্চিত হচ্ছে ' তত্ত্ব। এই খুনের ব্যাপারে ইতিমধ্যে ধৃত ৩ জনের একজন শিলাস্তি ওরফে সিনথিয়া রহমান নামে এক যুবতী। ব্যবসায়িক বিরোধের জেরে এই খুন। সূত্রের খবর, কলকাতা থেকে দুই পুলিশকর্মী তদন্তে যাচ্ছেন বাংলাদেশে।শিলাস্তিকেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল সাংসদ আনারকে বাংলাদেশ থেকে কলকাতায় নিয়ে আসার। পরিকল্পনাটি করেন আনোয়ারুলের ব্যবসায়িক অংশীদার আক্তারুজ্জামান শাহীন। তাঁর বান্ধবী হলেন শিলাস্তি। তদন্তে উঠে আসছে ব্যবসায়িক দ্বন্দ্বের সূত্র ধরে সাংসদ আনোয়ারুলকে (আনার) হত্যার পরিকল্পনা করেন আক্তারুজ্জামান শাহীন। তদন্তে উঠে আসছে আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য। শিলাস্তি রহমানের সঙ্গে বাংলাদেশে নিষিদ্ধ মাওবাদী সংগঠন পিবিসিপি সংযোগ। পিবিসিপির পুরো নাম পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টি। এই দলটি পশ্চিমবঙ্গে ষাটের দশকে নকশালপন্থী ' রাজনীতির অনুসারী হিসেবে ১৯৬৮ সালে তকালীন পূর্ব পাকিস্তানে আত্মপ্রকাশ করেছিল। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশ তৈরির পরে একাধিক উপদলে ভেঙে যায় পিবিসিপি। খুলনা বিভাগের কিছু এলাকায় দলটির পরিচয় চরমপন্থী গোষ্ঠী। এমনই সংগঠনের সঙ্গে গোপন সংযোগ রেখে চলে শিলাস্তি রহমান।

সূত্রের খবর, লাস্যময়ী শিলাস্তিকে ' বলেই চিহ্নিত করছেন ঢাকা মহানগর পুলিশের গোয়েঃদা অফিসাররা। আওয়ামী লীগ সাংসদ আনোয়ারুলকে (আনার) কলকাতায় আসতে বলা হয়। শিলাস্তি ওরফে সিনথিয়াকে ' হিসেবে ব্যবহার করে আনারকে কলকাতায় ডেকে পাঠান। ' করাতে যাচ্ছি' বলে আনার গত ১২ মে কলকাতার এসে প্রথমে এক বন্ধুর বাড়িতে ওঠেন। ১৫ তারিখ থেকে তিনি সব যোগাযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। নিখোঁজ তদন্তে উঠে আসে কলকাতায় পরিকল্পিত খুনের বিষয়টি। কে এই আক্তারুজ্জামান শাহীন? পুলিসূত্রের খবর, তিনিও মাওবাদী সংগঠনের ঘনিষ্ঠ।ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলার এলাঙ্গী গ্রামে চল্লিশ বিঘা জমির ওপর তাঁর একটি রিসোর্ট আছে। তিনি আমেরিকা প্রবাসী ও কোটচাদপুর মেয়র শহিদুজ্জামান সেলিমের ছোট ভাই। প্রতি বছর তিনি বাংলাদেশে ৬ মাস থাকেন। তিনি সাংসদ আনারের বাল্যবন্ধু এবং ব্যবসায়িক অংশীদার। স্থানীয সূত্রের খবর, রিসোর্টের ভেতরে সুইমিং পুল, চা বাগান, গরু-ছাগলের খামার, জার্মান শেফার্ড, গলফ কোর্স ও বিভিন্ন ফলের বাগান রয়েছে। আছে কঠোর নিরাপত্তা, সিসি ক্যামরাসহ তাঁরকাটা বেষ্টনি। শাহীন দেশে থাকলে এই রিসোর্টে সুন্দরী নারীদের আনাগোনা দেখা যায়। সে সময় রিসোর্টে ভিআইপি ও ভিভিআইপিরা সময় কাটাতে আসেন। সে সময় এই রিসোর্টে সাধারণ মানুষের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা থাকে। পুলিশ সূত্রের খবর, নিউ টাউনের সঞ্জীবনী গার্ডেনে ট্রিপ্লেক্স ফ্ল্যাট ভাড়া করেন খুনের মূল পরিকল্পনাকারী তথা সাংসদের বন্ধু ও ব্যবসায়িক অংশীদার আক্তারুজ্জামান শাহীন। শাহীন গত ৩০ এপ্রিল বাংলাদেশ থেকে ওই ফ্ল্যাটে নিয়ে যান সাংসদের মূল খুনি বলে এখন পর্যন্ত চিহ্নিত চরমপন্থি নেতা আমানুল্লাহকে। এই খুনের ব্যাপারে ৫ কোটি টাকার সঙ্গে চুক্তি করেন তাঁরা। আনোয়ারুল ওরফে আনারকে কলকাতায় আনার পর তার সঙ্গে দেখা করেন শিলাস্তি। চক্রান্তের নীল নকশা করে আক্তারুজ্জামান শাহীন ১০ মে বাংলাদেশে ফিরে যান। শিলাস্তি ছাড়াও জিহাদ, সিয়াম, মোস্তাফিজ ও ফয়সাল থেকে যান কলকাতায়।

তদন্ত-সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, ওই ফ্ল্যাটে আসার পর আনোয়ারুলকে (আনার) শাহীনের ' টাকার জন্য চাপ দেন আমানুল্লাহ ও তার সহযোগীরা। এক পর্যায়ে আনারের গলায় ধারালো ছুরি ধরেন আমানুল্লাহ। এ নিয়ে ধস্তাধস্তি হয়। পরে বালিশ চাপা দিয়ে শ্বাসরোধে তাঁকে হত্যা করা হয়।

পুলিশের অভিযোগ, ১৩ মে আনোয়ারুলকে হত্যায় শিলাস্তি নিজেও অংশ নেয়। লাশ গুম করতে সহযোগিতাও করেন। আমানুল্লাহ ও শিলাস্তি মিলে সাংসদ আনারের টুকরো করা মরদেহের একটি ট্রলি নিয়ে প্রথমে বের হয়েছিলেন বলে তথ্য রয়েছে।১৫ মে শিলাস্তি বিমানে কলকাতা থেকে ঢাকায় ফিরে যান। আমানুল্লাহ, শিলাস্তি ও ফয়সালকে গ্রেফতারের পর হত্যারহস্য উদ্ঘাটন হয়। তাদের কাছে পাওয়া যায় সাংসদ আনোয়ারুল(আনার) হত্যার লোমহর্ষক কাহিনি।

অসমে পুলিশের ওপর গরু মাফিয়াদের বন্দুক হামলা, জখম পুলিশকর্মী, ধৃত এক

দক্ষিণ শালমারা (অসম), ২৩ মে ঃ দক্ষিণ শালমারা-মানকাচর জেলার অন্তর্গত টাকিমারি এলাকায় পুলিশ বাহিনীর ওপর হামলা চালিয়েছে শতাধিক গরু মাফিয়া। ঘটনা আজ বৃহস্পতিবার ভোররাতে দক্ষিণ শালমারা থানাধীন টাকিমারি গ্রামে সংগঠিত হয়েছে। আজ দক্ষিণ শালমারা থানা সূত্রে জানা গেছে, ভোররাত প্রায় দুটা নাগাদ প্রায় ২০টি গরু ও মহিষ আটক করেছিল পুলিশ। তখন শতাধিক গো-মাফিয়া ১৪১৫ সদস্যের পুলিশ বাহিনীর ওপর হামলা করে বসে। আত্মরক্ষার খাতিরে পুলিশ গুলি চালায়। গো মাফিয়ারাও গুলির প্রত্যুত্তর গুলিতেই দেয়। এতে দীনদয়াল শর্মা নামের একজন পুলিশকর্মী গুরুতর আহত হয়েছেন, জানিয়েছে সূত্রটি। এদিকে পুলিশের ওপর হামলা চালিয়ে চোরাকারবারিরা আটক সব গরু ও মোষ কেড়ে নিয়েছে। তবে হামলাকারী এক গো মফিয়াকে পুলিশ পাকড়াও করেছে বলে জানা গেছে। ধৃত গরু মাফিয়াকে দক্ষিণ শালমারা থানা এলাকার টাকিমারি গ্রামের সয়নাল হক বল শনাক্ত করেছে পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে আজও দক্ষিণ শালমারা-মানকাচর জেলায় চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে।

পাওয়ার, ইলেকট্রিক্যাল এবং লাইটিংয়ের ১০তম আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে ডেলিক্সি ইলেকট্রিক অংশগ্রহন করবে

বেঙ্গালুরু, ২৪ মেঃ ডেলিক্সি ইলেকট্রিক, কমভোল্টেজ ইলেকট্রিক প্রোডাক্টের একটি বিশ্ব নেতা, আজ, পাওয়ার, ইলেকট্রিক্যাল এবং লাইটিংয়ের ১০তম আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী, এলেসিয়া ২০২৪ এ তার অংশ গ্রহণের ঘোষণা করেছে। প্রদর্শনীটি বেঙ্গালুরু আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী কেন্দ্রে ২৪-২৬ মে, ২০২৪ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে।

ডেলিক্সি ইলেকট্রিক ভারতে ২০২৩ সালে লঞ্চ হয়েছিল। ব্র্যান্ডটি তার উন্নত বিদ্যুৎ বিতরণ এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল কন্ট্রোল প্রোডাক্টস গুলি ইভেন্টে নিয়ে আসবে। এটির ১,৪০০ টিরও বেশি পেটেন্দ, তিনটি অত্যাধুনিক ল্যাব রেটরিস এবং চীনে পাঁচটি রিসার্চ এবং ডেভেলপমেন্ট সেন্টার রয়েছে, যা ৬০ টিরও বেশি ইন্ডাস্ট্রি স্টেন্ডার্ডসের উন্নয়নে অবদান রাখে। এলেসিয়া ২০২৪-এডেলিক্সি ইলেকট্রিকের অংশ গ্রহণ ভারতে একটি শক্তিশালী উপস্থিতি প্রতিষ্ঠার যাত্রায় একটি উল্লেখ যোগ্য মাইলফলক চিহ্নিত করে।প্রদর্শনীর দর্শনার্থীরা অত্যাধুনিকস্মার্ট এবং কার্বন- নিউট্রাল সুবিধাগুলিতে তৈরি ব্র্যান্ডের প্রোডাক্টসের রেঞ্জ অন্বেষণ করার সুযোগ পাবেন। ব্র্যান্ডটি তার বৈচিত্র্যময় পোর্টফোলিও প্রদর্শন করবে যা প্যানেল নির্মাতা, অরিজিনাল ইকুইপমেন্ট ম্যানুফ্যাক চারার এবং আবাসিকও বাণিজ্যিক ডেভেলপারদের চাহিদা মেটানোর জন্য তৈরি করা হয়েছে, যা ডেলিক্সি ইলেকট্রিক এর বিস্তৃত পরিসরের অ্যাপ্লিকেশনের জন্য উচ্চমানের সমাধান সরবরাহ করার ক্ষমতা তুলে ধরে।এলেসিয়া ২০২৪-এব্র্যান্ডের অংশগ্রহণের তাৎপর্যের ওপর জোরদিয়ে, ডেলিক্সি ইলেকট্রিকের ও ভারসিজ মার্কেটিং এবং কমিউনিকেশন লিডারবিভাথুসুবলেছেন, ডেলিক্সি ইলেকট্রিক তার শক্তিশালী বিদ্যুৎ বিতরণ এবং ইন্ডাস্ট্রিকন্ট্রোল পোর্টফোলিওর মাধ্যমে ভারতের জন্য একটি প্রতিশ্রুতি ধারণ করে যা আজকের প্রতিযোগিতা মূলক ল্যান্ডস্কেপে ব্যবসাগুলিকে উন্নতি করতে সক্ষম করে। এলেসিয়া ২০২৪-এ আমাদের আত্মপ্রকাশ ভারতের প্রবৃদ্ধির গল্পে বিশ্বস্ত অংশীদার হওয়ার প্রতি আমাদের নিবেদনকে স্পষ্ট করে।

এলেসিয়া২০২৪-এ ডেলিক্সি ইলেকট্রিকের উপস্থিতি আরও শক্তিশালী হয়েছে তাদের অথোরাইসড ডিলারের অংশগ্রহণের মাধ্যমে, যারা ব্র্যান্ডের প্রোডাক্টসএবং পরিষেবা সম্পর্কে তথ্য চাওয়া দর্শকদের মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি এবং সহায়তা প্রদান করবে। ব্র্যান্ডটিতার ক্ষমতা প্রদর্শন করে ভারতীয় ইলেকট্রিক প্রোডাক্ট ইন্ডাস্ট্রিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় হিসাবে তার অবস্থানকে দৃঢ় করবে। তার সর্বশেষ টেকসই প্রতিবেদনে, ডেলিক্সি ইলেকট্রিক চিত্তাকর্ষক ফলাফল ঘোষণা করেছে। এর মান শৃঙ্খলে ৩০ এর বেশি গ্রীন এনার্জি এবং উৎপাদনে ৮৮.৩ গ্রীন উপকরণ ব্যবহারের সাথে, ব্র্যান্ডটি তার নেট জিরো কমিটমেন্টের দিকে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে।উচ্চ-মানের পণ্যের একটি বৈচিত্র্যময় পোর্টফোলিও এবং পেশাদারদের একটি নিবেদিত দল সহ, ডেলিক্সি ইলেকট্রিক একটি দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলতে এবং ভারতের অব্যাহত বৃদ্ধি ও উন্নয়নে অবদান রাখতে প্রস্তুত।

পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ২৩ মে ঃ আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম কমার প্রবণতা রয়েছে। ব্রেন্ট ক্রুডের দাম প্রায় ৮২ ডলার এবং ডব্লিউটিআই ক্রুড প্রায় ৭৮ ডলার প্রতি ব্যারেল। বৃহস্পতিবার পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি। এই সপ্তাহের চতুর্থ দিনে প্রথম বাণিজ্যে, ব্রান্ড ক্রুড ০.৩৮ ডলার বা ০.৪৬ শতাংশ পতনের সাথে ব্যারেল প্রতি ৮১.৫২ ডলারে প্রবণতা করছে। ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টটারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) ক্রুডও ব্যারেল প্রতি ০.৪৫ ডলার বা ০.৫৮ শতাংশ কমে ৭৭.১২ ডলারে লেনদেন করছে। ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোলের দাম ৯৪.৭২ টাকা, ডিজেল ৮৭.৬২ টাকা, মুম্বাইতে পেট্রোল ১০৪.২১ টাকা, ডিজেল ৯২.১৫ টাকা, কলকাতায় ১০৩.৯৪ টাকা, ডিজেল ৯০.৭৬ টাকা, চেন্নাইতে পেট্রোল ১০০.৭৫ টাকা, ডিজেল ৯২.৩৪ টাকা প্রতি লিটারে পাওয়া যাচ্ছে।

উত্তরাখণ্ডে প্রবল বৃষ্টিতে ধসে পড়ল বাড়ি

গাড়োয়াল, ২৩ মে ঃ বুধবার থেকেই উত্তরাখণ্ডে প্রবল বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে। বিস্তীর্ণ এলাকায় নেমেছে ধস। জলের তলায় বহু বা।। বৃহস্পতিবার জানা গেছে, বৃষ্টির কারণে অনেক বাড়ি, দোকান এবং কয়েকটি গোয়ালঘর ভেঙে পড়েছে। জানা গেছে, ভারী বৃষ্টির কারণে বিরনখাল ব্লকের একাধিক গ্রামে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। জাতীয় স।কের বেশ অনেকটা অংশ ধসে পড়েছে বলে খবর। এও জানা গেছে, উত্তরকাশীর বাঙ্গারসিউ ও সুকাই গ্রামে বৃষ্টির কারণে অনেক বাড়ি, দোকান ভেঙে পড়ে। ২৫ থেকে ৩০টি গ্রাম বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বৃষ্টির কারণে পানীয় জলের লাইন, ট্যাঙ্ক, বিদ্যু সরবরাহ ব্যাহত হযেছে। স্থানীয় প্রশাসনের তরফে ক্ষতিগ্রস্তদের কাছে ত্রাণ সরবরাহ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া বজরো, বেদিখাল ও কোটদ্বার জাতীয় সড়ক বন্ধ রয়েছে।

তৃণমূলশাসনে মহিলাদের প্রতি অপরাধ ও নৃশংসতা দেখা যাচ্ছে ঃ অনুরাগ ঠাকুর

হামিরপুর, ২৩ মে ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নঃদীগ্রামে বিজেপির মহিলা কর্মী খুনের ঘটনায় তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের তীব্র সমালোচনা করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা অনুরাগ সিং ঠাকুর। তাঁর কথায়, পশ্চিমবঙ্গে ব্যালটের থেকেও ভারী প্রমাণিত হয় বোমা ও বুলেট। বৃহস্পতিবার হিমাচল প্রদেশের হামিরপুরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অনুরাগ ঠাকুর বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন এলেই সেখানে বোমা বিস্ফোরণ ও গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটে। বোমা, গুলি এবং বন্দুক ব্যালটের চেয়ে ভারী প্রমাণিত হয়। তৃণমূল কংগ্রেসকে আক্রমণ করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর বলেছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাসনে নারীদের বিরুদ্ধে অপরাধ ও নৃশংসতা দেখা যাচ্ছে। একের পর এক লজ্জাজনক ঘটনা ঘটছে সেখানে। একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রী থাকা সত্ত্বেও মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধ ঘটে চলেছে, এটি গণতন্ত্রের জন্য লজ্জাজনক, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর সরকার গণতন্ত্রকে লজ্জিত করেছে।

বিশ্বহিন্দু পরিষদের পক্ষ থেকে মিছিল সহকারে বিক্ষোভ

বাঁকুড়া, ২৩ মে ঃ ভারত সেবাশ্রম সংঘ, রামকৃষ্ণ মিশন,ইস্কন সম্বন্ধে মুখ্যমন্ত্রীর বিরূপ মন্তব্যের প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার বিশ্বহিন্দু পরিষদের পক্ষ থেকে মিছিল সহকারে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। এদিন সকালে মাচানতলা মোড়ে বিশ্বহিন্দু পরিষদের সদস্য, সমর্থকরা সমবেত হন। সেখানে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে মিছিল সহকারে রানীগঞ্জ মোড়ে বীর সাভারকরের মূর্তির পাদদেশে এসে বিক্ষোভ দেখানো হয়। বাঁকুড়া জেলা বিশ্বহিঃদু পরিষদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে ভারত সেবাশ্রম সংঘ,রামকৃষ্ণ মিশন, ইস্কন-এর মতো ধর্মীয় সংগঠনের বিরুদ্ধে কটূক্তি করছেন তার নিঃদার ভাষা নেই।

পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মুকে শ্রদ্ধা রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর

কলকাতা, ২৩ মে ঃ পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মুর জন্মদিনে তাঁকে সামাজিক মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানালেন ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। বৃহস্পতিবার দ্রৌপদী এক্স-বার্তায় লিখেছেন, আমি পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মুকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানাই। অলচিকি লিপির বিকাশ ঘটিয়ে তিনি সাঁওতালি ভাষার নতুন পরিচয় দেন। সাঁওতালি ভাষার প্রচারে তার অবদান সাঁওতালি জনগণের জন্য সুযোগ বাড়িয়েছে এবং তাদের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে আরও সচেতন করেছে। ১৯২৫ সালে অলচিকি লিপি উদ্ভবনের পর সেই লিপিতেই রঘুনাথ মুর্মু সাঁওতালি ভাষায় বিভিন্ন নাটক, কবিতা ও বই লেখেন। ১৯৭৭ সালে ঝাড়গ্রামের বেতাকুন্দরিডিহিতে তিনি একটি সাঁওতালি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। রাঁচির ' তার আদিবাসী সাহিত্যে অবদানের জন্য তাঁকে ডি. লিট উপাধি দেয়। আদিবাসী লেখক মার্টিন ওঁরাও তাঁর ' সান্থাল - এ ট্রাইব ইন সার্চ অব দি গ্রেট ট্রাডিশন' গ্রন্থে তাকে সাঁওতালদের মহান শিক্ষক হিসেবে উল্লেখ করেন। সেই থেকে তিনি আদিবাসীদের কাছে গুরু গোমকে (অর্থাৎ ' শিক্ষক') নামে খ্যাতি অর্জন করেন।

বুদ্ধ পূর্ণিমায় বুদ্ধগয়ায় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, অংশগ্রহণ বিদেশি ভক্তদের

বুদ্ধগয়া, ২৩ মে ঃ বৃহস্পতিবার গৌতম বুদ্ধের ২৫৮৬-তম জন্মবার্ষিকী। এদিন ভারত-সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পালিত হচ্ছে বুদ্ধ পূর্ণিমা উৎসব। ভগবান বুদ্ধের জন্মবার্ষিকীতে শোভাযাত্রার আয়োজন হয় বিহারের বুদ্ধগয়াতে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা এখানে যোগদান করেন। সুদূর থাইল্যান্ড থেকেও একদল বৌদ্ধ ভক্ত এই শোভাযাত্রায় অংশ নেন। শোভাযাত্রার প্রধান আকর্ষণ ছিল বিভিন্ন যানবাহনের চূড়ায় স্থাপিত বুদ্ধের মূর্তি। মিছিলে নেতৃত্ব দেন বৌদ্ধ ভিক্ষুরা। বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রী এবং ভগবান গৌতম বুদ্ধের উপাসকদের শোভাযাত্রায় হাঁটতে দেখা যায়। উল্লেখ্য, হিন্দু পঞ্জিকা অনুসারে প্রতি বছর বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে এই উসব পালিত হয়। এই উসব বুদ্ধ পূর্ণিমা, বুদ্ধ জয়ন্তী বা ভেসাক নামেও পরিচিত। এটি বৌদ্ধ ধর্মের অনুগামীদের পাশাপাশি হিন্দু ধর্মের মানুষরাও সাড়ম্বরে উদযাপন করেন। প্রসঙ্গত, একটি বটবৃক্ষের নীচে বসে জ্ঞানলাভ করেছিলেন গৌতম বুদ্ধ এবং তার পরে তিনি সমগ্র বিশ্বের কাছে অহিংসা, শান্তি, দয়া, ধর্মের পথপ্রদর্শন করেছিলেন।

পিওকে ভারতের ছিল, আছে এবং আমরা নিয়েই ছাড়ব ঃ অমিত শাহ

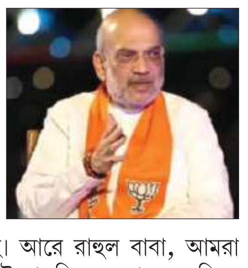

সিদ্ধার্থনগর, ২৩ মে ঃপাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর (পিওকে) ভারতের ছিল, আছে এবং আমরা নিয়েই ছাড়ব। বৃহস্পতিবার উত্তর প্রদেশের সিদ্ধার্থনগরের জনসভায় বললেন বিজেপি নেতা তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এদিন সিদ্ধার্থনগরের নির্বাচনী জনসভায় অমিত শাহ বলেছেন, কংগ্রেস নেতারা বলছেন পাকিস্তানকে সম্মান করুন, তাঁদের কাছে পরমাণু বোমা আছে। আরে রাহুল বাবা, আমরা বিজেপির লোকজন পরমাণু বোমাকে ভয় পাই না। পিওকে ভারতের ছিল, আছে এবং আমরা নিয়েই ছাড়ব।এবারের লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস ৪০টি আসনও পাবে না বলে দাবি করেছেন অমিত শাহ। আক্রমণ করেছেন সমাজবাদী পার্টিকেও। অমিত শাহের কথায়, ৫ দফার ভোট শেষ হযেছে। মোদীজি ৫ দফায় ৩১০টি আসন অতিক্রম করেছেন। যেখানে ইন্ডি জোট নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। এবার কংগ্রেস ৪০ আসন পেরোচ্ছে না ও অখিলেশ জি ৪টি আসনও পাবেন না।

মোদীজি জনগণের সংরক্ষণের অধিকার রক্ষা করবেন ঃ নাড্ডা

ময়ূরভঞ্জ, ২৩ মে ঃ ইন্ডি জোটের দলগুলি নিজেদের পরিবারবাদ ও তোষণের ধারণা প্রচার করতেই একত্রিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার ওড়িশার ময়ূরভঞ্জের জনসভায় এমনটাই দাবি করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। একইসঙ্গে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, মোদীজি জনগণের সংরক্ষণের অধিকার রক্ষা করবেন! ইন্ডি জোট রিজার্ভেশন কেড়ে নিয়ে. নিজেদের ভোটব্যাঙ্ককে দিতে চায়। এর থেকে বাঁচাবে বিজেপি! ওড়িশা সরকারের সমালোচনা করে নাড্ডা বলেছেন, ওড়িশার কোনও ছেলে-মেয়ে এখানে প্রশাসন চালাতে পারে। ওড়িশার সাংসদ-বিধায়কদের মুখ্যমন্ত্রী পদে পৌঁছতে কে বাধা দিচ্ছে? আপনারা পদ্মের বোতাম টিপুন এবং বিজেপিকে জয়ী করুন, আমি আপনাদের আশ্বাস দিচ্ছি, এখানে শুধুমাত্র ওড়িশার ছেলে অথবা মেয়ে রাজত্ব করবে।

বুদ্ধের দর্শন ছিল সুখ ও শান্তির, বুদ্ধ জয়ন্তীতে শ্রদ্ধা নিবেদন রামদাসের

বারাণসী, ২৩ মে ঃ বুদ্ধপূর্ণিমার পবিত্র দিনে বৃহস্পতিবার উত্তর প্রদেশের বারাণসীর সারনাথের মুলগন্ধা কুটি এবং বিহারা ও ধামেক স্তূপে গিয়ে ভগবান বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামদাস আঠওয়ালে। এদিন যথোচিত ধর্মীয় মর্যাদায় ভগবান বুদ্ধের প্রার্থনা করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আঠওয়ালে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আঠওয়ালে বলেছেন, বৌদ্ধ ধর্মালম্বীদের কাছে এই স্থানের অসীম গুরুত্ব রয়েছে। বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে এখানে এসে আমি আনন্দিত। সম্রাট অশোকও বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার করেছিলেন। ভগবান বৌদ্ধ সুখ ও শান্তি বজায় রাখার শিক্ষা দিয়েছেন বিশ্ববাসীকে। বাবাসাহেব (আম্বেদকর) আমাদের বৌদ্ধ ধর্মের শিক্ষা দিয়েছেন... এই দর্শন বিশ্বে শান্তিকে মজবুত করবে।

হরিয়ানায় বিজেপির বিরুদ্ধেই স্রোত, সিরসার রোড শোয় দাবি প্রিয়াঙ্কার

সিরসা, ২৩ মে ঃ হরিয়ানায় লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস ভালো ফল করবে বলেই আশাবাদী দলের সাধারণ সম্পাদিকা প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা। বৃহস্পতিবার হরিয়ানার সিরসায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রিয়াঙ্কা বলেছেন, হরিয়ানায় বিজেপির বিরুদ্ধে স্রোত উঠেছে। জনগণ তাঁদের (বিজেপি) রাজনীতিতে ক্লান্ত...সেখানে অনেক বেশি বেকারত্ব, মুদ্রাস্ফীতি চরমে...পরিবর্তন আসবেই।দলীয় প্রার্থী কুমারী সেলজার সমর্থনে এদিন সিরসাতে রোড শো করেছেন প্রিয়াঙ্কা। রোড শো-তে বিপুল সংখ্যক কংগ্রেসের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। প্রিয়াঙ্কা এদিন আরও বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী আপনাদের সামনে এলে তাঁর মুখ থেকে মুদ্রাস্ফীতি ও বেকারত্ব শব্দ বের হয় না। ১০ বছর সরকার চালানোর পর তিনি মঙ্গলসূত্র ও মহিষ চুরির কথা বলেন। তিনি কী করেছেন তাও বলেন না, তিনি কী করবেন তাও বলেন না।

বেঙ্গালুরুতে বোমা বিস্ফোরণের হুমকি ইমেল

বেঙ্গালুরু, ২৩ মে ঃ এবার বেঙ্গালুরুর একাধিক হোটেলে বোমা বিস্ফোরণের হুমকি দেওয়া হল। বৃহস্পতিবার বেঙ্গালুরুর হোটেলে বোমা রাখার হুমকি মেলের খবর প্রকাশ্যে আসতেই চাঞ্চল্য ছ।য়ে পড়ে। হুমকি ইমেলের খবর পেতেই পুলিশ তল্লাশি শুরু করে। পৌঁছে যায় বম্ব স্কোয়াডও। জানিয়েছেন দক্ষিণ-পূর্ব বেঙ্গালুরুর ডিসিপি। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বেঙ্গালুরুর ইলেকট্রনিক সিটির মত হাইপ্রোফাইল জায়গার ৩টি হোটেলে হুমকি দিয়ে ইমেল পাঠানো হয়। যার জেরে আতঙ্ক ছ।য়ে প।ে। পুলিশ পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। উল্লেখ্য, বুধবার দিল্লির নর্থ ব্লকে বোমা বিস্ফোরণের হুমকি দিয়ে ইমেল পাঠানো হয়েছিল।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ,শনিবার, ইংরেজী ২৫ ্ম ২০২৪, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলি ৫১২৫, সৌর ১৭ বৈশাখ, চান্দ্র ১৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৭ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশ ১৬ বৈশাখ ১৪৩১, ভারতীয় সিভিল ১৭বৈশাখ ১৯৪৬, মৈতৈ ১৬ শজিবু, আসাম ১৭ বহাগ, মুসলিম ১৭-শাওয়াল-১৪৪৫ হিজরী। সূর্য উদয় সকাল ০৫১২০৯ এবং অস্ত বিকাল ০৫৫৭২৯। চন্দ্র উদয় বিকাল ০৪৪১৩৭(২২) এবং অস্ত শেষ রাত্রি ০৪৩৪৫০(২২)। শুক্ল পক্ষ । তিথি চতুর্দশী (রিক্তা) সকাল ঘ ০২৪৫৫৬ দং ৫৩৫৬১০ পর্যন্ত নক্ষত্র হস্তা রাত্রি ০৭৪০০৪ দং ৩৬৯৩৫ পর্যন্ত পরে চিত্রা করণ গর দুপুর ঘ ০২৪৮৪২ দং ২১৩১১০ পর্যন্ত পরে বণিজ সকাল ঘ ০২৪৫৫৬ দং ৫৩৫৬১০ পর্যন্ত পরে বিষ্টি যোগ হর্ষণ অমৃতযোগ দিন ০৫১২১৪ থেকে - ০৬৫৪২৭ পর্যন্ত, তারপর ১০১৮২২ থেকে - ১২৫১২৭ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৬৪২৩৩ থেকে - ০৮৫৭২৯ পর্যন্ত, তারপর ১১১২২৫ থেকে - ০২১২২০ পর্যন্ত।মহেন্দ্রযোগ দিন ০৩২৪৩১ থেকে - ০৫০৬৩৩ পর্যন্ত। কুলিকবেলা দিন ০২৩৩২৯ থেকে - ০৩২৪৩১ পর্যন্ত। কুলিকরাত্রি ০১২৭২১ থেকে - ০২১২২০ পর্যন্ত। বারবেলা দিন ০২৪৬১৫ থেকে - ০৪২১৫৫ পর্যন্ত।কালবেলা দিন ০৬৪৭৫৪ থেকে - ০৮২৩৩৪ পর্যন্ত। কালরাত্রি ১০১০৩৫ থেকে - ১১৩৪৫৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন) রবি ০৮৫৪৪৭ (১) ৩ পদ, চন্দ্র ৫২৬৫৬৫ (১৪) ২ পদ, মঙ্গল ১০২৬৫৩৪১ (২৫) ৩ পদ, বুধ ১১১৮৪৬৩৬ (২৭) ১ পদ, বৃহস্পতি ০২৮১৫২৬ (৩) ১ পদ, শুক্র ১১২৭৪৬২৮ (২৭) ৪ পদ, শনি ১০১৮৫৯১০ (২৪) ৪ পদ, রাহু ১১২২৫৯২৭ (২৭) ২ পদ, কেতু ৫২২৫৯২৭ (১৩) ৪ পদ বুধ বক্রি। লগ্ন মেষ রাশি সকাল ০৬২৪৪৮ পর্যন্ত। বৃষ রাশি সকাল ০৮২৩১০ পর্যন্ত। মিথুন রাশি সকাল ১০৩৬২৯ পর্যন্ত। কর্কট রাশি সকাল ১২৫২১২ পর্যন্ত। সিংহ রাশি দুপুর ০৩০৩২৩ পর্যন্ত। কন্যা রাশি বিকাল ০৫১৩৪৩ পর্যন্ত। তুলা রাশি বিকাল ০৭২৭৫৩ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি রাত্র ০৯৪৩৩৮ পর্যন্ত। ধনু রাশি রাত্র ১১৪৮৫৭ পর্যন্ত। মকর রাশি শেষ রাত্রি ০১৩৫৫১ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি শেষ রাত্রি ০৩০৯১৫ পর্যন্ত।

রাশিফল

মেষ-ছোটবেলার বন্ধুর সঙ্গে নতুন যোগাযোগ হতে পারে। সন্তানের উচ্চশিক্ষার জন্য অর্থের সংস্থান হয়ে যাবে।

বৃষ-ছোটবেলার বন্ধুর সঙ্গে নতুন যোগাযোগ হতে পারে। সন্তানের উচ্চশিক্ষার জন্য অর্থের সংস্থান হয়ে যাবে। ব্যবসায় কোনও কর্মচারীর জন্য লোকসান বাড়তে পারে।

মিথুন-কৃষিজ উপাদন কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জন্য শস্যহানির আশাঙ্কা থাকবে। ব্যবসা ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করুন।

কর্কট- উন্নতির যোগ থাকলেও সহকর্মীরা আপনার সঙ্গে সহযোগিতা নাও করতে পারে। ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ থাকবে।

সিংহ-ব্যবসায়ীরা তাদের পাওনা টাকা ফেরত পেতে পারে, বড় অঙ্কের কোনও বিনিয়োগ এখন করবেন না। পরিবারের একাকীত্বের জন্য ছোটখাটো ভ্রমণের ব্যবস্থা করতে পারেন।

কন্যা-রোজগার বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকবে। সন্তানের বিবাহ নিয়ে আইনি ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। স্ত্রীর উদ্যমী স্বভাবের জন্য ব্যবসা শুরুর কথা ভাবতে পারেন।

তুলা-বড় ধরনের কোনও কাজ হাতে নেবেন না। কর্মক্ষেত্রে ছোটখাটো সমস্যার সৃষ্টি হলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা কেটে যাবে এই নিয়ে দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই।

বৃশ্চিক- মজুতদারি ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি খুব সতর্কভাবে ব্যবসা পরিচালনা করুন। পরিবারে ভ্রাতা-ভগ্নী ও নিজের আত্মীয়দের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তুলুন।

ধনু-সঞ্চয়ে মন দিন। পুরনোর সঙ্গে আবার নতুনভাবে যোগাযোগ সৃষ্টি হবে। কর্মপ্রার্থীরা নতুন উদ্যম নিয়ে কর্মের চেষ্টা করুন।

মকর-কর্মপ্রার্থীরা উপার্জনের জন্য নতুন পথ খুঁজে বার করবার চেষ্টা করুন। শিক্ষার্থীদের নিজের উদাসীনতার জন্য ভালো সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে।

কুম্ভ-নানা উপায়ে অর্থ হাতে আসবে। বাড়ি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জমানো টাকা খরচ হতে পারে। কর্মপ্রার্থীদের নতুন কিছু করার সুযোগ আসবে।

মীন-কর্মপ্রার্থীদের জন্য শুভ বার্তা বহন করবে। বন্ধু-বান্ধবকে উপকার করতে গিয়ে পুলিশি ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা।

স্কুলে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য হাওড়ার মৌড়ীতে

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৩ মেঃ হাওড়ার উত্তর মৌড়ী পালপাড়া এলাকায় কেশবচন্দ্র বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে ফের চুরির ঘটনা ঘটলো। জানা গেছে, ওই স্কুল থেকে বুধবার রাতে জানালা ভেঙে চুরি হয়। চোরের দল পিতল ও অ্যালুমিনিয়ামের সমস্ত সরঞ্জাম চুরি করে নিয়ে পালায়। স্থানীয় এক পঞ্চায়েত সদস্য জানান, এই নিয়ে বেশ কয়েকবার ওই একই স্কুলে চুরির ঘটনা ঘটলো। এটি লজ্জাজনক ঘটনা। তবে পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতায় সিসিটিভি ফুটেজ দেখে চোর সনাক্ত করার চেষ্টা চলছে।

বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্র উত্তেজনা প্রবণ বলে মনে করছে কমিশন

দুরন্ত বার্তা, বসিরহাট, ২৩ মেঃ লোকসভা নির্বাচনের শেষ দফায় বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের সন্দেশখালির হিঙ্গলগঞ্জ সুন্দরবন অঞ্চল অত্যন্ত স্পর্শ কাতর বা উত্তেজনা প্রবণ বলে কমিশন মনে করছে। এর পাশাপাশি কলকাতার সমস্ত বস্তি অঞ্চল রাজারহাটের পঞ্চায়েত এলাকার উপরও কমিশনের আতস কাঁচের তলায় থাকছে। এজন্য শান্তিপূর্ণভাবে অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে আরো কেন্দ্রীয় বাহিনী বাড়তে চলেছে বলে জানানো হয়েছে।। আজ ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার নিতেশ ব্যাস এর সঙ্গে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও রাজ্য পুলিশ মোতায়েন নিয়ে মুখ্য নির্বাচন দপ্তরে এক বৈঠক হয়। ওই বৈঠকেই স্থির হয়েছে যে এই পর্বের ভোটে ১৫৮০ সেকশন কিউ আর টিকে কাজে লাগানো হবে। আজকের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সিইও আরিজ আফতাব দুই বিশেষ পর্যবেক্ষক অলোক সিনহা ও অনিল কুমার শর্মা ছাড়াও জেলার নির্বাচনী আধিকারিক, রাজ্য পুলিশের নোডাল অফিসার আনন্দ কুমার ও সিআরপিএফ এর ডিজি বি কে শর্মা।

হিঙ্গলগঞ্জের ১৩১ নম্বর বুথের তৃণমূলের পতাকা-ব্যানার ছিঁড়ে দেওয়ার অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, হিঙ্গলগঞ্জ, ২৩ মেঃ বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের হিঙ্গলগঞ্জ।।লোকসভা নির্বাচন উপলক্ষে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পতাকা,ফেস্টুনে ভরে গিয়েছে বিভিন্ন এলাকা। তারই মধ্যে তৃণমূলের দলীয় পতাকা ছেড়া নিয়ে অভিযোগ। হিঙ্গলগঞ্জ স্যান্ডেলের বিল ১৩১ নাম্বার বুথে বুধবার রাতের অন্ধকারে তৃণমূলের দলীয় পতাকা ছিঁড়ে দেয়া হয়েছে বলে অভিযোগ, প্রার্থীর ছবি লাগানো ব্যানার পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ তৃণমূলের। এ বিষয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে, তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত সান্ডেলেরবিল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পরিতোষ বিশ্বাসের দাবি ঘটনায় জড়িত বিজেপি। থানায় লিখিত অভিযোগ ও দায়ের করা হয়েছে তৃণমূলের তরফে। তবে, হিঙ্গলগঞ্জ মন্ডল ১ এর সাধারণ সম্পাদক আলী পদ পাইক এই অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন এই নোংরা রাজনীতি বিজেপি করে না।এটা তৃণমূল কংগ্রেসেরই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ।

বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রে ভোট ১ জুন, তার আগে শুরু হোম ভোটিং

দুরন্ত বার্তা, হিঙ্গলগঞ্জ, ২৩ মেঃ বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন জায়গায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোট নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হলো । এবারের নির্বাচনে ৮৫ বছরের বেশী বয়স্ক ও বিশেষ ভাবে সক্ষম যারা তাদোর বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোট গ্রহনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। সেই মতো বসিরহাট লোকসভার হিঙ্গলগঞ্জের স্যান্ডেল বিল এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর কড়া নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে বয়স্ক মানুষদের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু হলো । বাড়িতে বসেই ভোট দিতে পেরে সভবতেই খুশি বয়স্ক মানুষরা ।

নববারাকপুরে বুদ্ধদেবের জন্মজয়ন্তী শ্রদ্ধাঞ্জলি

নববারাকপুর, ২৩ মেঃ বৃহস্পতিবার সকালে নববারাকপুর পুরসভার ১নং ওয়ার্ড কমিটির উদ্যোগে বুদ্ধদেবের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে স্হানীয় সরোজ শিশু উদ্যানে বুদ্ধ মূর্তির পাদদেশে হল শ্রদ্ধাঞ্জলি । উপস্থিত ছিলেন পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা,স্হানীয় পুর প্রতিনিধি হৃষিকেশ রায়, প্রাক্তন পুর প্রতিনিধি পূর্ণিমা রায়,সাংবাদিক পূর্ণেন্দু চক্রবর্তী ও ওয়ার্ডের গুনীজনেরা।গৌতম বুদ্ধের মূর্তিতে মালা ও ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান পুরসভার পুরপ্রধান স্থানীয় পুর প্রতিনিধি সহ বিশিষ্ট জনেরা। পুরপ্রধান প্রবীর সাহা বলেন বুদ্ধ পূর্ণিমা উৎসব প্রতি বছর জাকজমক করে করা হয়। এবছর নির্বাচন উপলক্ষে ছোট করা হল। ভারতবর্ষ কেন পৃথিবীর বুকে দাড়িয়ে শান্তির কথা বলেছেন গৌতম বুদ্ধ। আজ বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে তার জন্মজয়ন্তী পালন করছে পুরসভা। তার ধর্ম সারা বিশ্বের মানুষের কাছে সমাদৃত এবং সম্মানিত। এক শ্রেণীর মানুষ হিংসা প্রতিহিংসায় ধর্মীয় বিভাজন এগুলো করে হয় তো নির্বাচনী বৈতরনী পার হতে পারে ঠিকই। মানুষে মানুষে লড়াই বন্ধ হওয়া উচিত। সত্য ধর্ম ভালোবাসা শান্তি সম্প্রীতি রক্ষার্থে তার ভূমিকা অপরিসীম। ওয়ার্ডের লেডিস ক্লাবের শিল্পী কলাকুশলিরা গৌতম বুদ্ধের জন্মদিন উপলক্ষে সংক্ষিপ্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে দুটি সমবেত সংগীত পরিবেশন করেন। ব্রহ্ম সংগীত বরিষ ধারার মাঝে শান্তির ও বানী... আকাশ ভরা সূর্য তারা.. শিল্পী দের কন্ঠে পরিবেশন বেশ সাবলীল । সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা ও সঞ্চালনা করেন পুর প্রতিনিধি হৃষিকেশ রায় । উল্লেখ্য বুদ্ধ পূর্ণিমা পুরাণ অনুসারে নবম অবতার হলেন বুদ্ধ। বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা তিথি বুদ্ধ পূর্ণিমা নামে পরিচিত। এই দিনেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন গৌতম বুদ্ধ। এটি গৌতম বুদ্ধের ২৫৮৬ তম জন্মজয়ন্তী।

আবহাওয়ার জেরে এগিয়ে আনা হলো মুখ্যমন্ত্রীর মথুরাপুর ও জয়নগর ৩ টি জনসভা

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২৩ মেঃ ৭ ম তথা শেষ পর্যায়ের ভোট গ্রহন আগামী ১ লা জুন। দক্ষিন ২৪ পরগনার চারটি লোকসভা কেন্দ্র (জয়নগর, মথুরাপুর,যাদবপুর ও ডায়মন্ড হারবার) তে ভোট গ্রহন ১লা জুন। আর এখন চলছে শেষ পর্যায়ের প্রচার।আর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শুক্রবার মথুরাপুর ও জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রে তিনটি জনসভায় আসার কথা। চলছে শেষ মূহুর্তের প্রস্তুতি তিনটি জনসভা এলাকায়। এদিকে ঘূর্ণিঝড় রেমাল আদৌ এই বাংলায় প্রভাব ফেলবে কিনা তা এখন ও নিশ্চিত নয়। কিন্তু বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড় তৈরি হওয়া জনিত আবহাওয়ার প্রভাবে ইতিমধ্যেই সুন্দরবন এলাকায় পড়তে শুরু করেছে। আর তারই প্রভাবে বদল হয়ে গেল মুখ্যমন্ত্রীর নির্বাচনী জনসভার সময়সূচী। শুক্রবার সকাল ৯ টায় মথুরাপুরলোকসভা কেন্দ্রের তৃনমূল কংগ্রেসের প্রার্থী বাপি হালদারের সমর্থনে সাগর বিধানসভার সাগর কালি গিরি মন্দির সংলগ্ন মাঠে প্রথম নির্বাচনী জনসভায় উপস্থিত

থাকবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এর পরে সেখান থেকে মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃনমূল কংগ্রেসের প্রার্থী বাপি হালদারের সমর্থনে সকাল দশটায় রায়দীঘি বিধানসভার রায়দীঘি স্টেডিয়ামের মাঠে আর ও একটি জনসভায় থাকবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার পরে এদিনের তৃতীয় জনসভাটি হবে বেলা ১১ টায় জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের তৃনমূল কংগ্রেসের প্রার্থী প্রতিমা মন্ডলের সমর্থনে ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভার ক্যানিং স্টেডিয়ামের মাঠে। সুন্দরবনের উপকূলীয় এলাকায় বৃষ্টি ও ঝড়ো বাতাসের কারণে আবহাওয়া অনুকূল না থাকায় ভোটের প্রচার পর্বে বারবার ব্যাঘাত ঘটছে। খারাপ আবহাওয়ার জন্য অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি এড়াতে এই বদল বলে জানা গেল।

ইতিমধ্যেই ভিডিও বার্তার মাধ্যমে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভার সময়সূচী পরিবর্তনে কথা জানিয়েছেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী তথা সাগরের বিধায়ক বংকিম হাজরা, রায়দিঘির বিধায়ক অলক জলদাতা ও ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশ রাম দাস।বৃহস্পতিবার সাগর ও রায়দীঘির সভাস্থল পরিদর্শন করে মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী বাপি হালদার। ক্যানিং এর সভাস্থল পরিদর্শন করে জয়নগর কেন্দ্রের প্রার্থী প্রতিমা মন্ডল। একাধিক প্রশাসনিক কর্মকর্তারা ইতিমধ্যে সভাস্থল গুলো পরিদর্শন করে গেছে। এস পি, অ্যাডিশানাল এসপি, এস ডি পি ও, আইসি সহ উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্ম কর্তারাও রয়েছেন সভাস্থলে। সুন্দরবন পুলিশ জেলার ও বারুইপুর পুলিশ জেলার পুলিশের উচ্চ পদস্ত আধিকারিকরা রয়েছেন সভাস্থল এলাকায়। আবহাওয়া খারাপের চিন্তা যেমন রয়েছে তেমনই তাঁরা খতিয়ে দেখছেন নিরাপত্তা জনিত দিকটিও। অস্থায়ী কন্ট্রোল রুম খোলার পরিকল্পনাও রয়েছে সেখানে। আবহাওয়া থেকে ধরে নিরাপত্তা সমস্ত দিকেই এখন নজর রাখছে প্রশাসন।শুক্রবার বিকালের পর থেকে আবহাওয়া ক্রমশ খারাপ হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।আর সেই পরিস্থিতির দিকে এখন নজর প্রশাসনের।

আবার অডিয়ো ভাইরাল, দাদার নির্দেশ কলাগাছের মতো কেটে ফেলতে হবে তিন কণ্ঠের কথাবার্তা-রহস্য

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ আবার সন্দেশখালি রহস্য! ভিডিয়োর পর এ বার অডিয়ো ক্লিপ। যেখানে শোনা যাচ্ছে 'রেখা পাত্রের মুখের দাগ' সংক্রান্ত কথাবার্তা থেকে শুরু করে 'দরকারে কলাগাছ কেটে ফেলতে বলেছেন দাদা' এমন নানা কিছু। এসেছে বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের নামও। আগামী ১ জুন সপ্তম দফায় ভোট রয়েছে বসিরহাটে। এই লোকসভার অধীনেই সন্দেশখালি। ফলে অডিও ক্লিপের কথোপকথন ঘিরে নতুন করে শোরগোল তৈরি হয়েছে। অডিও ক্লিপে একজন মহিলা এবং দুজন পুরুষ কণ্ঠকে কথা বলতে শোনা গিয়েছে।যেখানে বসিরহাটের বিজেপি প্রার্থী, সন্দেশখালির বাসিন্দা রেখা পাত্রর প্রসঙ্গ যেমন উঠে এসেছে তেমনই বলতে শোনা যাচ্ছে, দাদার নির্দেশ কলাগাছের মতো কেটে ফেলতে হবে। কে এই দাদা, কলাগাছ শব্দটি কোন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে, তা নিয়ে নতুন করে শোরগোল তৈরি হয়েছে রাজ্য রাজনীতিতে। এ ব্যাপারে বিজেপির কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও জানা যায়নি। তবে অডিও ক্লিপকে সামনে রেখে সন্দেশখালি কাণ্ডে বিজেপির ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়েছে বলে আবারও দাবি করেছেন সন্দেশখালির তৃণমূল বিধায়ক সুকুমার মাহাতো। অডিও ক্লিপে মহিলা কণ্ঠ স্থানীয় বিজেপি নেত্রী মাম্পি ওরফে পিয়ালি দাসের বলে দাবি সুকুমারের। তৃণমূল বিধায়কের দাবি, অডিওর দুই পুরুষ কণ্ঠের একজন শুভঙ্কর এবং অন্যজন সুজয় মাস্টারসন্দেশখালির তৃণমূল বিধায়ক সুকুমার মাহাতো বলেন, আমরা প্রথম থেকেই বলে এসেছি সন্দেশখালির ঘটনা সাজানো নাটক। এই অডিও ক্লিপেও তা স্পষ্ট। এখানে বলা হচ্ছে, রেখা পাত্রর মুখে অত্যাচারের যে দাগ দেখা গিয়েছিল আসলে সেটা নকল! অর্থাৎ ওখানে নারী নির্যাতনের কোনও ঘটনা ঘটেনি। ভাইরাল অডিওতে একথাও স্পষ্টভাবে শোনা যাছে যে দরকার পড়লে খুনও করতে হবে! বিজেপি কতটা নৃশংস তা এঘটনা থেকেই স্পষ্ট। সুকুমার প্রশ্ন তুলেছেন, অডিও ক্লিপে দাদার নির্দেশ কলাগাছের মতো কেটে ফেলতে হবে, বলতে কোন দাদার কথা বোঝানো হয়েছে, সেটা খতিয়ে দেখুক পুলিশ। তবে অডিও ক্লিপে যাদের কণ্ঠস্বর শোনা গিয়েছে বলে তৃণমূল বিধায়ক সুকুমার মাহাতো দাবি করেছেন, সেই মাম্পি ওরফে পিয়ালি দাসেরও কোনও প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি। পুলিশ জানিয়েছে, অডিও ক্লিপের সত্যতা যাচাইয়ের চেষ্টা হচ্ছে।

রেলওয়ে আন্ডারপাশে জল জমে যন্ত্রণা

বেলুড়, ২৩ মেঃ বেলুড় রেল স্টেশনের আন্ডার পাশে জল জমার সমস্যা দীর্ঘদিনের। গতকালের দুপুরের বৃষ্টিতে এই আন্ডার পাশে এক বুক সমান জল দাড়িয়ে গেছে। এখানে পাম্প করে জল বের করলেও এলাকাটা নিচু হওয়ায় চারদিক থেকে জল এসে এখানে দাড়িয়ে থাকে। কিছুদিন আগে এই বেলুড় রেলওয়ে আন্ডার পাশের রাস্তাটি সিমেন্টিং করে সংস্কার করা হলেও জল জমার সমস্যার কোন সমাধান আজও হয়নি। রাতে পাম্প না চললে সকালে এসে দেখা যায় এখানে জল দাড়িয়ে আছে। আর একটু বৃষ্টি হলে তো কথাই নেই এখানে কখনো একহাটু, কখনো গোড়ালী সমান জল আর বেশি বৃষ্টি হলে এখানে এক মানুষ সমান জল দাড়িয়ে যায়। এই গুরুত্বপূর্ণ বেলুড় রেলওয়ে আন্ডার পাশের একদিকে বালী পৌরসভা তথা বালী বিধানসভার এলাকা অন্যদিকটা ডোমজুড় বিধানসভার পঞ্চায়েত এলাকা। ফলে এই বেলুড় রেলওয়ে আন্ডার পাশের তলায় জল জমা থাকলে গাড়ি কে অনেকটা পথ ঘুরে বালী লেবেল ক্রসিং হয়ে যেতে হয় ওপারে। আর মানুষ জনকে রেললাইন পেরিয়ে বা উচু রেলওয়ে ওভার ব্রীজ পেরিয়ে ওপারে যেতে হয়। এই দুর্ভোগের কথাই জানালেন স্থানীয় মানুষ জন।

সার্টিফিকেট বাতিলের নির্দেশে মমতাকে তোপ মীনাক্ষীর

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ ওবিসি সার্টিফিকেট বাতিল ইস্যুতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যের কড়া জবাব দিলেন বাম নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীকে তোপ দেগে তিনি বলেন, রাজ্যে কখনও উনি আইন মেনে কোনও কাজ করেছেন? তাই, আজও উনি আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবেন না, এটাই স্বাভাবিক। মগের মুলুকের মতো জাগলারি চলবে না। দ্রুত ওনাকে বিদায় দিতে হবে। নইলে এ রাজ্যে না-থাকবে কোনও কলকারখানা, আর না-বাঁচবে যুবকের ভবিষ্যৎ। বুধবার রাতে বারাসতের বাম প্রার্থী সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের সমর্থনে রোড শোয়ে সামিল হয়েছিলেন সিপিএমের যুব নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। এদিন হুডখোলা গাড়িতে বাম প্রার্থীকে সঙ্গে নিয়ে প্রায় আড়াই কিলোমিটার রাস্তা রোড-শো করেন তিনি। কলোনি মোড়ে সেই রোড-শো পৌঁছতেই ফুল ছিটিয়ে অভ্যর্থনা জানানো হয় সিপিএম নেত্রীকে। কলোনি মোড় হয়ে হেলাবটতলা মোড়ে গিয়ে শেষ হয় এদিনের এই কর্মসূচি। সেখানে জাতীয় সড়কের উপর হুডখোলা গাড়িতে দাঁড়িয়ে বারাসত কেন্দ্রের তৃণমূলের চিকিৎসক প্রার্থী কাকলি ঘোষ দস্তিদারকে সরাসরি আক্রমণ করেন মীনাক্ষী। তিনি বলেন, একজন

সাংসদের কাজ যদি মাস-লাইট লাগানো, ড্রেন পরিষ্কার হয়, তাহলে তৃণমূলের চোর কাউন্সিলররা পদে থেকে কী করছে ? এরকম সাংসদের থাকার দরকার নেই । যাঁরা শুধু জনগণকে বোকা বানিয়ে নিজেরটাই কেবল ভাবে। তাই, জনগণের স্বার্থে বাম প্রার্থী সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়কে ভোট দিয়ে জিতিয়ে সংসদে পাঠানোর আহ্বানও জানিয়েছেন মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। এদিকে ভারত সেবাশ্রম সংঘ, রামকৃষ্ণ মিশনের মতো প্রতিষ্ঠানকে মুখ্যমন্ত্রীর আক্রমণ প্রসঙ্গে সিপিএমের যুব নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় বলেন, আরএসএসের নির্দেশে উনি এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে আক্রমণ করে আদপে বাংলার মাটিকে কলুষিত করেছেন। এর জবাব ওনাকেই দিতে হবে। অন্যদিকে, সিএএ এবং এনআরসি নিয়েও এদিন মুখ্যমন্ত্রীকে খোঁচা দিতে ছাড়েননি মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, উনি যদি কোর্টের রায় না-মানেন, তাহলে কিছু বলার নেই। তবে এটুকু বলব, সিএএ ও এনআরসি বাতিল করার কথা সাহস করে বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বলতে পারেননি উনি। কিন্তু কেরলের বামপন্থী সরকার বিধানসভায় পাশ করে সেই আইন চালু না-করার ক্ষমতা দেখিয়েছে। এটাই বামপন্থীদের সঙ্গে ওনার তফাৎ।

হাসনাবাদে যুবকের রহস্য মৃত্যু

জড়িতদের উপযুক্ত শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ মৃতের পরিজন ও গ্রামবাসীদের

দুরন্ত বার্তা, হাসনাবাদ , ২৩ মেঃ বৃহস্পতিবার সকালে হাসনাবাদের হাসনাবাদ- লেবুখালী রোডে আগুন জ্বালিয়ে, অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা । গত রবিবার হাসনাবাদ চকপাটলী এলাকায় খালের জলে একটি দেহ ভেসে থাকতে দেখেন গ্রামবাসীরা,খবর দেওয়া হয় পুলিশ কে।হাসনাবাদ থানার পুলিশ এসে দেহটি উদ্ধার করলে, জানা যায় মৃত যুবকের নাম মুফার গাজী (৩৬), বাড়ি রামেশ্বরপুর খোসাল মোড় সংলগ্ন এলাকায়। মোফার গাজীর পরিবার ও গ্রামবাসীদের দাবি, এলাকার আনারুল গাজী নামে এক ব্যক্তি শুক্রবার রাতে মোফার গাজীকে রাত বারোটা নাগাদ বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায় । এরপর থেকে মোফার গাজীর আর কোন খোঁজ পায়নি তার পরিবার । রবিবার তার দেহ উদ্ধার হয় খালের থেকে। মোফার গাজীর পরিবার ও গ্রামবাসীরা বহুবার হাসনাবাদ থানায় গিয়ে অভিযোগ জানাতে গেলেও হাসনাবাদ থানা কোন অভিযোগ নেয় নি বলে বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, বিক্ষোভকারীদের আরো অভিযোগ অবিলম্বে আনারুল গাজী সহ যারা এই খুনের সঙ্গে জড়িত তাদেরকে গ্রেফতার করতে হবে । না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন বলে জানান গ্রামবাসীরা। বিক্ষোভ চলাকালীন ঘটনাস্থলে আসে হাসনাবাদ থানার পুলিশ, পুলিশের আশ্বাসে অবরোধ ওঠে।

মেলেনি আবাসের বাড়ি, অথচ বিজ্ঞাপনের হিড়িকে কাঠগড়ায় মোদী

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিজ্ঞাপনী ভাঁওতাবাজি ফাঁস! সংবাদপত্রে দেওয়া আবাস যোজনার বিজ্ঞাপন দিয়ে অপপ্রচার করছে বিজেপি। সেই বিজ্ঞাপনে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে রয়েছে এক প্রৌঢ়ার ছবি। বিজ্ঞাপনে দাবি করা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রীর আবাস যোজনার সুবিধা পেয়ে মাথার উপরে ছাদ পেয়েছেন ওই মহিলা। শুধু তাই নয়, ওই প্রৌঢ়ার মতো আরও ২৪ লক্ষ মানুষও নাকি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় মাথার উপর ছাদ পেয়ে আত্মনির্ভর হয়ে উঠেছে। কিন্তু আদতে গল্পটা একেবারেই আলাদা। জানা গিয়েছে, আবাস যোজনার সুবিধা পাওয়া তো দূর-অস্ত, আবাস যোজনার নাম পর্যন্ত শোনেননি ওই প্রৌঢ়া। থাকেন মাসে ৫০০ টাকার ভাড়াবাড়িতে। কখন বিজ্ঞাপন নির্মাতারা তাঁর ছবি তুলেছেন, তাও জানেন না তিনি। এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের উত্তরে আদপে বিহারের ছাপরা জেলার বাসিন্দা লক্ষ্মীদেবী নামের ওই মহিলা জানান, গত ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতার বাবুঘাটে এসেছিলেন শৌচালয়ের কাজ করতে, সেখানেই হয়তো তাঁর ছবি তোলা হয়েছে।লক্ষ্মীদেবী শৈশবে সপরিবার কলকাতায় এসেছিলেন। গত ৪০ বছর ধরে তিনি কলকাতার বউবাজার থানার মালাগা লাইন এলাকার বাসিন্দা। বিহারের চন্দ্রদেব প্রসাদকে বিয়ে করেছিলেন লক্ষ্মী। ২০০৯-এ স্বামী মারা যান। বিজ্ঞাপনে লক্ষ্মীর ছবির সঙ্গে লেখা আছে, ''আমি প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার আওতায় নিজের বাড়ি পেয়েছি। কিন্তু ওই মহিলা জানান, তাঁর নিজের কোনও বাড়িই নেই। ৫০০ টাকা ভাড়ায় পরিবারের পাঁচ সদস্যের সঙ্গে একটি বসতির ঘরে থাকেন তিনি। তাঁর কথায়, গ্রামে জমি, বাড়ি কিছুই নেই। দুই ছেলে কুরিয়ার সার্ভিসে কাজ করে। দৈনিক তাঁদের আয় ২০০ থেকে ৩০০ টাকা। আপনি বাড়ির মালিক? এই প্রশ্নের উত্তরে লক্ষ্মী বলেন, ''আমার বাড়ি কোথায়? সারা জীবন ফুটপাতে কাটিয়েছি। আমি ৫০০ টাকা ভাড়া নিয়ে একটি বসতিতে থাকি। যেখানে আমার দুই ছেলে, এক পুত্রবধূ ও তাঁদের দুই সন্তান থাকে। আমরা একই বাড়িতে থাকি। লক্ষ্মীর পুত্রবধূ অনিতা বলেন, ''আমরা অনেক কষ্টের মধ্যে বেঁচে আছি। প্রতি লিটার ১০০ টাকা দরে কেরোসিন তেল কিনে রান্না করি। আবাস যোজনার কথাই জানেন না লক্ষ্মী বা তাঁর পরিবারের সদস্যরা। অর্থাৎ, না আছে মাথার উপর পাকা ছাদ, না আছে বিনা পয়সার গ্যাস। উল্লেখ্য, ভোটের আবহে সংবাদপত্রে বিজেপির দেওয়া বিজ্ঞাপনে সরব হয়েছে রাজ্যের শাসক দল। এইনিয়ে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগও জানানো হয়েছে। তবে, এইবিজ্ঞাপনটি কিছুটা পুরনো হলেও বর্তমান পরিস্থিতিতে তা নিয়ে নতুন করে বিতর্ক শুরু হয়েছে। যাতে অস্বস্তিতে পড়েছে বিজেপি। প্রসঙ্গত, এর আগেও বিজেপি সরকারের ভুয়া বিজ্ঞাপনের পর্দাফাঁস হয়েছে।

স্নান করতে নেমে তলিয়ে গেল যুবতী

দুরন্ত বার্তা, শ্যামপুর , ২৩ মেঃ বৃহস্পতিবার সকালে ঘটে গেল এক মর্মান্তিক দূর্ঘটনা, শ্যামপুরের নস্করপুরে পুকুরে স্নান করতে নেমে তলিয়ে যায় এক যুবতী,মৃতার নাম প্রিয়াঙ্কা সাউ (২০), বাবার নাম দীপক সাউ। বাড়ি শ্যামপুরের খাড়ুবেড়িয়ার জানা পাড়ায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে এদিন সকালে প্রিয়াঙ্কা মামার বাড়ি শ্যামপুরের নস্করপুরের ঐতিহ্যবাহী বিশালাক্ষীর পূজোয় অংশ নিতে পুকুরে স্নান করতে যায় এবং সেখানেই তলিয়ে যায় তার ভাই ও সে। আধঘন্টা পর বিষয়টি বুঝতে পেরে খোঁজ খবর শুরু হয়।

নামানো হয় জাল। এরপরে জাল দিয়ে তার নিথর দেহ উদ্ধার করে উলুবেড়িয়া শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

গরীব দুঃস্থ অসহায় বয়স্ক মানুষদের জন্য জয়নগরে তৈরি হলো প্রচেষ্টা বৃদ্ধাশ্রম একাবারে বিনামূল্যে

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২৩ মেঃ আধুনিক সমাজের নিয়মে ৫১ বর্তী পরিবার ভেঙে ভেঙে এখন ছোটো ছোটো সংসার হয়ে গেছে। আর জন্ম দেওয়া পিতা মাতা এখন সন্তানদের কাছে বোঝার সমান। তাই তো নিজেদের সাথে বাবা মা কে রাখতে অনীহা তাঁদের।আর তাই বাবা মা র ঠিকানা বৃদ্ধাশ্রম। আর গরীব অসহায় বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের জন্যে এবারে একেবারে বিনামূল্যে বৃদ্ধাশ্রম তৈরি হয়েছে জয়নগরে।

একেবারে নিরিবিলি শান্ত পরিবেশে গহেরপুর প্রচেষ্টা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে জয়নগর দুনম্বর ব্লকের ফুটিগোদা গ্রাম পঞ্চায়েতের দোষরা ভগবানপুরে প্রায় এক বিঘা জমির উপরে গড়ে উঠেছে প্রচেষ্টা বৃদ্ধাশ্রম। গত ১২ই ফেব্রুয়ারি এই বৃদ্ধাশ্রম

এর পথ চলা শুরু হয়। বর্তমানে সুন্দরবন সহ দক্ষিন ২৪ পরগনার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ১২ জন গরিব অসহায় বৃদ্ধ বৃদ্ধার জায়গা হয়েছে এই বৃদ্ধাশ্রমে। সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই বৃদ্ধাশ্রমে তাদেরকে রাখা হয়েছে। নিয়ম করে খাওয়া-দাওয়া থেকে শুরু করে বিনোদনের জন্য টিভির ব্যবস্থা, পুজো অর্চনা করার জন্য ঠাকুর ঘর সহ একাধিক সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছে তাদের জন্য আর এই বৃদ্ধাশ্রমে থাকা বৃদ্ধ বৃদ্ধরা নিজেদের মধ্যে একটা পরিবার তৈরি করে ফেলেছে। তাঁরা তাদের পরিবার থেকে হারিয়ে ও নতুন পরিবার তৈরি করে খুব ভালো আছে বলেই জানালেন। এ ব্যাপারে প্রচেষ্টা বৃদ্ধাশ্রমের সম্পাদিকা তাপসি দাস জানালেন,আমরা চাই সমাজে অবহেলিত দুস্থু অসহায় বয়স্কদের এই বৃদ্ধাশ্রমে এনে তাদের দেখভাল করতে। তাদের পাশে থাকতে মানুষ হিসেবে। আমরা চাই দক্ষিণ ২৪ পরগনা বা আশে পাশের এলাকা থেকে এরকম মানুষের সন্ধ্যান পেলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।আমরা তাদের প্রচেষ্টা বৃদ্ধাশ্রমের পরিবারের সদস্য করে নোবো।

স্পেন, ডেনমার্কের মতো এবার কলকাতা মেট্রোতেও সমস্ত রুটেই সিগন্যালিং ব্যবস্থা চালুর উদ্যোগ

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ প্রতিদিনই প্রযুক্তি আরও উন্নত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে কলকাতা মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ। সেই ধারা অনুসারেই স্পেন , ডেনমার্ক এবং অন্যান্য উন্নত দেশের মেট্রোর মতো কলকাতা মেট্রোতেও কমিউনিকেশন বেসড ট্রেন কন্ট্রোল সিগন্যালিং ব্যবস্থা চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

মেট্রো কর্তৃপক্ষ জানাচ্ছে, বর্তমানে এই সিগন্যালিং ব্যবস্থা জোকা থেকে এসপ্লানেড এবং কবি সুভাষ থেকে বিমানবন্দর মেট্রো করিডোরে বসানো হচ্ছে। এর জন্য ব্যয় হবে মোট ৮০০ কোটি টাকা। এই অত্যাধুনিক সিগন্যালিং ব্যবস্থা অত্যন্ত নিরাপদ এবং ট্রেন পরিচালন ব্যবস্থাকেও আরও সহজ করে

তুলবে। অদূর ভবিষ্যতে কলকাতা মেট্রোতেও চালু হবে এই অত্যাধুনিক সিগন্যালিং ব্যবস্থা। যাত্রীদের সুবিধার্থে মেট্রো পরিষেবাকে আরও উন্নত করে তুলতে এই উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলে মেট্রো রেল সূত্রে জানানো হয়েছে। কলকাতা মেট্রো সূত্রের খবর, নয়া এই সিগন্যালিং ব্যবস্থা চালু করতে ব্যয় হবে প্রায় ৮০০ কোটি টাকা। শুরুতে জোকা থেকে এসপ্ল্যানেড এবং কবি সুভাষ থেকে বিমানবন্দর পর্যন্ত মেট্রোর করিডোরে এই উন্নত সিগন্যালিং ব্যবস্থা চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে। মেট্রো কর্তাদের মতে, নয়া এই সিগন্যালিং ব্যবস্থা অত্যন্ত নিরাপদ।

যে কারণে স্পেন, ডেনমার্ক-সহ অন্যান্য উন্নত দেশগুলিতে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। সেখানে মোটরম্যান ছাড়াই রিমোটের মাধ্যমে নয়া প্রযুক্তিকে এক স্টেশন থেকে অন্য স্টেশনে পৌঁছে যায় মেট্রো। সূত্রের খবর, নয়া ব্যবস্থা চালু হলে বাড়তে পারে মেট্রোর সংখ্যাও। জানা যাচ্ছে, মেট্রোর এই অত্যাধুনিক সিগন্যালিং ব্যবস্থার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে একটি অভিজ্ঞ আন্তর্জাতিক সংস্থাকে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ১৭৪ সংখ্যা, শুক্রবার, ১০ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১

‘ভারত সভা’র প্রথম সভাপতি রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন প্রকৃত বাংলার ‘নব যুগের দূত’ - মত গুলেদানন্দজির

রবীন্দ্রকুমার শীল

কলকাতায় বিদ্যাচর্চা কেন্দ্র হিসাবে যখন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা লাভ করলো তখন থেকেই এদেশিয় পণ্ডিতদের মনের মধ্যে একটি অনুরূপ দেশিয় বিদ্যালয় গড়ার আঙ্খাকা জাগতে শুরু করে দেয়। তারই ফলস্বরূপ আমরা দেখতে পেলাম সংস্কৃত কলেজ এবং হিন্দু কলেজ স্থাপন করা হল। যদি তখন এই ধরনের দেশিয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠা স্থাপন করার বিরোধিতা করেছিলেন রাজা রামমোহন রায়। তিনি দেশিয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠা না করে একেবারে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করার ওপরে বেশি করে সরকারকে আগ্রহ দেখাতে বলেছিলেন। কিন্তু পরে দেখতে পাওয়া গেল যে হিন্দু কলেজ এবং সংস্কৃত কলেজের ছাত্ররাই আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলন করার ক্ষেত্রে আগ্রণী ভূমিকা পালন করে গিয়েছেন। এই কথা দিয়ে এদিন সকাল বেলায় তার বক্তব্য রাখতে শুরু করে দিয়েছিলেন গুলেদানন্দজি। তিনি বলতে চেষ্টা করছেন যে রাজা রামমোহন রায় বারবার সরকারকে উপদেশি দিয়ে গিয়ে ছিলেন ভারতের পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে। দেশিয় শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করলে তাতে কোনও শিক্ষার মান বৃদ্ধি পাবে না। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য মিলন শিক্ষা কেন্দ্র গড়ে তুলতেই তবে ভারত থেকে সব সামাজিক কুসংস্কার দূর হবে এবং মানুষ যথার্থ ভাবে নিজের সম্মানকে উন্নত করতে পারবে। তখন সতীদাহ প্রথা বিরোধী আন্দোলন তীব্রতা ক্রমশ ধারালো হয়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছিল। সেই কারণে রাজা রামমোহন রায় বারবার আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার ওপরে জোর দিতে শুরু করে করেন। কিন্তু সরকার বাহাদুর দেশিয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠা করা দিকে ঝোঁক দিতে শুরু করে। তার ফলে দেখতে পাওয়া গেল প্রথম কলকাতায় সরকারি বদ্যানতায় ক্যালকাটা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা হল। সেখানে ফারসি, আরবিক এবং ইসলাম ধর্ম সেখানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানতি স্থাপিত করেছিলেন গভর্নর জেনারেল ওয়ালেন হেস্টিংস ১৭৮০ সালে। তারপরে প্রতিষ্ঠা লাভ করলো সংস্কৃত কলেজ। ১৮২৪ সালে ১ জানুয়ারি লর্ড আমহার্স্ট সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করলেন। ১৮১৭ সালে রাজা রামমোহন রায়, রাধাকান্ত দেব, রসময় দত্ত,

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, ডেভিড হেয়ার, স্যার এডওয়ার্ড হাইড এবং ইস্ট মিলিত হয়ে হিন্দু কলেজ স্থাপন করে। তৎকালীন সমাজপতিরা একেবারে ইংরেজ বাহাদুরের ওপরে ক্ষিপ্ত হয়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছিল। ইংরেজ সরকার বারবার দেশিয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করার দিকে জোঁক দিতে থাকে এবং আধুনিক হিন্দু শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে উপাদীন হয়ে পড়ে। সেই কারণে সেই সময়কার সমাজপতিরা মিলিত উদ্যোগ নিয়ে প্রতিষ্ঠা করলো হিন্দু কলেজ। এই হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন প্রতিবাদী শিক্ষাক হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠা করার জন্য বারবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন তার অভাব পূরণ করে দিলেন হিন্দু কলেজের দুই শিক্ষক এইচ.এল.বি ডিরোজিও এবং ডি.এল. রিচার্ডসন। এই কলেজের প্রথম দিককার ছাত্র তারাচাঁদ চক্র বর্তী, রসিক কৃষ্ণ মল্লিক, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় এবং প্যারীচাঁদ মিত্র এবং দ্বিতীয় দিককার ছাত্র রাজ নারায়ণ বোস, কিশোরচাঁদ মিত্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, মধুসদন দত্ত, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, প্যারীচরণ সরকার এবং গোবিন্দ চন্দ্র দত্তরা উল্লেখযোগ্য ছাত্র হিসাবে সুনাম অর্জন করতে সমর্থন হয়েছিলেন। ১৮২৬ সালের মে মাসে হিন্দু কলেজের শিক্ষক হিসাবে যোগ দিলেন ডিরোজিও। এর দুই বছর পরেই তিনি ১৮২৮ সালে প্রতিষ্ঠা করলেন আকাদেমিক অ্যাসো সিয়েশন। আর সেই বছর রাজা রামমোহন রায় কলকাতায় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

এই দুই দিক থেকে সনাতন হিন্দু ধর্মের ওপরে আক্রমণ হতে শুরু করে দিল। তার ফলে হিন্দু ধর্মের প্রাচীন ধর্মীয় রীতিনীতিগুলো একেবারে তাসের ঘরে মতো ভেঙে পড়ার উপক্রম হতে শুরু করে। তার ওপরে আবার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কুলীন ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করলেন। ফলে সনাতন হিন্দু ধর্মের পরিবেশের মধ্যে একটি প্রচণ্ড রকমের ভূমিকম্প দেখা দিতে শুরু করে। হিন্দু কলেজের প্রতিবাদী শিক্ষক ডিরোজিও যে শিক্ষার আদর্শকে বোপন করে চলে গিয়ে ছিলেন তা মহীরূহ হয়ে দেখা দিতে শুরু করলো। তাকে রোধ করার মতো শক্তি থাকলো না সনাতন রক্ষণশীল হিন্দু ধর্মের দীক্ষান্ত সমাজপতিদের। ১৮৩১ সালে হিন্দু কলেজ থেকে বহিস্কার হলেন ডিরোজিও। তারপরে বহু বছর ধরে তাঁর প্রচলিত শিক্ষা দর্শন রক্ষণশীল সমাজ ব্যবস্থার গোড়ায় কুঠারাঘাত করে সনাতন হিন্দু ধর্মের চেহারাটাকে একেবারে রুগ্ন করে দিয়েছিল ডিরোজিও য়ানরা। এই কথা বলেই নিজের কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ থেকে একটি বই বের করলেন গুলেদানন্দজি। সেই বইটির নাম হচ্ছে ‘রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জি অ্যান অ্যাপস্টেল অব বেঙ্গল রেনেসাঁস’। বইটি প্রকাশ করেছে ইণ্ডিয়ান অ্যাসিয়েশন (ভারতসভা হল)। বইটির সম্পাদনায় দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন অধ্যাপক চিত্তব্রত পালিত। সহযোগিতায় ছিলেন ড. প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায় এবং ড. শঙ্কর কুমার নাথ। বইটির আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রকাশ করেছিলেন ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রয়াত প্রণব মুখোপাধ্যায় ২০১৩ সালে। রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। হিন্দু কলেজ থেকে শুরু করে শেষ জীবন পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে যেমন বর্ণনা করা রয়েছে পাশাপাশি রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহনের জীবন দর্শনের বিস্তারিত ব্যাখ্যাও করেছেন বুদ্ধিজীবীরা। বইটিকে প্রবন্ধ দিয়ে যাঁরা সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন অধ্যাপক চিত্তব্রত পালিত, ড. সত্যব্রত চৌধুরী, ডা. শঙ্কর কুমার নাথ, প্রবণ কুার চট্টোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র নস্কর, সুরঞ্জন মিদ্দে, হেমেন মজুমদার, দেবাশীষ সরকার প্রমুখ। আর যেসব পণ্ডিদেরকে নিয়ে বইটিকে আরও সমৃদ্ধ করা হয়েছে তাদের মধ্যে রয়েছেন শিবনাথ শাস্ত্রী, শিবরতন মিত্র, যোগেশ চন্দ্র বাগল, গৌরাঙ্গ গোপাল সেনগুপ্ত প্রমুখ। এছাড়াও আরও তৎকালীন বহু মূল্যবান প্রবন্ধ রয়েছে যার সঙ্গে রেভরেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পর্ক ছিল অঙ্গাঙ্গিক ভাবে।

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন থেকে প্রকাশিত রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বিষয়ক গ্রন্থেব কয়েকটি পাতা খুলেই জোরের সঙ্গে পাঠ করতে শুরু করে দিলেন গুলেদানন্দজি। তিনি বলেই চলেছেন, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় জন্ম গ্রহণ করেছিলেন ২৪ মে, ১৮১৩ সালে। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা হওয়ার চার বছর আগে। পিতার নাম ছিল জীবনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথমে তিনি পটলডাঙ্গা (হেয়ার) স্কুলের বৃত্তিভোগী ছাত্র ছিলেন। ১৮২৪ সালে হিন্দু কলেজে ছাত্র হয়ে প্রবেশ করেন এবং সেখানে তিনি ১৮২৯ সাল পর্যন্ত পড়াশুনা করেছিলেন। হিন্দু কলেজে ভর্তি হওয়ার পরই তিনি শিক্ষক ডিরোজিও এবং রিটার্ডসনের সংস্পর্শে এসে উপস্থিত হন। প্রতিবাদী শিক্ষক ডিরোজিওর বক্তব্য কৃষ্ণমোহনের মনকে আকষ্ট করতে থাকে। তার ফলে তিনি ‘ইয়ং বেঙ্গল’ আন্দোলনের সদস্য হলেন। ডিরোজিও’র আকাদেমিক আসোসিয়েশনের সক্রিয় সদস্য হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠ করলেন। ফলে তিনি রক্ষণশীল সমাজ কর্তাদের দ্বারা লাঞ্ছিত হতে থাকেন। ১৮২৮ সালে পিতা জীবনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় পর লোকগমন করলেন। পরের বছর ডেভিড হেয়ার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁর স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক পদে নিযুক্ত করেন। সেই সেই সময়ে রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম সমাজের বক্তৃতা শুনতে উপস্থিত হতেন রেভারেন্ড ডক্টর আলেকজান্ডার ডাফ এবং কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। ডেভিড হেয়ার হাতে সময় থাকলে তিনিও সেখানে উপস্থিত হতেন। যতদিন যেতে লাগলো ততই কৃষ্ণমোহন ডক্টর ডাফের ওপরে আকৃষ্ট হতে থাকলেন। ১৮৩১ সালে বাবু প্রসন্ন কুমার ঠাকুর ‘রিফরমার’ নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে কৃষ্ণমোহন ‘এনকোয়ারার’ নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পরিত্রকায় তিনি হিন্দু ধর্ম এবং হিন্দু সমাজের প্রতি কটূক্তি করতে ত্রুটি করলেন না। এই হিন্দু বিদ্বেষ তাঁর বহু দিন ছিল। ১৮৫০ সালে তিনি একটি বিদ্রুপূর্ণ পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন সেখানে রাধা কান্ত দেবকে ‘গাধাকান্ত’ নামে অভিহিত করেছিলেন।

১৮৩১ সালে বাড়ি থেকে বিতারিত হয়ে দক্ষিণারঞ্জনের বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। দক্ষিণারঞ্জনের পিতা বাড়ির মধ্যে ছেলের বন্ধুরা আসলে বিরক্ত বোধ করতেন। জানতে পারা গিয়েছিল যে পুত্রের অনুপস্থিতিতে দক্ষিণারঞ্জনের পিতা কোনও বন্ধুকে অপমানিত করলে রাগে দুঃখে ছেলে বাড়ি ত্যাগ করেন। পরে ডিরোজিও দক্ষিণারঞ্জনের সিদ্ধান্তকে নিবৃত্ত করেছিলেন। সেই অপমানিত বন্ধুটি কৃষ্ণমোহন তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ১৮৩২ সালে ১৭ অক্টোবর আলেকজান্ডার ডাফ কলকাতার কলেজ স্কোয়ারের যে বাড়িতে বাসবাস করতেন সেখানেই কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে সেখানে খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত করলেন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করা ফলে পটলডাঙ্গা স্কুলের চাকরি চলে গেল। পটলডাঙ্গার স্কুল কর্তৃপক্ষ কৃষ্ণমোহনের ধর্মান্তরিত হওয়ার বিষয়টিকে মেনে নিতে পারেনি। পরে মিশনারি সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত মির্জাপুর স্কুলের সুপারিন্টেনডেন্ট নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৮৩৩ স্যালে তিনি একটি বালককে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করার অপরাধে অভিযুক্ত হন। তিনি কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করতে সব দিক দিয়ে সহায়তা করেছিলেন। ফলে দেখতে পাওয়াগেল যে হিন্দু ধর্মের বিরোধিতা করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে শুরু করে দিয়েছিল হিন্দু কলেজের ছাত্ররাই। তারা যখন হিন্দু ধর্মের বিরোধিতা করতে শুরু করে দিয়েছিল তখন কট্টরপন্থী অভিভাবকেরা তাদের সন্তানদের দিকে কড়া নজর রাখতে শুরু করে। তবুও তার মধ্যে দিয়ে যে বিস্ফোরণ দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছিল তাকে রোধ করার মতো ক্ষমতা ছিল না হিন্দু রক্ষণপন্থীদের কাছে। কৃষ্ণমোহনের রচিত গ্রন্থ ‘দি পারসিকিউটেড’, ‘উপদেশ কথা’, ডায়ালগস্ অন দি হিন্দু ফিলজফি’, ‘ষড়দর্শন সংবাদ’, দি এরিয়ান উইটনেস’, ‘টু এসেজ অ্যাণ্ড সাপ্লিমেন্টস টু দি এরিয়ান উইটনেস’ প্রভৃতি। এই সব গ্রন্থের নতুন ধরনের যুক্তিপূর্ণ তত্ত্বের অবতারণা করেছিলেন। তিনি দেখিয়ে ছিলেন ধর্ম যুগের চাহিদা অনুসারে ধর্মের পরিবর্তন হতে পারে। যুগের চিন্তার সঙ্গে ধর্মকে মিলেমিশে চলতে হবে। তাতে ধর্মের কোনও গ্লানি হয় না। উপরন্তু ধর্ম যদি যুগের চিন্তার সঙ্গে মিলে চলতে শেখে তাহলে ধর্ম আরও উজ্জ্বল হতে থাকবে। মানুষ সতত পরিবর্তনশীল। ধর্মকেও মানুষের সঙ্গে পরিবর্তনশীল হতে হবে। ধর্ম কোনও সময়ে একটি স্থানে অবিচল থেকে চলমান মানুষের গতিকে বা তার সৃষ্টিকে রোধ করাটা একেবারে অন্যায় বলে পরিগণিত। প্রয়োজন বলে স্থবির ধর্মকে ত্যাগ করে নতুন আঙ্গিকে জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করে নতুন ভোরের উদয় ঘটাতে হবে। জীবনে নয়া সূর্যকে প্রতিষ্ঠা করাই হচ্ছে আধুনিক জীবন মূল সূত্র। মূলত সমাজসেবক এবং শিক্ষাবিদ হলেও কৃষ্ণমোহন কিন্তু বিজ্ঞান চর্চার প্রতি আগ্রহী ছিলেন। তিনি ‘বিদ্যাকল্পদ্রুম’ নামে একটি পুস্তক রচনা করেছিলেন সেখানে তিনি জ্যামিতিক এবং ভূগোল সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। অক্ষয় কুমার দত্ত এবং বিদ্যাসাগরও বিজ্ঞান চর্চা করেছেন। অক্ষয় কুমার দত্ত সারা জীবন ধরেই বিজ্ঞান চর্চার ওপরে মনোনিবেশ করে গিয়েছেন। তিনি আবার বাংলায় বহু বিজ্ঞান প্রতিশব্দ তৈরি করে গিয়েছিলেন। বাদ পড়েন নি রবীন্দ্রনাথও। তিনি বিজ্ঞান চর্চা করেছেন। সাহিত্য চর্চার পাশাপাশি বিজ্ঞান চর্চার ওপরে জোর দিতেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। তাঁর ‘তত্ত্ববোধিনী’ পত্রিকা মূলত বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা ছিল।

ভারতীয় পুরাণে তিব্বত

ইউক্রেন যুদ্ধের সুযোগ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে ভারত। এদিকে চিন যেভাবে ভারত বিরোধিতা করতে শুরু করে দিয়েছে তাতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী খুবই ক্ষুব্ধ চিনের ওপরে। চিন আগামি দিনে গালওয়ান উপত্যকায় আবার নতুন করে হামলা করবে। চিনের শত্রু দেশ এখন ভারত। আমেরিকা নয়। সেই কারণে গালওয়ানে ভারত চিনা সেনাদের হাতাহাতি নিয়ে তথ্যচিত্র প্রকাশ করে চিন তাদের কমিউনিস্ট সম্মেলনের সদস্যদের দেখিয়েছে। আসলে এটা হচ্ছে শি জিনপিংয়ের রাজনৈতিক কৌশল। ভারতকে চাপে রাখার চেষ্টা করছে। পাকিস্তান জঙ্গিদের চিন সমর্থন করতে শুরু করে দিয়েছে। পাকিস্তান যাতে জঙ্গি রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষিত না হতে পারে তার দিকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। পাশাপাশি ভারত যাতে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য না হতে পারে তার চেষ্টা করছে চিন। এদিকে ভারতের সঙ্গে রাশিয়া এবং জাপানের বন্ধুত্ব থাকায় চিন কোনও রকমভাবে সুবিধা করতে পারছে না। দালাই লামাকে ভারত রাজনৈতিক আশ্রয় দিয়ে তিব্বতে ভারত উস্কানি দিতে শুরু করে দিয়েছে বলে চিন বলতে শুরু করেছে। কিন্তু ভারত থেকে বলা হয়েছে তিব্বত, কৈলাশ এবং মানস সরোবর ভারতের একটি অংশ ছিল। ভারতের মহাকাব্যে এবং পুরাণে তিব্বতের উল্লেখ রয়েছে। এই সব অঞ্চলগুলিকে ভারতবাসীরা মনে করে যে তাদের দেব দেবীর বসবাস স্থান। হিন্দু পুরাণ গ্রন্থে তার উল্লেখ রয়েছে। এসব পুরাণ গ্রন্থগুলির বয়স কয়েক হাজার বছরের প্রাচীন। চিন ভারতের পুরাণ গ্রন্থকে অস্বীকার করতে শুরু করেছে চিন। ভারতীয় শাস্ত্র অধ্যায়ন করতে এসেছিলেন চিন দেশের পণ্ডিত ফাহিয়েন এবং হিউয়েন সাঙ। তাঁরা নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পালি এবং সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। বর্তমান চিন সরকার তাদের ইতিহাস থেকে এই সব অধ্যায় একেবারে বাদ দিয়ে ফেলে দিয়েছে। তারা এখন বাজার অর্থনীতির কথা বলে। ভারত চিন সংস্কৃতির কথা একেবারে বলে না। ভারতের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে বিপন্ন করতে চিন সব সময়ে চেষ্টা করতে শুরু করে দিয়েছে। ভারতের চিরকালের প্রিয় বন্ধু রাশিয়া ভারতের পাশে থাকার ফলে চিন সাহস করতে পারছে না। তবে চিন অপেক্ষা করে রয়েছে সুযোগের। একটু সুড়যোগ পেলেই চিন ভারতের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে দ্বিধাবোধ করবে না সেটা পরিস্কার হয়ে গিয়েছে। চিন ভারতের কোনও রকমভাবে বন্ধু রাষ্ট্র হতে পারে না তার প্রমাণ তারা দিয়েছে। সেই কারণে বর্তমান মোদি সরকার চিন সম্পর্কে একেবারে সজাগ। বন্ধু রাশিয়াকে পাশে রেখে সস্তায় তেল চায় ভারত। সেই কারণে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ভারত কোনও রকমভাবে কথা বলছে না এবং ভোট দানে বিরত থাকছে। সস্তায় তেল পাওয়া না গেলে ভারতের সব কলকারখানাগুলি একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে এবং ভারতের অবস্থা হয়ে উঠবে একেবারে শ্রীলঙ্কার মতো। ভারতে শ্রীলঙ্কার মতো পরিস্থিতি যাতে তৈরি হতে না পারে তার জন্যই এখন রাশিয়া ভারতের পাশে দঁড়িয়েছে।

স্বদেশী কবি দ্বিজেন্দ্রলাল

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ তাকে খুব কষ্ট দেয়, তখন তিনি লেখেনঃ- ‘ধনধান্য পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা, বঙ্গ আমার! জননী আমার! ধাত্রী আমার! আমার দেশ’ ইত্যাদি আজও সমান জনপ্রিয়তা তার গান। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় একজন বিশিষ্ট বাঙালি কবি, নাট্যকার ও সংগীতস্রষ্টা। তিনি ডি. এল. রায় নামেও পরিচিত ছিলেন। তিনি প্রায় ৫০০ গান রচনা করেন। এই গানগুলি বাংলা সংগীত জগতে দ্বিজেন্দ্রগীতি নামে পরিচিত এবং জনপ্রিয়। তার নাটকগুলি চার শ্রেণিতে বিন্যস্ত প্রহসন, কাব্যনাট্য, ঐতিহাসিক নাটক ও সামাজিক নাটক। তার রচিত কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে জীবদ্দশায় প্রকাশিত আর্যগাথা ও মন্দ্র বিখ্যাত। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বিখ্যাত নাটকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য একঘরে, কল্কি-অবতার, বিরহ, সীতা, তারাবাঈ, দুর্গাদাস, রাণা প্রতাপসিংহ, মেবার-পতন, নূরজাহান, সাজাহান, চন্দ্রগুপ্ত, সিংহল-বিজয় ইত্যাদি। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ১৯ জুলাই ১৮৬৩ সালে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগরে জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতা কার্তিকেয়চন্দ্র রায় ছিলেন কৃষ্ণনগর রাজবংশের দেওয়ান। সে বাড়িতে বহু গুণীজনের সমাবেশ হত। কার্তিকেয়চন্দ্র নিজেও ছিলেন একজন বিশিষ্ট খেয়াল গায়ক ও সাহিত্যিক। এই বিদগ্ধ পরিবেশ বালক দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভার বিকাশে বিশেষ সহায়ক হয়। তার মা প্রসন্নময়ী দেবী ছিলেন অদ্বৈত আচার্যের বংশধর। দ্বিজেন্দ্রলালের দুই দাদা রাজেন্দ্রলাল ও হরেন্দ্রলাল এবং এক বৌদি মোহিনী দেবীও ছিলেন বিশিষ্ট সাহিত্যস্রষ্টা। দ্বিজেন্দ্রলাল ১৮৭৮-এ প্রবেশিকা পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ করেন। এফ. এ. পাস করেন কৃষ্ণনগর গভঃ কলেজ থেকে। পরে হুগলি কলেজ থেকে বি.এ. এবং ১৮৮৪ সালে কলকাতার প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. পাস করেন। এরপর কিছুদিন ছাপরার রেভেলগঞ্জ মুখার্জ্জি সেমিনারিতে শিক্ষকতা করার পর সরকারি বৃত্তি নিয়ে ইংল্যান্ডে যান কৃষিবিদ্যা শিক্ষা করার জন্য রয়্যাল এগ্রিকালচারাল কলেজ ও এগ্রিকালচারাল সোসাইটি হতে কৃষিবিদ্যায় ডিগ্রি অর্জন করেন। ইংল্যান্ডে থাকাকালীন ১৮৮৬ সালে প্রকাশিত হয় তার একমাত্র ইংরেজি কাব্যগ্রন্থ Lyrics of Ind এই বছরই দেশে প্রত্যাবর্তন করে সরকারি কর্মে নিযুক্ত হন দ্বিজেন্দ্রলাল। কিন্তু তিন বছর বিদেশে থাকার পর দেশে ফিরে প্রায়শ্চিত্ত করতে অসম্মত হলে তাকে নানা সামাজিক উৎপীড়ন সহ্য করতে হয় সংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু সমাজ দ্বারা। ১৯০৫ সালে তিনি কলকাতায় পূর্ণিমা সম্মেলন নামে একটি সাহিত্য সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূল বলেন, সর্বদাই মনের কথা খুলে বলবে। কারোর সঙ্গে বিবাদ করবে না। সব সময়ে সবার মধ্যে থেকে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব পকাশ করার চেষ্টা করবে। নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করতে গেলে শক্তির প্রয়োজন। মানসিক শক্তি লাগবে। জাগতিক শক্তির কাছে গিয়ে উপস্থিত হতে হবে। নিজেদের অন্তরের ভিতরে যে ভগবান রয়েছে তার প্রকাশ ঘটাতে হবে। মনের ঈশ্বরকে যদি জাগ্রত করে যেউ যদি কোনও কিছু করতে চায় তাহলে তাকে পরাস্ত করা খুবই অসম্ভব। নিজের কাজকে সাফল্যের সঙ্গে উত্তরণ করতে হবে। মনের ইচ্ছাকে পরিস্ফুটিত করতে হবে। মনের মধ্যে ভালোবাসা রয়েছে।

ভগিনী নিবেদিতা দর্শন

ভগিনী নিবেদিতা বলতেন, চাই, মায়ের প্রতি ভক্তি অবিচল হতে হবে। মায়ের আরাধনা করতে হবে। জাগাতে হবে মনের ভক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনের শক্তি এবং ভক্তি জাগরিত হলে আর কোনও অপশক্তি আপনাকে পরাস্ত করতে পারবে না। সব অপশক্তি পরাস্ত হবে। ধন্য হয়ে উঠবে গোটা জগতটা। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। জ্ঞানই ধন উপার্জন করতে সাহায্য করবে। যিনি জ্ঞানী তাদের ধন উপার্জন করতে আলাদা করে উদ্যোগী হতে হয় না। ধন আপনা থেকে তার কাছে এসে ধরা দিয়ে থাকে। জ্ঞানই ধন উপার্জনের পথটাকে খুলে দেয়। মনের শক্তিটাকে খুলে দিতে হয়। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, মানব ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। তার ওপরে আর কোনও ধর্ম নেই। গীতায় মানব ধর্মের কথা বলা হয়েছে। সেখানে বারবার একটি কথা বলা হচ্ছে অসৎ পথ পরিত্যাগ করে সৎ পথকে অবলম্বন করো। তাহলে জীবনকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। জীবন ধন্য হতে থাকবে। জীবনকে শক্তিশালী করতে হবে।

দুঃসাহসিক টিনটিন স্রষ্টা হার্জ ওরফে রেমি

বিশেষ প্রতিবেদন

দুঃসাহসী সাংবাদিক টিনটিনের স্রষ্টা হিসেবে বিশ্ব সাহিত্যের ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবেন ফরাসি কার্টুনশিল্পী অ্যার্জে বা হার্জ ওরফে জর্জ প্রস্পের রেমি। ক্যাপ্টেন হ্যাডক, প্রফেসর ক্যালকুলাস, জনসন-রনসন, বিয়াঙ্কা ক্যাস্তা ফিওরদের মতো জমজমাট চরিত্রের মিশেল ও হাস্যরস সহ রহস্য-রোমাঞ্চের আবহে টিনটিনের অ্যাডভেঞ্চার বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে শুরু করে আজও সমান জনপ্রিয়। আর সমান জনপ্রিয় টিনটিনের বুদ্ধিমান পোষ্য স্নোয়ি বাংলা অনুবাদে বর্ণিত কুট্টুস। একশোটিরও বেশি ভাষায় অনূদিত হয়েছে হার্জের টিনটিন। বাংলা ভাষায় টিনটিনের একমাত্র প্রকাশক আনন্দ পাবলিশার্স। এই বিশ্বখ্যাত কমিক বইয়ের ধারাবাহিক সঙ্কলনের জনক হার্জ বা জর্জ প্রোস্পের রেমি জন্মেছিলেন ১৯০৭ সালের ২২ই মে-তে। ১৯৮৩ সালের ৩রা মার্চ তিনি সম্ভবতঃ লিউকেমিয়া রোগে মৃত্যুবরণ করেন। ১৯২১ থেকে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত টিনটিনের কমিক সিরিজটি এ পর্যন্ত তো প্রায় ১০০টি ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং পৃথিবী জুড়ে ২০ কোটি কপি বিক্রি হয়েছে। হার্জ সম্পর্কে কিছু তথ্যানুসন্ধানে জানা যাচ্ছেঃ রেমি ‘হার্জ’ নামটি নিয়েছেন তার প্রথম নাম জর্জের (George) প্রথম অক্ষর ঝ এবং রেমির (Rami) প্রথম অক্ষর ট্র কে উল্টো করে লেখা থেকে। পরবর্তীতে এই দুই অক্ষর থেকে Herge নামটি আসে।

বেলজিয়াম কার্টুনিস্ট হার্জের ‘সোভিয়েত দেশে টিনটিন’ (ফরাসি Tintin au pays des Soviets) ছিল ‘দুঃসাহসী টিনটিন’ সিরিজের প্রথম বই। সিরিজের এটাই একমাত্র বই যা পরে রঙ্গিন সংস্করনে পুনঃ প্রকাশিত হয়নি। টিনটিনের যমজ দুই মজাদার পুলিশের ডিটেকটিভ পেছনে অনুপ্রেরণা হিসেবে ছিল

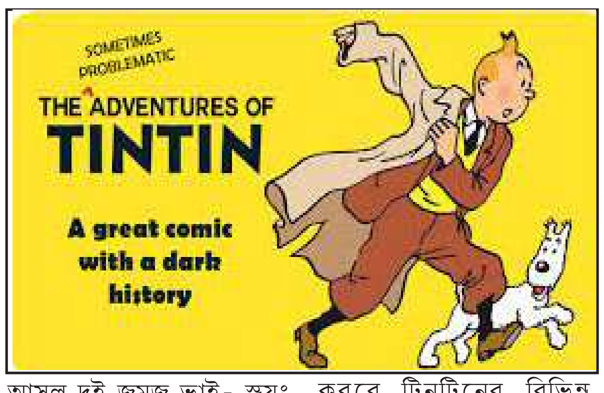

আসল দুই জমজ ভাই- স্বয়ং হার্জের বাবা ও কাকা। এছাড়াও অপেরা গায়িকা ক্যাস্টাফায়োর চরিত্রের অনুপ্রেরণাও নাকি হার্জ পেয়েছিল তাঁর দিদিমার থেকে। টিনটিনের নিত্যসঙ্গী কুকুর ‘স্নোয়ি’র নাম মূল সংস্করণে ছিল মিলোউ (Milou।) মিলোউ নামটি নাকি হার্জ আমদানি করেছেন তাঁর প্রথম প্রেয়সীর আদরের নাম থেকে। তাঁর প্রথম প্রেমিকা ম্যারি-লুইস ভ্যান কাস্টেমকে ‘Marieéôé Louise Van Cutsem) iতনি ভালোবেসে মিলোউ বলে ডাকতেন। সাফল্যের শিখরে অধিষ্ঠান করলেও হার্জ এক অদ্ভুত বিষণ্ণতায় আবিষ্ট থাকতেন। শিল্পী ১৯৪৭ সালে এমন একটি ছবি অঙ্কন করেন যেখানে তিনি নিজে বসে আছেন এক অগোছালো কাগজ ভর্তি টেবিলের সামনে আর তাঁর দিকে তাকিয়ে চাবুক হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ক্রোধে ফেটে পড়া টিনটিন। এছাড়াও সময়ে সময়ে তাঁর অন্যান্য আঁকাতেও উঠে এসেছিল তার মানসিক বিষণ্ণতার ছায়া। হার্জ বিশ্বখ্যাত টিনটিন চরিত্রকে নানান আঙ্গিকে ফুটিয়ে তুললেও টিনটিনের অভিব্যক্তি ছিল একেবারেই সীমিত। অনেক সময় তাকে মনে হয় একেবারেই অভিব্যক্তিহীন। হার্জ চেয়েছিলেন মানুষ যেন টিনটিনের অবস্থানে নিজেদের কল্পনা করে নিজের অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে পারে। টিনটিনের চেহারায় যে অভিব্যক্তি ফুটে উঠতো তা অনুভব না করে সবাই নিজের মতো করে অনুভব করবে টিনটিনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা- এমনটাই ছিল হার্জের উদ্দেশ্য। হার্জ টিনটিনকে বিশ্বব্যাপী ঘুরিয়ে বিভিন্ন দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সাথে পরিচয় করালেও তিনি নিজে কিন্তু জীবনে কখনোই অভিযানের স্থানগুলোর একটিতেও যাননি। কোনো জায়গা আদৌ ভ্রমণ না করে সেখানকার পরিবেশ নিয়ে অভিযানের গল্প লেখা কিন্তু মোটেই সহজ নয় যেটা কিনা হার্জ একেবারেই স্বাভাবিক ভাবেই সম্পন্ন করতেন। তাঁর মৃত্যুর পর নিজের সিন্দুকে রেখে যাওয়া তাঁর প্রায় ১৫০ পৃষ্ঠার স্কেচ, টিনটিনের বিভিন্ন সংলাপ ও কাহিনীর বর্ণনা উদ্ধার করা হয়। তাঁর জন্মদিনে সশ্রদ্ধ স্মরণ করি এই কালজয়ী টিনটিন কমেডি সিরিজের স্রষ্টাকে। টিনটিন সেরা কার্টন হয়ে সারা বিশ্বে ছুড়য়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছিল তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে গল্প এবং ছবির কৌশল। এত কৌশলী কার্টুর্ন চিত্র অইকন করার মতো তখন কারোর দক্ষতা ছিল না। তার ফলে হার্জ বেশ সুনামের সঙ্গে তিনি একের পর এক টিনটিন কার্টুন রচনা করে গিয়েছেন। বহু পাঠকেরা বলে থাকেন যে হার্জ শুধু কাটুন শিল্পী ছিলেন তা নয়, তিনি আবার কমিউনিস্ট বিদ্বেষী ছিলেন। কমিউনিস্ট দেশ সম্পর্কে তাঁর একটু নাক উঁচু ছিল। তিনি কমিউনিস্ট দেশকে এবং তাদের নীতিকে একেবারে পচছন্দ করতেন না। সেই কারণে তিনি টিনটিনকে চিন এবং রাশিয়া সফর করিয়ে ছিলেন। সারা বিশ্বে সফর করানোর কথা ভাবতে শুরু করে দিয়েছিলেন হার্জ। তার টিনটিন শুধু মাত্র একটি দেশ সফর করবে না। তার টিনটনি সারা বিশ্বের সব কটি দেশ সফর করবে বলে তিনি তুলি ধরে ছিলেন। তিনি টিনটিনকে আফগানিস্তানে নিয়ে যাওয়ার কথা ভেবে ছিলেন। তিনি সেখানকার সরকার সম্পর্কে একটি উৎসুক প্রকাশ করেছিলেন। আফগানিস্তান এংব পাকিস্তানের প্রকৃত গণতন্ত্র রয়েছে কিনা তাকে আবিস্কার করতে টিনটিনকে সেখানে পাঠানোর কথা ভেবে রেখে দিয়েছিলেন। চিনে গিয়ে টিনটিন কাদের সঙ্গে মেলামেশা করতে শুরু করলেন এংব কী দেখতে থাকলেন তা নিয়ে যদি পর্যালোচনা করা যায় তাহলে দেখতে পাওয়া যাবে যে চিনের পাঁচিল নিয়ে হার্জ বেশ কৌতুহল প্রকাশ করেছিলেন। তিনি চিনের অভ্যন্তরীন কোন্দলকে প্রকাশ করতে দ্বিধাবোধ করেননি। তা নিয়ে চিন সরকার মুখে কিছু না বললে বেশ রুষ্ট হয়েছিল। টিনটিন হাজার হলও একটি সাহিত্য। কার্টুন সাহিত্য। রাজনীতির চেয়ে কার্টুন সাহিত্য বেশি করে বিশ্ব জনগণকে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়। সেই কারণে সমাজতান্ত্রিক দেশ চিন টিনটিনের সফরের ওপরে নজর রাখতে শুরু করে। হার্জ এই সব কথা জেনেও তিনি টিনটিনকে চিনের এমন সব স্থানে নিয়ে গিয়েছিলেন যেসব স্থানগুলি খুবই স্পর্শকাতর বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই সব স্পর্শকাতর এলাকায় টিনটিনকে উপস্থিত করে সেখানকার জনজাতির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে যেসব বক্তব্য প্রকাশ করতে চেষ্টাা করেছিলেন তাতে বহু পাঠকদের মনের মধ্যে রেখাপাত করে। টিনটিনকে ভারত সফর করানোর প্রবল ইচ্ছা জাগরিত হয়েছিল স্রষ্টা হার্জের মনে। সেই নিয়ে চিন্তাভাবনা করতেও শুরু করেছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে উপস্থাপিত করবেন। স্বাধীন ভারতের ইতিহাস বিশাল।

ভোজন রসিক নেতাজি

বিশেষ প্রতিবেদন

দিনে প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ কাপ চা খেতেন তিনি, প্রচন্ড সুপারি খেতেন, ছিলেন Chain Smoker এই জন্য সহকর্মীদের বকাঝকাও কম সহ্য করতে হয়নি তাঁকে। সবচেয়ে প্রিয় খাবার ছিলো ‘ভাতে ভাত’....!! বাঙালী মনিষী বলতে প্রথমেই যাঁদের নাম মনে আসে তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন আপামর বাঙালীর প্রিয় নেতা সুভাষ চন্দ্র বসু। তাঁর গুরু স্বামী বিবেকানন্দের মত তিনিও কম ভোজন রসিক ছিলেন না। গুরুর ছোঁয়া তো তাঁর মানস পুত্রের উপর প্রভাব ফেলবেই.. তাই চলুন দেখেনি তারই কিছু নমুনা.... ভীষণ ভালোবাসতেন চা খেতে, দিনে পঁচিশ ত্রিশ কাপ চা খেতেন তিনি। আর তাঁর প্রিয় পানীয় ছিল গরম জলে বিটনুন দিয়ে লেবুর রস।তবে সিঙ্গাপুরে থাকা কালীন কফির প্রতিও আকৃষ্ট হয়ে ছিলেন যথেষ্ট। ভীষণ পছন্দের খাবার ছিলো খিচুড়ি, ভাত আর সোনা মুগ ডাল, মাছের ঝোল আর ভাত, এছাড়াও সুক্ত এবং পুঁইশাক তার খুব পছন্দের খাবার ছিল। আলু সিদ্ধ ভাত যাকে বাঙালির ‘ভাতে ভাত’ বলে। সুভাষের তা ছিল খুবই প্রিয় খাদ্য। ১৯৪১ সালের জানুয়ারিতে ৩৮/২ এলগিন রোড-এর (অধুনা নেতাজি ভবন) পারিবারিক ভবন থেকে মহানিষ্ক্রমনের ঠিক আগে সুভাষকে শেষ বার দেখেছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সহধর্মিনী বাসন্তী দেবীকে। যাঁকে তিনি মায়ের আসন দিয়েছিলেন। অনশন করার পর সদ্য জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন, শরীর তখনও বেশ দুর্বল। বাসন্তী দেবীর দিকে তৃষ্ণার্ত ভাবে চেয়ে হেসে সুভাষ বলে ছিলেন, মনে রেখো, শিগগিরই আমাকে এক দিন ভাতে ভাত খাওয়াতে হবে। প্রথম দিকে তিনি সব রকম আমিষ খাবার খেলেও পরে তিনি মাছ ছাড়া কোনো আমিষ খাবার সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেছিলেন। তখন শুধুমাত্র মাছ আর সবজি খেতেন আর কিছু ফল (পছন্দের ফল আপেল কলা আর আঙ্গুর)। খাবার শেষে সব থেকে পছন্দ করতেন মিষ্টি। খাদ্য তালিকায় তার মিষ্টি থাকতই। পছন্দের মিষ্টি ছিলো তিনি রসগোল্লা, চমচম, পিঠেপুলি এবং সন্দেশের মত মিষ্টি পছন্দ করতেন এছাড়া নারকেলের তৈরী যে কোনো মিষ্টি। বিশেষত গ্রামের তৈরি খাবার তিনি খুব পছন্দ করতেন। যেমন, চিনির পুলি, মনোহরা, নারকেল নারু, রসকরা, ছাতুর বর্ফি, মুরির নারু, মোয়া, মনোহরা, তিলের তক্তি, তিলের নারু এবং তিলের চাকতি ইত্যাদি। অবশ্য লিভারের সমস্যা ধরা পরার পর তিনি বেশির ভাগ সময় লেবু, লবন, চিনি, জলই খেতেন। ছাত্রাবস্থায় এবং তারপরেও রাজনৈতিক জীবনের প্রথমদিকে নিয়মিত ছিলেন কফি হাউসের ৪ নম্বর টেবিল এ সেখানে আবার ওনার প্রিয় ছিল চিকেন কাটলেট। সুভাষ চন্দ্র বসুর এক পরিচিত ডাক্তার এর কথায় তিনি সবসময় সুপারি এবং ভাজা মশলা চিবোতেন। অনেক বারণ করা সত্বেও তিনি শুনতেন না। প্রচন্ড সুপারি খেতেন নেতাজি। এমনকি ব্যাডমিন্টন খেলার সময়ও সুপারি খাওয়ার উল্লেখ রয়েছে ওনার ভাইপোর চিঠিতে, পরে অবশ্য সুপারি সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়ে হরিতকি খেতেন। অনুগামীদের বকাঝকাও সহ্য করতে হতো ওনাকে। ভোজন রসিক নেতাজীর প্রিয় খাদ্য প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে বেশ কিছু এখনো বর্তমান। যা ওনার খাদ্য রসকতার স্বাক্ষর এখনও বহন করে চলেছে। হাতিবাগানের লক্ষীনারায়ণ সাউ এন্ড সন্স। এই তেলেভাজার দোকানটা এখনো ২৩ শে জানুয়ারীর দিন সবাইকে বিনামূল্যে তেলেভাজা বিতরণ করে ওনার স্মৃতিতে। নেতাজির জন্মদিন পালন করে এই দোকানে।

শতাব্দী প্রাচীন ব্রহ্মাপুজোয় মাতলেন নদীয়ার শান্তিপুরের বড়ো বাজারের প্রত্যেক ব্যবসায়ীরা

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২৩ মে ঃ শতাব্দী প্রাচীন ব্রহ্মাপুজোয় মাতলেন নদীয়ার শান্তিপুরের বড়বাজারের প্রত্যেক ব্যবসায়ীরা। নদীয়ার শান্তিপুরে প্রায় ১৯২ বছরের শতাব্দী প্রাচীন ব্রহ্মা পুজো ঘিরে অবশেষে মেতে উঠলেন বড়বাজার সংলগ্ন প্রত্যেক ব্যবসায়ীরা। বৈশাখী পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে পাঁচদিন ধরে চলে এই ব্রহ্মাপূজা। দূরদূরান্ত থেকে ভিড় জমান আগত পুণ্যার্থীরা, প্রায় দুশো বছর ধরে শান্তিপুর বড়বাজার এলাকায় সস্ত্রীক ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর পূজিত হয়ে আসছেন। ইতিহাস বলছে, স্বাধীনতার আগে নদীপথে ব্যবসায়িক লেনদেনের কারণে, শান্তিপুর শহরের মতিগঞ্জ এলাকার বিশেষ গুরুত্ব ছিল। সেই সময় শান্তিপুরে উৎপাদিত কাঁচা পাটের ব্যাপক চাহিদা ছিল। আর এই কাঁচা পাটের ব্যবসাকে কেন্দ্র করেই শান্তিপুর মতিগঞ্জ বড়বাজার সংলগ্ন এলাকায় পাটের একটি আড়ত গড়ে উঠেছিল। ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দের ৩১ মার্চ ওই এলাকায় ভয়াবহ অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে, তাতে বেশ কয়েকটি পাট ও চালের গোডাউন ভস্মীভূত হয়। তখনকার স্থানীয় ব্যবসায়ীরা অগ্নি দেবতাকে তুষ্ট করতে ব্রহ্মাপুজো শুরু করেন, কিন্তু তাতেও রেহাই মেলেনি, বেশ কয়েকবার ওই এলাকায় ধারাবাহিক ভাবে অগ্নি সংযোগের বারংবার ঘটনাও ঘটতে থাকে। যে কারণে, পরবর্তীতে ব্রহ্মার পাশাপাশি বিষ্ণু ও মহেশ্বর কেও এই পুজোয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়, একই সঙ্গে ব্রহ্মার স্ত্রী গায়ত্রী, বিষ্ণুর স্ত্রী লক্ষ্মী ও মহেশ্বরের স্ত্রী দুর্গাকেও পুজো করা শুরু হয়। তবে, শান্তিপুর বড়বাজার ব্যবসায়ীদের দাবি, এরপর থেকে বড় রকমের অগ্নিসংযোগের হাত থেকে রেহাই পায় সকলেই। এরপর ১৮৫৩ সালে শান্তিপুর মহকুমার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষালের হাত ধরে এই পুজো অন্যত্র মাত্রা পায়। শোনা যায়, তিনি এই পুজোয় ব্রহ্মার বিবাহ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। বর্তমানে পুরনো রীতিনীতি মেনেই বৈশাখী পূর্ণিমা তিথির আগের দিন রাতে এখানে ব্রহ্মার বিয়ের অনুষ্ঠানও হয় সাথে অধিবাসের আয়োজনও করা হয়। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা মহিলা সেজে মাথায় কুলো, মঙ্গল প্রদীপ ও কলসি কাঁকে রাস্তায় নামেন। পুজোর আমন্ত্রণ জানাতে একজনকে নারদ সাজিয়ে ঢেঁকি সহযোগে ময়ূরপঙ্খীতে চাপিয়ে শান্তিপুর শহর পরিক্রমা করা হয়, আগে এই শোভাযাত্রায় তরজা গানের আসর বসতো, আজও সমসাময়িক সামাজিক পরিস্থিতি নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক কবিতা পাঠের প্রচলন রয়েছে। তবে, এই পূজার উদ্যোক্তারা বলেন, এই পূজায় শান্তিপুরবাসীর নামে সংকল্প করা হয়। পূজায় জলাসাধার অনুষ্ঠানের প্রচলন রয়েছে। শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার মোড়ে ময়ূরপঙ্খী সাজিয়ে, তাতে ঢেঁকি সহযোগে নারদের উপস্থিতিতে পুজোর প্রচার করা হয়। আমরা এই পূজার মধ্যে দিয়ে আমাদের সমাজ সচেতনতার বার্তা ছড়িয়ে দিতে চাই গোটা শান্তিপুরবাসীর মধ্যে। তবে, ব্রহ্মা পূজার মধ্যে দিয়ে আজও শান্তিপুরের পুরনো অলৌকিক রীতিনীতি কে ধরে রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে শান্তিপুর মতিগঞ্জ মোড়ের বড়বাজারের ব্যবসায়ীরা।

সাড়ম্বরে পালিত বৈশাখী পূর্ণিমা, শিলিগুড়ি থেকে ডুয়ার্স সব জায়গায় ভক্ত সমাগম

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৩ মে ঃ বৈশাখী পূর্ণিমা হল বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের পবিত্রতম উৎসব। এই

পুণ্যোৎসব বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে উদ্‌যাপিত হয়। বৈশাখী পূর্ণিমা দিনটি বুদ্ধের ত্রিস্মৃতি বিজড়িত। এই পবিত্র তিথিতে বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেছিলেন, বোধি বা সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। এই দিনে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীগণ স্নান করেন, শুচিবস্ত্র পরিধান করে মন্দিরে বুদ্ধের বন্দনায় রত থাকেন। ভক্তরা প্রতিটি মন্দিরে প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করেন, ফুলের মালা দিয়ে মন্দির গৃহ সুশোভিত করে বুদ্ধের আরাধনায় নিমগ্ন হন। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের পাশাপাশি হিন্দুদের কাছেও এই দিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ হিন্দু ধর্ম অনুসারে শ্রী বিষ্ণুর নবম অবতার হিসেবে গণ্য করা হয় গৌতম বুদ্ধকে। এই দিনটি উপলক্ষ্যে শহর শিলিগুড়ির শালুগাড়া, গুরুংবস্তির বৌদ্ধ মন্দিরে ভক্তদের সমাগম দেখা যায়। ভগবান গৌতম বুদ্ধ বলেছিলেন জাতী, ধর্ম সব এক, সেই কারনে তার এই মহ বানীকে সমাজে প্রচারে বিশেষ ভূমিকা গ্রহন করে চলেছেন বৌদ্ধ ধর্মাম্বলী মানুষেরা। অন্যদিকে, ডুয়ার্স জুড়ে পালিত হচ্ছে বুদ্ধপূর্ণিমা। আজ বুদ্ধপূর্ণিমা এদিন ডুয়ার্সের কালচিনি ব্লকে বিভিন্ন এলাকায় বুদ্ধপূর্ণিমা পালিত। ডুয়ার্সের কালচিনি ব্লকের দলসিংপাড়া, হ্যামিল্টনগঞ্জ, জয়ঁগা, কালচিনি সহ বিভিন্ন এলাকায় গুম্ফা থেকে বের হয় শোভাযাত্রা। শোভাযাত্রায় বুদ্ধ ধর্মালম্বী মানুষেরা অংশগ্রহণ করে।

পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে সেবক হাউসে মিশনের সন্ন্যাসীরা, শুরু হবে কাজও

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৩ মে ঃ ঘটনার চার দিন পর নিজেদের জমি 'ফিরে' পেলেন রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা। বৃহস্পতিবার সকালে ভক্তিনগর থানার পুলিশ জলপাইগুড়ি রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের নিয়ে 'সেবক হাউস'-এর দরজা খুলে ভিতরে প্রবেশ করেন। পুলিশ সূত্রে খবর, সকালে নতুন করে ওই জমির 'দখল' নেন সন্ন্যাসীরা। জানা গেছে, এখন থেকে সেবক হাউসেই থাকবেন মিশনের সন্ন্যাসীরা। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ির ভক্তিনগর থানার পুলিশ রামকৃষ্ণ মিশনের কয়েকজন সন্ন্যাসীকে সঙ্গে নিয়ে সেবক হাউসে ঢোকে। ছিলেন মিশনের আইনজীবীও। পুলিশ মূল ফটক দিয়ে ভিতরে ঢুকে প্রথমেই গোটা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে। সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার পুলিশের উপস্থিতিতে নতুন করে সেবক হাউসের 'দখল' নেওয়া হয়। মিশনের প্রতিনিধিরা জানিয়েছেন, কিছু দিন বন্ধ থাকার পর আবার নতুন করে কাজকর্ম শুরু হবে এখান থেকে। আগামী কয়েক দিন সেবক হাউসে পুলিশি নিরাপত্তা থাকবে। সন্ন্যাসীদের সুরক্ষার কথা ভেবে সেখানে সশস্ত্র পুলিশবাহিনী মোতায়েন করেছে জেলা প্রশাসন। এই বিষয়ে মিশনের আইনজীবী বিশ্বব্রত বসু নন্দী বলেন, ''প্রশাসনের বিরুদ্ধে নই আমরা। মিশনের সাধারণ সম্পাদকও তাঁর বক্তব্যে বলেছেন, প্রশাসনের উপর আমাদের পূর্ণ আস্থা রয়েছে। তদন্ত চলছে। আজ দখল নিলাম। আবার কাজকর্ম শুরু হবে। আশা করব, পুনরায় শান্তি বিঘ্নিত হবে না।''

ওবিসি শংসাপত্র বাতিল, রাজ্য সরকারকে দায়ী করল বিজেপি

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২৩ মে ঃ প্রায় পাঁচ লক্ষ ওবিসি শংসাপত্র বাতিল এর জন্য দায়ী বর্তমান রাজ্যসরকার। বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার জেলা বিজেপি কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে একথা জানান বিজেপি জেলা নেতৃত্ব। এদিন বিজেপি ওবিসি মোর্চা জেলা সভাপতি চিরঞ্জীব দেবনাথ জানান বিশেষ একটা সম্প্রদায়কে সুবিধে পাইয়ে দেওয়ার জন্য এই সরকার ক্ষমতায় এসে ওবিসি দুভাগে বিভিক্ত করে ওবিসি এ এবং ওবিসি বি। আজ যে জনগণের হয়রানি হচ্ছে এর জন্য দায়ী রাজ্যসরকার। বিজেপি নেতৃত্বরা জানান আমরা হাইকোর্টের রায় কে স্বাগত জানাই। বিজেপি জেলা সাধারণ সম্পাদক মিঠু দাস জানান আজ জনগণকে খেসারত দিতে হচ্ছে এরজন্য দায়ী রাজ্যসরকার।

বিধানসভা ভোট পরবর্তী হিংসার রেশ এখনও তরতাজা, উত্তপ্ত হয়ে উঠল নন্দীগ্রাম

দুরন্ত বার্তা, নন্দীগ্রাম, ২৩ মে ঃ বিধানসভা ভোট পরবর্তী হিংসার রেশ এখনও তরতাজা। তারই মাঝে লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আবারও নতুন করে উত্তপ্ত হয়ে উঠল নন্দীগ্রাম। শুভেন্দু অধিকারীর গড় নন্দীগ্রামে বুধবার গভীর রাতে সশস্ত্র বাইক বাহিনীর হামলায় বিজেপির এক মহিলা কর্মীর মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। গোটা ঘটনা ঘিরে নতুন করে উত্তেজনায় ফুটছে একদা জমি আন্দোলনের ধাত্রীভূমি। মৃত মহিলা সোনাচূড়ার বাসিন্দা রথিবালা আড়ি। এছাড়াও তাঁর ছেলে সঞ্জয় আড়ির অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে। জখম আরও ৭ জনের চিকিৎসা চলছে নন্দীগ্রাম সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। গোটা ঘটনার তৃণমূলের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তুলেছে বিজেপি। সেই সঙ্গে এই নৃশংস হামলার প্রতিবাদে নন্দীগ্রাম জুড়ে প্রতিবাদ মিছিল শুরু করেছে বিজেপি নেতৃত্বরা। যদিও এখনও পর্যন্ত এই হামলার ঘটনায় জড়িত দুষ্কৃতীরা অধরা বলেই পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ভোট প্রচারের শেষ লগ্নে সোনাচূড়ার মনসাপুকুর বাজার এলাকায় রাত পাহারা দিচ্ছিলেন বিজেপির কর্মী সমর্থকরা। সেই সময়ই রাত্রি প্রায় ২ টো নাগাদ একদল সশস্ত্র বাইক বাহিনী ওই বিজেপি কর্মীদের ওপর চড়াও হয়। ধারালো অস্ত্রের এলোপাথাড়ি আঘাতে রথিবালা আড়ি নামের মহিলা বিজেপি কর্মী রক্তাক্ত হয়ে রাস্তায় লুটিয়ে পড়েন। মা'কে বাঁচাতে গিয়ে গুরুতর জখম হয় ছেলেও। এছাড়াও আরও বেশ কয়েকজন বিজেপি কর্মী ধারালো অস্ত্রের আঘাতে আহত হয় বলে দাবী বিজেপির। এই ঘটনার খবর পেয়েই এলাকাবাসীরা ছুটে এলে দুষ্কৃতীরা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। গ্রামবাসীরা জখম রথিবালা সহ অন্যদের দ্রুত নন্দীগ্রাম সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মহিলাকে মৃত বলে জানান। সেই সঙ্গে রথিবালার ছেলের অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে। এছাড়াও জখম আরও প্রায় ৭ জন বিজেপি কর্মীকে নন্দীগ্রাম হাসপাতালেই চিকিৎসা করা হয়েছে বলে খবর। এই ঘটনার পরে ব্যাপক উত্তেজনার পারদ চড়েছে গোটা এলাকায়। নন্দীগ্রামের বিজেপি নেতা মেঘনাদ পাল জানান, তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা ভোটের মুখে এলাকাকে সন্ত্রস্ত করতে গিয়ে এই হামলা চালিয়েছে। তাঁর অভিযোগ, বুধবারই নন্দীগ্রামে সভা করতে এসেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বঁটি নিয়ে হামলার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাঁর সভার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই বিজেপি কর্মীদের ওপর যেভাবে ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা চালানো হয়েছে তা নক্কারজনক ঘটনা। এই হামলায় জড়িতদের কঠোর শাস্তির দাবী জানাচ্ছি। যদিও বিষয়টি নিয়ে এই মুহূর্তে মুখে কুলুপ এঁটেছেন তৃণমূল নেতৃত্বরা। তবে তৃণমূলের স্থানীয় নেতা কর্মীরা গোটা ঘটনাকে বিজেপির অন্তর্দ্বন্দ্ব বলেই দায় সেরেছে।

বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে আহত এক ব্যক্তি

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৩ মে ঃ গাছের ডাল কাটতে গিয়ে বিদ্যুতের তারে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে আহত হল এক ব্যক্তি। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে ধূপগুড়ি শহরের ১৫ নং ওয়ার্ডের বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায়। পেশায় রাজমিস্ত্রি আহত ব্যক্তির নাম শ্যামল সরকার (৫০) বাড়ি ময়নাগুড়ি ব্লকের ধারাইগুড়িতে। জানা গেছে, এদিন ওই রাজমিস্ত্রি কর্মী কাজে এসে গাছের ডাল কাটতে যায় সেইসময় গাছের ডালটি বিদ্যুতের স্পর্শ হতেই তিনি বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ধূপগুড়ি দমকল কেন্দ্রের কর্মীরা পৌঁছে ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে ধূপগুড়ি হাসপাতালে নিয়ে যায়। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

সোনার দোকানে চুরি বা ডাকাতি রুখতে একটি বিশেষ ডিভাইস বসাতে চলেছে জেলা পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৩ মে ঃ সোনার দোকানে চুরি বা ডাকাতি রুখতে একটি বিশেষ ডিভাইস বসাতে চলেছে জেলা পুলিশ। বুধবার রাতে জেলার স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে পুলিশ প্রশাসনের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় মালদা শহরের রথবাড়ি এলাকায় বাণিজ্য ভবনে। উপস্থিত ছিলেন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সম্ভব জৈন, ডিএসপি পঙ্কজ তামাং, ইংরেজবাজার থানার আইসি সঞ্জয় ঘোষ, মালদা মার্চেন্টস চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি জয়ন্ত কুন্ডু, সহ- সভাপতি কমলেশ বিহানি, বঙ্গীয় স্বর্ণ শিল্পী ও স্বর্ণ ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মদন গুপ্ত, সম্পাদক উজ্জ্বল সরকার সহ অন্যান্য ব্যবসায়ীরা। গত কয়েক মাস ধরে মালদা জেলার বিভিন্ন প্রান্তে সোনার দোকানে চুরি ও ডাকাতির ঘটনা ঘটায় আতঙ্কে রয়েছেন স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা। বিভিন্ন থানায় লিখিত অভিযোগ হওয়ার পরও চুরি যাওয়া সোনা ও রুপোর গয়না উদ্ধার এবং দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। চুরি যাওয়া মাল উদ্ধার এবং দুস্কৃতীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে বারবার পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছিলেন স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা। কিন্তু তাতেও তেমন আশানুরূপ ফল হয়নি। এবার সোনার দোকানে চুরি বা ডাকাতি রুখতে জেলা পুলিশের সহযোগিতায় একটি ডিভাইস বসানো নিয়ে স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলোচনা করেন পুলিশ কর্তারা। প্রাথমিক পর্যায়ে সেই ডিভাইসের ডেমো সামনে রেখে পরীক্ষার মাধ্যমে বোঝানো হয় স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সম্ভব জৈন জানিয়েছেন, এই ডিভাইসের মাধ্যমে পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। সোনার দোকানে চুরি বা ডাকাতি রুখতে কিভাবে তা প্রয়োগ করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করা হয় স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে। বঙ্গীয় স্বর্ণ শিল্পী ও স্বর্ণ ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক উজ্জল সরকার জানিয়েছেন, পুলিশের পক্ষ থেকে একটি ডিভাইসের পরীক্ষামূলক ব্যবহার দেখানো হয় স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের। ওয়াইফাই কানেক্ট করে ডিভাইসটি বসানো থাকবে ইংরেজবাজার থানায়। তার সাথে বিভিন্ন দোকানের সঙ্গে কানেক্ট থাকবে সেই ডিভাইস। দুষ্কৃতীরা দোকানে ঢুকলে সেখান থেকে সুইচ টিপলেই জানতে পারবেন ইংরেজ বাজার থানার পুলিশ। কোন এলাকা থেকে ডিভাইসের সুইচ টেপা হয়েছে তৎক্ষণাত সেখানে পৌঁছাবে পুলিশ। তবে সমস্তটাই পরীক্ষামূলক আলোচনা করা হয়েছে। ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

যাত্রীর সাথে অভব্য আচরন গ্রেফতার সাফাইকর্মী

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৩ মে ঃ যাত্রীর সাথে অভব্য আচরন করার অভিযোগে এক সাফাই কর্মীকে গ্রেফতার করলো রেল পুলিশ। আরপিএফ সূত্রে জানা গেছে গৌহাটি গামী নর্থ ইস্ট এক্সপ্রেসের বাতানুকূল কামড়ার এক যাত্রীর অভিযোগ ও সাফাই কর্মীকে বৃহস্পতিবার সকালে গ্রেফতার করে রেল পুলিশ। অভিযোগ বৃহস্পতিবার সকালে নর্থ ইস্ট এক্সপ্রেসের এ সি কামড়া ময়লা হয়েছিলো। এক যাত্রী অভিযোগ করেন। এরপর ইনজামুল নামে ওই সাফাই কর্মী যাত্রীর সাথে অভব্য আচরন করে ও কামড়া সাফাই এর অছিলায় তাঁর জুতো ট্রেন থেকে ফেলে দেয়। ইনজামুল আসামের রঙ্গিয়া এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গেছে। তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করেছেন ইনজামুল। সে বলে আমি কামড়া সাফাই করেছি। তাও আমার নামে মিথ্যা অভিযোগ করা হয়েছে। জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন থানার পুলিশ আধিকারিক বিপ্লব দত্ত জানিয়েছেন যাত্রীর অভিযোগের ভিত্তিতে আমরা সাফাই কর্মী ইনজামুল হককে গ্রেফতার করেছি। তাঁকে আদালতে পাঠানো হবে।

দুটি অপরিত্যক্ত ব্যাগকে ঘিরে চাঞ্চল্য, ঘটনাস্থলে পুলিশ ও দমকল

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৩ মে ঃ ময়নাগুড়ি রেলস্টেশন সংলগ্ন চৌপতি বাজারের কাছে অপরিত্যক্ত ব্যাগকে ঘিরে চাঞ্চল্য। ঘটনাস্থলে পুলিশ ও দমকল। এদিন জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি রেল স্টেশনের কাছে চৌপতি বাজারে সকাল থেকে দুটি অপরিত্যক্ত ব্যাগ ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য। রেলস্টেশন চৌপতি বাজারের ব্যবসায়ী তথা এলাকার বাসিন্দারা বলেন সকাল আনুমানিক সাড়ে সাতটা থেকে এই ব্যাগ দুটি লক্ষ্য করেন এলাকার বাসিন্দা তথা ব্যবসায়ীরা। বেলা বাড়লে ও এই ব্যাগ দুটির কোন দাবিদার না আসায় আতঙ্কে ভুগছেন ব্যবসায়ী সহ এলাকাবাসীরা। খবর দেওয়া হয় রেলস্টেশনের জিআরপি কে এবং ময়নাগুড়ি থানার পুলিশকে। পুলিশ ঘটনার খবর পেয়ে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ ব্যক্তির চারিপাশে বালির বস্তা দিয়ে ঘিরে ফেলে। এবং সকলকে বলে আতঙ্কিত হওয়ার কোন দরকার নেই।। ঘটনাস্থলে বোম স্কোয়াড ও পুলিশ কুকুর আনা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা যায় । যদিও পুলিশ পরিত্যক্ত ব্যাগের আশেপাশে থেকে মানুষকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, জলপাইগুড়ির খরিয়া অঞ্চলের কেরানীপাড়ায় শ্মশানে গাছ কাটা ও পুকুর ভরাটের অভিযোগ জমি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার দুপুর ১ টা নাগাদ জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন এলাকাবাসী। তাদের অভিযোগ গত রবিবার রাতে একটি গাছ কাটা হয়। আজ সেই গাছের গুড়ি একটি বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়। এরপরই এলাকাবাসী কোতোয়ালি থানার দারস্থ হয়। তাদের দাবি সরকারি সম্পত্তি লুট ও পুকুর ভরাটে যারা যুক্ত তদন্ত করে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করুক পুলিশ।

মানসিক ভারসাম্যহীন বৃদ্ধার সাথে শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগে গ্রেফতার ১

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৩ মে ঃ ৬৫ বছর বয়সী এক মহিলাকে শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ উঠলো মাঝবয়সী এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় শিলিগুড়ি নিউ জলপাইগুড়ি

থানার অন্তর্গত শ্রীনগর কলোনি এলাকায়। জানা যায় ওই ৬৫ বছরের ওই বৃদ্ধা বাড়িতে একা ছিলেন। তিনি সামান্য মানসিক ভারসাম্যহীন। বুধবার রাতে বাড়ি ফাকা থাকার সুযোগে তার বাড়িতে প্রবেশ করে অভিযুক্ত ও তাকে বলপূর্বক ভাবে শারীরিক নির্যাতন চালায় তার উপর বলে অভিযোগ ওঠে পরিবারের পক্ষ থেকে। জানা গেছে, ওই বৃদ্ধা মা কে খাবার দিতে আসলে ঘটনাটি তার নজরে আসে। মেয়ের চিৎকারে স্থানীয়রা ছুটে এসে অভিযুক্তকে হাতেনাতে ধরে ফেলে। তারপর তাকে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। থানাতে একটি লিখিত অভিযোগও দায়ের করা হযেছে বৃদ্ধার পরিবারের পক্ষ থেকে। জানা গেছে ধৃত ব্যাক্তির নাম আকবর আলী। পুরো ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

নির্বাচনী হলফনামায় অসঙ্গতির দাবি 'আপ'-র, পাল্টা মামলার হুমকি হিরণের

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ২৩ মে ঃ ঘাটাল লোকসভার বিজেপি প্রার্থী হিরণ চট্টোপাধ্যায়ের ডক্টরেট ডিগ্রি 'ভুয়ো' অভিযোগ নিয়ে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ আম আদমি পার্টি (আপ)। কমিশনে কাছে রাজ্য আপের তরফে হিরণের প্রার্থিপদ বাতিলের আবেদনও জানানো হয়েছে। হিরণ তাঁর হলফনামায় উল্লেখ করেছেন যে, তিনি খড়্গপুর আইআইটি থেকে গবেষণা করছেন। তবে আপের দাবি, সেই তথ্য ভুয়ো। তাদের বক্তব্য, ঘাটালের পদ্মপ্রার্থী আইআইটি থেকে কোনও গবেষণা করছেন না। তথ্য জানার অধিকার আইন (আরটিআই)- এর মাধ্যমে খড়্গপুর আইআইটির তরফে এই তথ্য মিলেছে বলে দাবি করেছে আপ। যদিও এই প্রসঙ্গে হিরণ সংবাদমাধ্যমের কাছে দাবি করেছেন, তাঁর পিএইচডি হয়ে গিয়েছে। তিনি খড়্গপুর আইআইটি থেকে 'পোস্ট পিএইচডি' করছেন এক অধ্যাপকের কাছে। কী ভাবে আইআইটি-র তরফে এমন তথ্য দেওয়া হল, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন হিরণ। এর পিছনে তৃণমূলের হাত রয়েছে বলেও তাঁর অভিযোগ। লোকসভা নির্বাচন মিটলেই তিনি খড়্গপুর আইআইটির বিরুদ্ধে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হবেন বলেও জানিয়েছেন ঘাটালের বিজেপি প্রার্থী।

বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে ছাই পরপর ছয়টি দোকান, চাঞ্চল্য এলাকায়

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২৩ মে ঃ গভীর রাতে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডর ঘটনা, আর তাতেই পুড়ে গেলো পর পর ছয়টি দোকান। ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য এলাকায়। এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে নদীয়ার নাকাশিপাড়া থানার বেথুয়া ডহরি হাসপাতাল মোড় এলাকায়। সূত্রের খবর নাকাশিপাড়া থানার অন্তর্গত বেথুয়া ডহরি হাসপাতাল মোড়ে রাস্তার দু'পাশে একাধিক দোকান রয়েছে। বুধবার রাতে প্রতিদিনের মতোই দোকানদাররা দোকান বন্ধ করে বাড়িতে চলে যায়। বুধবার রাত প্রায় বারোটা নাগাদ তাদের কাছে ফোনের মাধ্যমে খবর যায়

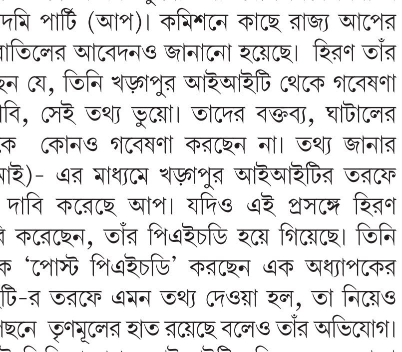

আগুন লেগেছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে এসে দেখে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে দোকান। আগুনের তীব্রতা এতটাই পরপর ছয়টি আগুনে নিমেষে পুড়তে শুরু করে। খবর পড়ে ঘটনাস্থলে যায় নাকাশিপাড়া থানার পুলিশ ও দমকলের একটি ইঞ্জিন। প্রাথমিকভাবে একটি ইঞ্জিনের সাহায্যে আগুন নেভানোর চেষ্টা হয়। পরবর্তী সময়ে দমকলের আরো দুটি ইঞ্জিন বেশ কয়েক ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। স্থানীয় সূত্রে খবর আগুনের তীব্রতা এতটাই ছিলো যে ছয়টি দোকানের সবটাই পুড়ে ছাই হয়ে যায়। স্থানীয় এবং দমকল কর্মীদের প্রাথমিক অনুমান শর্ট সার্কিটের জেরে এই আগুন লেগে থাকতে পারে। তবে কি কারনে এই ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ এবং দমকল কর্মীরা। পাশাপাশি ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের ঘটনায় সর্বস্ব হারিয়ে এখন দিশেহারা ক্ষতিগ্রস্থ দোকানের মালিকেরা।

সংশোধনী

ইনসেন্ট কনসালটেন্টস প্রাইভেট লিমিটেডের বিষয়ে ২৩ মে, ২০২৪ তারিখে সংবাদপত্রে প্রকাশিত ২৩.০৫.২০২৪ তারিখের গর্ভাঙ্কিত রেফারেন্স সহ। (CIN-U45209WB1994PTC066375) এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে একই স্ট্যাম্প বাতিল করা হয়েছে এবং টাইপোগ্রাফিক ত্রুটির কারণে বাতিল এবং অকার্যকর হিসাবে বিবেচিত হবে।

PRONTO INDUSTRIAL SERVICES LIMITED
Regd.Office: "Centre Point", 21, Hemant Basu Sarani, Third Floor, Room No. 306, Kolkata- 700001
CIN: L67120WB1982PLC035476
NOTICE
Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015 that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held at the Registered Office of the Company on 30th May, 2024 at 1:00 P.M. inter alia, to consider and approve the Audited Financial Results of the Company for the quarter and year ended 31st March, 2024.
With reference to notice of Board Meeting as above, this is to further inform you that as per the Company's Code of Conduct for Prohibition of Insider Trading, the trading window for dealing in the securities of the Company will be closed for all directors / KMP/ officers / designated employees of the Company till 01st June, 2024.
For **Pronto Industrial Services Ltd**
Suraj Ratan Bagree
Wholetime Director
DIN: 02515173
Place : Kolkata
Date: 22.05.2024

Govt. of West Bengal.
Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, South 24 Parganas Electrical Division, 57/2, Diamond Harbour Road, Kolkata-700023 from the eligible contractors for the following works. Name of Works: i) Temporary Electrical Installation and DG Set, on hire basis, for accommodation of CAPF for Various locations of Mandirbazar PS under Sundarban Police District, in connection with ensuring GE to Loksabha-2024.. (**Tender Ref: 69/Q of South 24 pgsed of 2024-25**) Bid Submission closing: 24.05-2024 at 11:00 A.M Bid Opening Date: 24.05-2024 after 11:00 A.M.
Sd/- P. Sarkar
Executive Engineer, PWD
South 24 Parganas Electrical Division

ASHIRWAD STEELS & INDUSTRIES LIMITED
CIN: L67100WB1986PLC040201
Regd. Office : 6, Waterloo Street, 5th Floor,Suite No.506, Kolkata-700069,West Bengal
E-mail: ashirwadsteels@gmail.com; Phone: 033-22430376

NOTICE AND INFORMATION REGARDING THE 38TH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE EVOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 38th Annual General Meeting (AGM) of the company will be held on Monday, the 24th June, 2024 at 12:00 P.M. through video conferencing or other Audio Visual Means (OAVM), as per the framework issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) vide its general Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020 and Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 and circular no. 02/2022 dated January 13, 2021, Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022 and Circular No.09/2023 dated 25.09.2023

The Notice of the 38th AGM and the Annual Report including the Financial Statements for the year ended 31st March, 2024, has been sent only by e-mail to all those Members (as per benepose dated 10th May, 2024), whose email addresses are registered with the Company or with their respective Depository Participants, in accordance with MCA Circular(s) and SEBI Circular(s). Annual report of the Board of Directors is also available on the website of BSE Limited (www.bseindia.com) and shall also be available on company's website www.ashirwadsteels.com.

Further members are herby informed that dispatch of the Notice and the Annual Report for the Financial Year 2023-24 corresponding to 38th Annual General Meeting of Ashirwad Steels & Industries Limited to be held on Monday, 24th June, 2024 at 12:00 PM, has been completed on 23rd May, 2024, in conformity with the regulatory requirements.

Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the voting eligibility cut off date of 17th June, 2024 may cast their votes electronically on the Ordinary Business and Special Business, as set out in the Notice of the 38th AGM through electronic voting (remote -voting) facility of Central Depository Services (India) Limited (CDSL). All the members are informed that:-

a) All businesses/resolutions set forth in the Notice of the 38th AGM may be transacted by voting through electronic means;
b) The remote e-voting period shall commence on Friday, 21st June, 2024 at 9.00 A.M. and end on Sunday, 23rd June, 2024 at 05.00 P.M.
c) The cut off date, for determining the eligibility to vote through remote e-voting or through e- voting system for the 38th AGM is 17th June, 2024.
d) Persons who have acquired shares and become members of the Company after the dispatch of the notice and Annual report and hold shares as on the voting cut-off date of 17th June, 2024, may obtain the login ID and password by sending request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or the Registrar And Transfer Agent M/s Niche Technologies Private Limited at nichetechpl@nichetechpl.com.
e) **Members may note that : -**
(i) Remote e-voting module shall not be allowed beyond 05.00 p.m. on 23rd June, 2024 and the same shall be disabled by CDSL thereafter and once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently;
(ii) The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the 38th AGM may participate in the 38th AGM through VC/OAVM Facility but shall not be entitled to cast their votes again through the e-voting system during the 38th AGM;
(iii) The Members participating in the AGM and who had not cast their votes by remote e-voting, shall be entitled to cast their votes through e-Voting system on 24th June, 2024, being the 38th AGM date till permitted time;
(iv) A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting and e- voting during the 38th AGM; The Notice of the 38th AGM and the Annual Report are available on the Website of the Company at www.ashirwadsteels.com and on the website of BSE Limited at www.bseindia.com and also available on the website of CDSL at https://www.evotingindia.com;
(v) Kindly note that Individual Members holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with their Depositories and Depository Participants. Members are advised to update their mobile number and email id in their demat accounts in order to access the E-voting facility. The information about login credentials to be used and the steps to be followed for E-voting and joining virtual meetings (and/ or AGM) are explained in the Notice of the 38th AGM. All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25* Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on toll free no. 1800 22 55 33.

The attendance of the members attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under section 103 of the companies act, 2013.

The above informations are being issued for the information and benefits of all members of the company and in compliance with the MCA and SEBI circulars as stated above.

For **Ashirwad Steels & Industries Limited**
Sd/-
Sonal Agarwal
Company Secretary
Place: Kolkata
Date : 23.05.2024

জনবিজ্ঞপ্তি
রামা অ্যালয় প্রাইভেট লিমিটেড
(ফরমারলি দিগ্বিজয় ট্র্যাকন প্রাইভেট লিমিটেড)
পি-৩৪ / ১, বেনারস রোড, লিলুয়া, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ -৭১১১০৫
CIN: U1109WB1995PTC075878
COR-B-0505308

সার্কুলার নং DNBR (PD) CC.No এর সাথে সম্মতিতে ০৬৫ / ০৩.১০.০০১ / ২০১৫-১৬ ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দ্বারা জারি করা ০৯ জুলাই, ২০১৫ সময়ে সময়ে সংশোধিত, নোটিশ এতদ্বারা দেওয়া হল যে এই ধরনের প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতাগুলি মেনে চলা এবং এই ধরনের শর্তগুলি পূরণ করা, যদি থাকে, প্রয়োজন হয় ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বা অন্য কোনও উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা, মিঃ কৃষ্ণ কুমার বৈঠা (ডিআইএন -০১৫২৪৭৬৩), পরিচালক পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন এবং তার জায়গায় মিঃ অরুণ কুমার হায়দার (ডিআইএন - ০১৫২২৪৮১), ৪৯-এ বসবাস করছেন, খেলত বাবু। লেন, বেলগাছিয়া, কলকাতা- ৭০০০৩৭, কোম্পানির নতুন ডিরেক্টর হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন। ২০ মে, ২০২৪ এবং শেষ পর্যন্ত কোম্পানির ব্যবস্থাপনা এখন মিঃ অরুণ কুমার হায়দার এবং মিঃ বিনোদ পান্ডের উপর ন্যস্ত।

পরিবর্তনের মূল উদ্দেশ্য হল কোম্পানির বর্তমান নন-ব্যাংকিং আর্থিক কার্যক্রমকে একীভূত করা, শক্তিশালী করা এবং বিস্তৃত করা। ব্যবস্থাপনার এই ধরনের পরিবর্তনের ফলে যার স্বার্থ প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তিনি উপরে উল্লিখিত ঠিকানায় এবং ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, ডিওএস, ১৫, এন. এস. রোড, ৫ তলা, কলকাতা -৭০০০০১-এ ৩০ দিনের মধ্যে কোম্পানিকে অবহিত করতে পারেন। এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ এতে আগ্রহের প্রকৃতি এবং আপত্তির কারণ উল্লেখ করে।

তারিখঃ ২৩.০৫.২০২৪
বোর্ডের আদেশে-

NOTICE

Notice is hereby given that the share certificate no(s) **60537, 126762, 194220, 264222** for **20700** shares bearing distinctive no(s) **96623121-96627720, 2551744706–2551747005, 3921275533-3921282432, 8112647364-8112654263 under Folio No. 22/1620** and Face Value of Rs. 1/- each, standing in the name(s) of **GOBIND SINGH** in the books of **M/s ITC LIMITED** has/have been lost/misplaced/destroyed the advertiser has/have applied to the company for issue of duplicate share certificate(s) in lieu thereof. Any person(s) who has/have claim(s) on the said shares should lodge such claim(s) with the company's registrars and transfer agents viz ITC LIMITED Virginia House, 37 Jawaharlal Nehru Road, Kolkata, West Bengal, 700071 within 15 days from the date of this notice failing which the company will proceed to issue duplicate share certificate(s) in respect of the said shares.

Date: 23-05-2024
Place: Delhi
Name(s) of the Survivor(s)
HUKUM SINGH NEGI

বড় পরীক্ষা ঋষি সুনকের, নির্বাচনের দিন ঘোষণা ব্রিটেনে

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ যুক্তরাজ্যের বর্তমান সরকারের মেয়াদের অন্তত ছয় মাস আগে আগাম জাতীয় নির্বাচনের ঘোষণা করেছন প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক। বুধবার সারা দিন ওয়েস্টমিনস্টার ঘিরে নানা গুজবমুখর দিন পার করার পর বিকেলে ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিট থেকে আগামী ৪ জুলাই জাতীয় নির্বাচনের ঘোষণা আসে।আগামী জাতীয় নির্বাচনে লেবার পার্টি ক্ষমতায় আসার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও আগাম নির্বাচনের ঘোষণা দিয়ে রীতিমতো অবাক করে দিয়েছেন ঋষি সুনাক। ২ মে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয়ের পর লেবার পার্টি সরকারের প্রতি আগাম জাতীয় নির্বাচনের দাবি জানিয়ে আসছিল। জাতীয় নির্বাচনের ঘোষণায় ঋষি সুনাক বলেন, ব্রিটেনের ভিত্তিকে আরও বেশি নিরাপদ ও ভবিষ্যৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণে আপনি কাকে এবং কীভাবে বিশ্বাস করবেন? স্থানীয় নির্বাচনে অভূতপূর্ব ফল অর্জন করে ফুরফুরে মেজাজে থাকা বিরোধী দল লেবার পার্টির নেতা স্যার কিয়ার স্টারমার আগাম জাতীয় নির্বাচনের ঘোষণায় বলেন, নির্বাচন হলো ভালোর জন্য পরিবর্তনের সুযোগ এবং এই নির্বাচনের জন্য দেশ অপেক্ষা করছে। আগামী দিনে ধৈর্য ও দৃঢ়তার সঙ্গে যুক্তরাজ্য অনেক গর্ব ও সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করবে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

স্কটিশ ফার্স্ট মিনিস্টার এসএনপির নেতা জন সুনে আগাম জাতীয় নির্বাচনের ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, এটাই সুযোগ কনজারভেটিভ পার্টিকে বিদায় করে স্কটল্যান্ড ফার্স্টকে সামনে আনার। নির্বাচনের আগাম ঘোষণার পর পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন আলবেনিয়ায় সফর সংক্ষিপ্ত করে দেশে ফিরেছেন। এদিকে আগাম জাতীয় নির্বাচন ঘোষিত হওয়ায় যুক্তরাজ্যের রাজপরিবারের সব ব্যস্ততা স্থগিত ঘোষণা করেছে বাকিংহাম প্যালেস। যাতে রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী প্রচরণায় কোনো ব্যাঘাত না ঘটে। ইউরোপ থেকে যুক্তরাজ্যের বেরিয়ে যাওয়া (ব্রেক্সিট), করোনা মহামারি, রাশিয়াইউক্রেন যুদ্ধ ও সর্বশেষ গাজা পরিস্থিতির কারণে যুক্তরাজ্যের রাজনীতি ও অর্থনীতি বেশ টালমাটাল। ক্ষমতাসীন দল কনজারভেটিভ পার্টি ২০১০ সাল থেকে টানা তিনবার ক্ষমতায় আছে, কিন্তু নেতৃত্বে টেকসই নয়। গত ১৫ বছরে দলটি অন্তত পাঁচবার প্রধানমন্ত্রী পদে পরিবর্তন এনেছে।

কিন্তু অর্থনীতিতে তেমন পরিবর্তন আসেনি। মুদ্রাস্ফীতির কারণে দ্রব্যমূল্য, জ্বালানি মূল্য ও সুদহার বেড়েছে কয়েক গুণ। অন্যদিকে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় আকাশচুম্বী। এমতাবস্থায় ২ মে অনুষ্ঠিত স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ব্যাপক ভরাডুবি হয় ঋষি সুনাকের কনজারভেটিভ পার্টির।

মায়ানমারের রাখাইন রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলে হাজারো নির্যাতিতা ঘরছাড়া

নাইপাইডু, ২৩ মেঃ মায়ানমারের রাখাইন রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলে হাজারো নির্যাতিত সংখ্যালঘুকে বাস্তুচ্যুত করার অভিযোগ উঠেছে। রোহিঙ্গা অধিকারকর্মীরা সেখানে সক্রিয় জাতিগত সশস্ত্র গোষ্ঠী আরাকান আর্মির বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ এনেছেন। অন্যদিকে রাখাইনে সহিংসতা বেড়ে যাওয়ায় উদ্বেগ জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।

গত নভেম্বরে মায়ানমারের জান্তার সঙ্গে আরাকান আর্মির সংঘর্ষ শুরুর পর থেকেই রাখাইন রাজ্য উত্তপ্ত হয়ে রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে আরাকান আর্মি বলছে, তারা স্থানীয় রাখাইনদের আরও স্বায়ত্তশাসনের জন্য লড়ে যাচ্ছে। মায়ানমারের ওই রাজ্যে প্রায় ছয় লাখ সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা মুসলিমের বসবাস। ২০১৭ সালে জান্তার অভিযানের মুখে রাখাইন রাজ্য ছেড়ে লাখো রোহিঙ্গা পালিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেন। রোহিঙ্গা নির্যাতনের ঘটনা নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতে জাতিগত হত্যার মামলা চলছে।

একটি যৌথ বিবৃতিতে বিদেশ থেকে সক্রিয় রোহিঙ্গাদের কয়েকটি অধিকার সংগঠন অভিযোগ করেছে, রাখাইন রাজ্যের বুথিডাং শহর থেকে গত সপ্তাহে রোহিঙ্গাদের উদ্বাস্তু হতে বাধ্য করেছে আরাকান আর্মির যোদ্ধারা। শহরটির বাড়িঘরে লুটপাট চালানো হয়েছে। পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, বুথিডাং শহর থেকে রোহিঙ্গাদের তাড়িয়ে নিয়ে আরাকান আর্মি নিয়ন্ত্রিত এলাকায় নেওয়া হয়েছে বলেও ওই বিবৃতিতে উল্লেখ রয়েছে। অভিযোগ করা হয়েছে, আরাকান আর্মির যোদ্ধারা রোহিঙ্গাদের জোর করে উদ্বাস্তু করেছে। মানবাধিকার লঙ্ঘন

করেছে। গত সপ্তাহে রাখাইনের বুথিডাং শহরটি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার কথা জানিয়েছে আরাকান আর্মি। তাদের মতে, এটা মায়ানমারের জান্তার বিরুদ্ধে সংগঠনের বিজয়ের সর্বশেষ নজির। আরাকান আর্মি জানিয়েছে, বাসিন্দাদের শহর ছাড়তে সতর্ক করা হয়েছিল। তাদের আরাকান আর্মিঅধ্যুষিত নিরাপদ জায়গায় সরে যেতে সহায়তাও করা হয়েছে। যদিও এই বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি। মায়ানমারের জান্তা বাহিনী বুথিডাংয়ে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে বলে অভিযোগ আরাকান আর্মির। তারা বলছে, আরাকান আর্মির সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে শহরটিতে জাতিগত ও ধর্মীয় সহিংসতা চালিয়েছে জান্তা সেনারা। বুথিডাং এলাকাজুড়ে সাম্প্রতিক সংঘর্ষ নিয়ে জান্তার পক্ষ থেকে কোনো প্রতিক্রিয়া জানানো হয়নি। এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানতে আরাকান আর্মির সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল এএফপি। সাড়া পাওয়া যায়নি। এদিকে জাতিসংঘ জানিয়েছে, রাখাইনের সাম্প্রতিক সংঘর্ষে কয়েক শ মানুষ নিহত হয়েছেন। উদ্বাস্তু হয়েছেন প্রায় তিন লাখ মানুষ। ইন্টারনেট ও টেলিফোন পরিষেবা বন্ধ করা হয়েছে। তাই সেখান থেকে তথ্য পাওয়া এখন বেশ কঠিন। মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গত মঙ্গলবার জানায়, মায়ানমারের বুথিডাং শহরটি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। রোহিঙ্গাসহ স্থানীয় বাসিন্দারা শহর ছেড়ে পালিয়েছেন। এর আগে জাতিসংঘের মানবাধিকার প্রধানও শহরটির পরিস্থিতি নিয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন। এক বিবৃতিতে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ম্যাথু মিলার বলেন, রাখাইনে সাম্প্রতিক সহিংসতা-সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা আরও নতুন করে প্রাণহানির আশঙ্কা তৈরি করেছে।

স্থানীয় বেসামরিক মানুষজনকে সুরক্ষা দেওয়া ও সেখানে মানবিক সহায়তা প্রবেশের সুযোগ দিতে মায়ানমারের জান্তা ও সব সশস্ত্র গোষ্ঠীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।

ছাগলকে বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ গেল কান্দির যুবকের

দুরন্ত বার্তা, কান্দি, ২৩ মেঃ পিকআপ ভ্যান ধাক্কায় মর্মান্তিকভাবে মৃত্যু হল এক বাইক আরহীর। হেলমেট না থাকাই অকালেই চলে যেতো হলো কান্দির যুকুকে। জানা গিয়েছে মৃত বাইক আরোহীর নাম পরিতোষ সর্দ্দার, বাড়ি কান্দি থানার অন্তর্গত গোকর্ণ মুরারা সর্দ্দার পাড়া গ্রামে। মর্মান্তিক মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে গ্রাম জুড়ে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান আজ সকাল ১০ টা নাগাদ বাইক আরোহী কান্দির দিক থেকে জিবন্তী বহরমপুর দিকে আসছিল। অপরদিক থেকে একটি বোলোরো পিকআপ ভ্যান দ্রুত গতিতে কান্দির দিকে যাওয়ার পথে হাটপাড়া গ্রামে একটি একটি ছাগল সামনে চলে আসায় সেই ছাগলকে বাঁচাতে গিয়ে ধান বোঝায় বোলেরো পিকআপ গাড়ি নিয়ন্ত্রন হারিয়ে, উল্টো দিকে আসা বাইক আরহীকে সজোরে ধাক্কা মারে এবং গুরুতর আঘাত লাগায় ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় পরিতোষ সর্দ্দার নামে ২৭ বছরের যুবকের। স্থানীয় বাসিন্দা বিক্ষোভ দেখালে সাময়িক যানজটের সৃষ্টি হয়। যদিও কান্দি থানার পুলিশ দ্রুততার সঙ্গে ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে নিয়ে আসে। গাড়ি আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পুলিশ সুত্রে জানা গিয়েছে মৃত বাইক আরহীর মাথায় হেলমেট ছিল না, হেলমেট থাকলে হয়তো জীবন টা রক্ষা পেতো। বিশিষ্ট সমাজ সেবী এলাকার বাসিন্দা ফাহাদ সেখ বলেন কান্দি থেকে বহরমপুর রাজ্য সড়ুক চওড়া হওয়ার পর রাজ্য সড়কের উপর কোনো ব্যারিকেট কিংবা বাম্পার না থাকায় সমস্ত যানবাহন অনিয়িন্ত্রিতভাবে দ্রুত গতিতে চলাচল করছে। যার ফলে মাঝে মধ্যেই দুর্ঘটনা ঘটছে।মৃত্যু পরিতোষ সর্দ্দারের আত্মীয় প্রবীর সর্দ্দার জানান এই মাত্র একটি বছর আগে

বিয়ে হয়েছে, পরিবারের জন্য জীবন্তিতে বাজার করতে যাচ্ছিল কিন্তু ঘাতক গাড়ি এইভাবে মেরে দেবে ভাবতেও পারছিনা। যুবকের মর্মান্তিক মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়।

ব্যালট ভোট শুরু

নববারাকপুর, ২৩ মেঃ পচাশি উর্ধ্বে নাগরিকদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোট নেওয়া শুরু হল নববারাকপুরে। শুক্রবার দ্বিতীয় পর্যায়ের সকাল থেকে পুরসভার ৬,৭ এবং ৮নং ওয়ার্ডের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোট নিলেন নির্বাচনী আধিকারিকরা। এলাকায় চারিদিকে বিএসএফ এর জওয়ান ও পুলিশ দিয়ে নিরাপত্তা বলয়ে ভোট গ্রহণ চলে। ইতিমধ্যেই নববারাকপুর পুরসভা এলাকায় গত মঙ্গলবার থেকে শুরু হয়েছে বাড়ি বাড়ি ভোট গ্রহণ পর্ব।

স্বাতী মালিওয়ালের মামলায় হেনস্তাকাণ্ডে পুলিশি জেরার মুখে বৃদ্ধ মা-বাবা, ফুঁসে উঠলেন কেজরিওয়াল

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ আপের রাজ্যসভার সাংসদ স্বাতী মালিওয়ালের শারীরিক নিগ্রহের অভিযোগ নিয়ে অবশেষে মুখ খুললেন আপপ্রধান তথা দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরীওয়াল।তাঁর মতে এই ঘটনার দুটি দিক রয়েছে! তাই তিনি সঠিক বিচারের আশায় নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। ইতিমধ্যেই স্বাতী মালিওয়ালকে শ্লীলতাহানি, মারধর, হেনস্তায় অভিযুক্ত বিভব কুমারকে আটক করেছে দিল্লি পুলিশ। বৃহস্পতিবার এই বিষয়ে কেজরির বৃদ্ধ মা-বাবাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চলেছে পুলিশ। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনেই প্রবীণ দম্পতিকে জেরা করবেন তদন্তকারীরা।

পুলিশ অসুস্থ মা-বাবাকে জেরার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় বুধবার ফুঁসে ওঠেন কেজরি। কী বলেছেন তিনি? বুধবারই স্বাতীর ঘটনায় প্রথমবার মুখ খোলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। সংবাদসংস্থা পিটিআইকে তিনি বলেন, যেহেতু বিষয়টি এখনও বিচারাধীন তাই মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে কথা বললে তদন্ত প্রভাবিত হতে পারে। কিন্তু গোটা ঘটনার স্বচ্ছ এবং নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া উচিত বলে দাবি করেন আপ সুপ্রিমো। স্বাতীর হেনস্তার সময়ে ঘটনাস্থলে ছিলেন না বলেই কেজরির দাবি। তিনি বলেন, ‘‘এই ঘটনার দুরকম বয়ান রয়েছে।

আশা করি দুই তরফের বক্তব্যের ভিত্তিতেই তদন্ত করবে পুলিশ। ন্যায়বিচার পাবে সকলে। আপ সূত্রে খবর, ছেলের বাসভবনে মা-বাবাকে জেরা করতে সাড়ে এগোরাটা নগাদা পৌঁছবে পুলিশ। বুধবার এই বিষয়ে উষ্মা প্রকাশ করে কেজরি বলেন, ‘‘আমার অসুস্থ মা-বাবাকে জিজ্ঞাসাবাদে আসুক দিল্লি পুলিশ। তাদের স্বাগত জানাই। কেজরির স্ত্রী সুনীতা কেজিরওয়ালকেও জেরা করা হতে পারে বলে খবর।

উল্লেখ্য, গত ১৩ মে কেজরির সঙ্গে দেখা করতে তাঁর বাসভবনে গিয়েছিলেন স্বাতী। সেখানেই আচমকা তাঁর উপরে চড়াও হন মুখ্যমন্ত্রীর প্রাক্তন সচিব বৈভব কুমার। ইতিমধ্যেই তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে দিল্লি পুলিশ। উল্লেখ্য দিল্লি পুলিশ কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণাধীন।

দিল্লি সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। সেই জন্যই কি কেজরির মুখে পুলিশের নিরপেক্ষতার কথা? উঠছে প্রশ্ন।

নাম পরিবর্তন

আমি MOHAMMAD IMRAN KHAN (পুরাতন নাম) পিতা SHAUKAT ALI KHAN ঠিকানা 4D, RAJAB ALI LANE, KOLKATA -700023 (WB) নোটারি পাবলিক কলকাতা DATE -06/05/2024 এর AFFIDAVIT দ্বারা আমার নাম এখন থেকে IMRAN KHAN (নতুন নাম) এবং MOHAMMAD IMRAN KHAN (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি SOUKAT ALI KHAN (পুরাতন নাম) পিতা IDREES KHAN ঠিকানা 4D, RAJAB ALI LANE KOLKATA - 700023 (WB) (পুরানো ঠিকানা) 75, MAIN STREET, BARI MASJID SARAILA, SARAILA CHITRA KONI, GHAZIPUR ,UTTAR PRADESH PIN-232326 নোটারি পাবলিক কলকাতা 06/05/2024 এর AFFIDAVIT দ্বারা আমার নাম এখন থেকে SHAUKAT ALI KHAN (নতুন নাম) এবং SOUKAT ALI KHAN (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I MURTAZA AND MURTAZA MOHAMMAD BHAI DHANERWALA, SON OF MOHAMMAD B DHANERAWALA,RESIDING AT 69/D/H/3 TILJALA ROAD, ADNAN MANZIL,TOPSIA, KOLKATA-700046, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MURTAZA DHANERAWALA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/05/2024.THAT MURTAZA AND MURTAZA MOHAMMAD BHAI DHANERWALA ALSO MURTAZA DHANERAWALA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I FARIDA MURTAZA, WIFE OF MURTAZA DHANERAWALA, RESIDING AT 69/D/H/3 TILJALA ROAD, ADNAN MANZIL,TOPSIA, KOLKATA-700046, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS FARIDA DHANERAWALA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/05/2024. THAT FARIDA MURTAZA AND FARIDA DHANERAWALA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I TAPAN PANJA, SON OF LATE CHANDI CHARAN PANJA, RESIDING AT RAMCHARAN SETT ROAD, 52 BUS STAND, RAMRAJATALA, HOWRAH-711104, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS TAPAN KUMAR PANJA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/05/2024.THAT TAPAN PANJA AND TAPAN KUMAR PANJA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Md Ajaharuddin Mondal (old name) S/O Abdul Mandal, residing at Ram Nagar Madhya Para, P.S.- Deganga, Dist- North 24 Pgs, Pin- 743424, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Azhar Uddin Mondal (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 22/05/2024. Azhar Uddin Mondal (new name) and Md Ajaharuddin Mondal (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Md Abdul Mondal & Abdul Mondal (old name) S/O Atiyar Mondal, residing at Ramnagar Madhya Para, P.S.- Deganga, Dist- North 24 Pgs, Pin- 743424, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Abdul Mandal (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 22/05/2024. Abdul Mandal (new name) and Md Abdul Mondal & Abdul Mondal (old name) all are same identical person.

Name Change

I, Paromita Chakraborty (old name) W/O Priyonath Koner, residing at Kalna Road Ramkrishna Pally East, Bardhaman (m), Bardhaman, Pin- 713101, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Paromita Chakraborty Koner (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 22/05/2024. Paromita Chakraborty Koner (new name) and Paromita Chakraborty (old name) both are same identical person.

Name Change

I AMBIA KHATUN, WIFE OF MD LUTHFAR RAHAMAN, RESIDING AT VILL&PO-SONDALIA, PS-SHASAN, PS-SHASAN, NORTH 24 PARGANAS -743423, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AMBIYA BIBI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/05/2024. THAT AMBIA KHATUN AND AMBIYA BIBI BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON .

Name Change

I JAVED HUSSAIN, SON OF MOHAMMED MOHABAT HOSSAIN, RESIDING AT 57/1 TILJALA MASJID BARI LANE, TILJALA, KOLKATA-700039, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SYED MOHAMMED JAVED HOSSAIN VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 22/05/2024.THAT JAVED HUSSAIN AND SYED MOHAMMED JAVED HOSSAIN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

মৃতের সঙ্গে বালিশ-কম্বল চুল্লিতে যাবে না, কড়া নির্দেশ কলকাতা পৌরনিগমের

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ মৃত্যুর পর পরিজনকে শেষ বিদায়ের সময় কেউ সাজিয়ে দেন তাঁর পছন্দের পোশাকে । কেউ বা বালিশ, লেপ বা তোষকের উপর শুইয়ে রাখেন মৃতদেহকে। এই অবস্থাতেই বৈদ্যুতিক চুল্লিতে ঢোকানো হচ্ছে মৃতদেহ । তার জেরেই বিগড়ে যাচ্ছে চুল্লির অভ্যন্তর। কখনও কখনও দূষণ নিয়ন্ত্রক ডিভাইস পর্যন্ত কাজ করছে না। এর জেরে মানুষের জন্য বিষাক্ত কালো উৎপন্ন হচ্ছে । অর্থাৎ শ্মশানের আশপাশের এলাকার বাসিন্দাদের জন্য তা ক্ষতিকর হয়ে উঠছে পুরসভার অধীনে সাতটি শ্মশান রয়েছে। দক্ষিণ কলকাতার সাহানগর বার্নিং ঘাট, উত্তরের নিমতলা শ্মশান ছাড়াও রয়েছে শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ মহাশ্মশান বার্নিং ঘাট, স্ট্যান্ড ব্যাঙ্ক রোডে কাশিমিত্র বার্নিং ঘাট, বোরালে গড়িয়া মহা শশ্মান, শিরিটি শ্মশান, বীরজুনাওয়ালা বার্নিং ঘাট। প্রতিটি বার্নিং ঘাটে দূষণ কমাতে ইলেকট্রিক চুল্লির বন্দোবস্ত করা হয়েছে। কলকাতা পুর কমিশনার ধবল জৈন নয়া নোটিসে জানিয়েছেন, দেখা যাচ্ছে মৃতদেহের সঙ্গে চুল্লিতে আনুষাঙ্গিক নানান জিনিস ঢুকিয়ে দিচ্ছেন রোগীর আত্মীয়রা। ভারী কম্বল, তোষক, এমনকি মৃতদেহের সঙ্গে বালিশ পর্যন্ত ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে চুল্লিতে। এই ধরণের জিনিসপত্র পুড়ে ক্ষতিকর বিপজ্জনক দূষণকণা তৈরি হচ্ছে। কোন শহর কত বেশি দূষিত? তা বোঝার জন্য মাপতে হয় বাতাসে বিপজ্জনক দূষণকণা। পরিবেশবিদরা বলছেন, ‘‘বাতাসে ভাসমান নানা ধরনের নানা আকারের দূষণকণা থাকে। তার মধ্যে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর যাদের ব্যাস আড়াই মাইক্রন বা তারও কম। এদের বলা হয় পার্টিকুলেট ম্যাটার ২.৫ (বা, পিএম২.৫)। নিশ্বাসের মাধ্যমে এই পিএম ২.৫ সোজা চলে যায় ফুসফুসের ভেতরে। বালিশ, তোষক চুল্লিতে পুড়ে এই পিএম ২.৫ তৈরি হচ্ছে।পুরসভার নয়া সার্কুলারে বলা হয়েছে, তোষক বালিশ জাতীয় জিনিস চুল্লিতে পুড়ে নিকষ কালো ধোঁয়া তৈরি হচ্ছে। পরিবেশের পক্ষে যা অত্যন্ত বিপজ্জনক।

এই গলগলে কালো ধোঁয়া আমজনতার স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক। নয়া নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, মৃতদেহের সঙ্গে আর বালিশ, তোষক জাতীয় জিনিস চুল্লিতে প্রবেশ করানো যাবে না। মৃতদেহের পরনের বস্ত্র ছাড়া বড়জোর গায়ে একটা একটা পাতলা চাদর দেওয়া যেতে পারে। এর বেশি অন্য কিছু চুল্লিতে প্রবেশ করানোর জন্য অনুমতি দেওয়া হবে না। শ্মশানের সাব রেজিস্টারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, বালিশ, তোষক কম্বল জাতীয় জিনিস থাকলেও তা যেন চুল্লিতে প্রবেশ করানোর আগে সরিয়ে নেওয়া হয়।

স্পোর্টস কোটার ২৪টি পদে নিযুক্তির বিজ্ঞপ্তি উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের

মালিগাঁও, ২৩ মেঃ স্পোর্টস কোটার অধীনে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য ২৪টি বিভিন্ন পদ পূরণের নিযুক্তির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে। ভারতীয় নাগরিক তথা যোগ্য খেলোয়াড়দের কাছ থেকে অনলাইন আবেদনের আহ্বান করা হয়েছে এবং লেভেল-১ থেকে লেভেল-৫-এর বিভিন্ন পদে এই নিযুক্তি হবে। আবেদনের অন্তিম তারিখ ০৯.০৬.২০২৪।

আগ্রহী প্রার্থীরা www.nfr.indianrailways.gov.in ওয়েবসাইটে প্রদত্ত লিংকের মাধ্যমে উল্লেখিত সমস্ত বিবরণ অনুযায়ী অনলাইন আবেদন করতে পারবেন। ওয়েটলিফ্টিং, গল্ফ, বক্সিং, সাইক্লিং, ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন, ফুটবল, টেবিল টেনিসের মতো ক্রীড়াক্ষেত্রগুলির খেলোয়াড়রা অনলাইন আবেদন পূরণ করে জমা করতে পারবেন। লেভেল-৪ ও লেভেল-৫-এরপদগুলির আবেদন প্রার্থীদের জন্য ০১ জুলাই, ২০২৪ অনুযায়ী এবং লেভেল-১ থেকে লেভেল-৩ পদেরপ্রার্থীর জন্য ০১ জানুয়ারি, ২০২৪ অনুযায়ী নির্দেশিত বয়সের সীমা ১৮ থেকে ২৫ বয়সের মধ্যে। নিয়মঅনুযায়ী বিভিন্ন পদের জন্য ন্যূনতম নির্ধারিত শিক্ষাগত যোগ্যতা ও খেলায় কৃতিত্ব অর্জনকারী প্রার্থীরা সংশ্লিষ্ট পদগুলির জন্য আবেদন করতে পারবেন।

যে সমস্ত খেলোয়াড় বর্তমানেও খেলার জগতে সক্রিয় হয়ে আছেন এবং ০১.০৪.২০২১ তারিখে অথবা তার পর অনুষ্ঠিত কোনও স্বীকৃতিপ্রাপ্ত চ্যাম্পিয়নশিপইভেন্টে ক্রীড়া ক্ষেত্রে কৃতিত্ব অর্জন করেছেন শুধু তাঁদেরই নিযুক্তির জন্য বিবেচনা করা হবে। ২০ ও ২৮ জুন, ২০২৪ তারিখে ট্রায়েল অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং নিজ নিজ সংশ্লিষ্ট ক্রীড়া শাখার পরীক্ষাগুলির জন্য প্রার্থীদের প্রস্তুত থাকতে হবে।

বাছাই পদ্ধতি অনুযায়ী তালিকাভুক্ত যোগ্য প্রার্থীদের ক্রীড়া প্রদর্শনের পরীক্ষা এবং সাক্ষাৎকার ও ক্রীড়ার কৃতিত্ব, শিক্ষাগত যোগ্যতা ইত্যাদির মূল্যায়নের জন্য ডাকা হবে।

সঠিকভাবে যোগ্যতার ভিত্তিতে নিযুক্তি দেওয়া হবে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (এনএফআর) আন্তর্জাতিক মানের উৎকৃষ্ট ক্রীড়াবিদ তৈরী করতে ক্রীড়া অনুষ্ঠানগুলির প্রচার ও উৎসাহিত করার জন্য এক অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির ক্ষেত্রে ক্রমাগতভাবে সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠছে। স্পোর্টস কোটার এই নিযুক্তিতে যাঁরা নির্বাচিত হবেন তাঁদের কাছে আরও উন্নত কেরিয়ারের সম্ভাবনার সুযোগ আসবে। রেলওয়ে প্রশাসনের পক্ষ থেকে চাকরির রেকেট, দালাল ও মধ্যভোগীদের থেকে প্রার্থীদের সাবধান হওয়ার পাশাপাশি কোনও ধরনের ফাঁদে না পড়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।

ক্যানসার আক্রান্ত এক চিকিৎসক পরীক্ষামূলক নতুন পদ্ধতিতে নিজের চিকিৎসা করছেন

মেলবোর্ন, ২৩ মেঃ মস্তিষ্কের ক্যানসার আক্রান্ত অস্ট্রেলীয় চিকিৎসক পরীক্ষামূলক এক নতুন পদ্ধতিতে নিজের চিকিৎসা করছেন। তিনি যে ধরনের জটিল ক্যানসারে আক্রান্ত, তাতে রোগীরা এক বছরের কম সময়ে মারা যান। তবে নতুন চিকিৎসাপদ্ধতি ব্যবহার করে রিচার্ড স্কোলিয়ার নামের ওই আক্রান্ত চিকিৎসক এক বছরের বেশি সময় ধরে ক্যানসারমুক্ত আছেন। ক্যানসার নিয়ে নিজেরই গবেষণার ভিত্তিতে উদ্ভাবন করা একটি পদ্ধতি পরীক্ষামূলকভাবে স্কোলিয়ারের শরীরে প্রয়োগ করা হয়েছে। অধ্যাপক স্কোলিয়ার গ্লায়োব্লাস্টোমার নামে ক্যানসারের এক ধরনে আক্রান্ত হয়েছিলেন যা খুব মারাত্মক। এতে আক্রান্ত রোগীদের বেশির ভাগই এক বছরের কম বাঁচেন। আজ মঙ্গলবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে স্কোলিয়ার বলেছেন, আবারও এমআরআই পরীক্ষায় দেখা গেছে নতুন করে টিউমারটি ফিরে আসেনি। এক্স পোস্টে তিনি আরও লিখেছেন, ‘আমি অত্যন্ত খুশি’ চিকিৎসক স্কোলিয়ার একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন রোগতত্ত্ববিদ। ক্যানসারের চিকিৎসায় গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে চলতি বছর স্কোলিয়ার এবং তাঁর সহকর্মী ও বন্ধু জর্জিনা লংকে অস্ট্রেলিয়ান অব দ্য ইয়ার ঘোষণা করা হয়েছে।মেলানোমা ইনস্টিটিউট

অস্ট্রেলিয়ার সহপরিচালকেরা এক দশক ধরে ইমিউনোথেরাপি নিয়ে গবেষণা করছেন। এ পদ্ধতিতে শরীরের রোগ প্রতিরোধব্যবস্থা (ইমিউন সিস্টেম) ব্যবহার করে ক্যানসার কোষকে আক্রমণ করা হয়। বিশ্বজুড়ে ক্যানসারের শেষ ধাপে থাকা রোগীদের মধ্যে এ পদ্ধতি ব্যবহার করে উল্লেখজনক সাফল্য পাওয়া গেছে। আক্রান্ত ব্যক্তিদের অর্ধেক এখন নিরাময় পাচ্ছে। আগে এ হার ১০ শতাংশের কম ছিল। স্কোলিয়ারের মস্তিষ্কের ক্যানসার সারানোর চেষ্টায় এ পদ্ধতিই ব্যবহার করেছেন অধ্যাপক লংসহ চিকিৎসকদের একটি দল। অধ্যাপক স্কোলিয়ার হলেন মস্তিষ্কের ক্যানসারে আক্রান্ত প্রথম রোগী, যাঁর চিকিৎসায় এ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। মেলানোমা ইনস্টিটিউট অস্ট্রেলিয়াতে অধ্যাপক লং এবং তাঁর চিকিৎসক দল গবেষণা করে দেখেছে, কয়েকটি ওষুধের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে ইমিউনোথেরাপি দেওয়া হলে তা অপেক্ষাকৃত ভালো কাজ করে।

টিউমার অপসারণের জন্য কোনো অস্ত্রোপচারের আগে এ পদ্ধতি ব্যবহার করতে হয়। গত বছর স্কোলিয়ারকে অস্ত্রোপচারপূর্ববর্তী এ থেরাপি দেওয়া হয়। এ ছাড়া স্কোলিয়ারই হলেন প্রথম রোগী, যাঁকে টিউমারের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিশেষ ধরনের টিকা দেওয়া হয়েছে। এতে ওষুধের ক্যানসার শনাক্ত করার ক্ষমতা বেড়েছে।

স্কোলিয়ারের চিকিৎসায় যে সাফল্য পাওয়া গেছে, তাতে চিকিৎসাজগতে আশার সঞ্চার হচ্ছে। আশা করা হচ্ছে, লং ও স্কোলিয়ারের এ প্রচেষ্টা হয়তো প্রতিবছর বিশ্বজুড়ে মস্তিষ্কের ক্যানসারে আক্রান্ত প্রায় তিন লাখ মানুষের জন্য সহায়ক হবে।

নিজের মোবাইল অপরকে ব্যবহার করতে দিয়ে হ্যাকিংয়ের ফাঁদে আসিফ জেলে বন্দি, ৯২ দিন পর মুক্ত পরিযায়ী শ্রমিক

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২৩ মে ঃ কে জানতো নিজের মোবাইল অন্যকে ব্যবহার করতে দিলে হ্যাকিং চক্রের ফাঁদে পড়ে জেল খাটতে হবে! এমন অঘটন কাণ্ড ঘটেছে মুরারইয়ের পাইকর থানার কাঠিয়া গ্রামের একজন পরিযায়ী শ্রমিকের ভাগ্যে। নাম আসিফ সেখ (২১)। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, মাস তিনেক আগে বীরভূম জেলার পাইকর থানার কাঠিয়া গ্রামের পরিযায়ী শ্রমিক কাজের জন্য তামিলনাড়ু রাজ্যের চিঙ্গালপেট্টু এলাকায় গেছিলেন। তখনও আসিফ জানতো না নিজের অগোচরে কী মারাত্মক ভুল সে করেছে! সেখানে কিছুদিন কাজ করার পরই বিপদ ঘটে। হঠাৎ একদিন তামিলনাড়ু রাজ্যের সাইবার ক্রাইম বিভাগের পুলিশ গ্রেপ্তার করে পরিযায়ী শ্রমিক আসিফকে। গ্রেপ্তারের কারণ আসিফ নিজেও ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না। খোঁজ নিয়ে জানতে পারা যায় যে, আসিফের নামে সাইবার ক্রাইমে একটি অভিযোগ আছে হ্যাকিংয়ের মতো গুরুতর অপরাধের। কিন্তু আসিফের মতো সাধারণ ছেলের পক্ষে এই ধরনের কাজ করার জন্য বিদ্যা বুদ্ধি বা দক্ষতা কোনটাই ছিল না। তাছাড়া সে একজন সাধারণ পেশায় বহুরূপী ঘরের ছেলে। পেটের তাগিদে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে তামিলনাড়ু এসেছিল। এই খবরে মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ে পরিবারের মাথায়। পরিবার সূত্রে জানা যায়, মাস ছয়েক আগে আসিফ যখন চেন্নাইয়ে কাজ করতো তখন কিছু ছেলের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়। মাঝেমধ্যে তারা আসিফের মোবাইল কাজের সাইটে ফোন করার নামে ব্যবহার করত। আসিফ সাদাসিধে ছেলে অতটা বুঝে উঠতে পারেনি যে বন্ধুদের ফোন দেওয়াটা তার বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। সেই সময়ে আসিফের মোবাইল ব্যবহার করে একটা হ্যাকিংয়ের ঘটনা ঘটে। অফিসাররা তদন্ত করে আসিফের মোবাইল নম্বরটি খুঁজে পান। পরের বার আসিফ তামিলনাড়ু কাজে গেলে সেখানকার পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। কাজ করতে গিয়ে পরিচিত হওয়া ছেলেগুলোও সেখান থেকে কবেই চলে গেছিল। কে জানত তারাই আসিফের কপালে বিপদ ডেকে নিয়ে আসবে। আসিফের বাবা একজন বহুরূপী শিল্পী, ইনকাম বলতে কোনো রকমে সংসার চলে। ছেলেকে ফেরত পাওয়ার জন্য আসিফের বাবা বহু জায়গাতে যোগাযোগ করে কিন্তু সবাই তার কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। যে পরিবার কখনো থানা পুলিশের দরজা হয়নি সেই পরিবারের সদস্য জেলবন্দি। এলাকার লোকের কথাবার্তা শুনে আরো ভেঙে পড়ে আসিফের পরিবার। কিভাবে ছেলেটিকে জেল থেকে ছাড়ানো যায় সেই ব্যাপারে কেউ পরামর্শটুকুও দেয়নি আসিফের পরিবারকে। আসিফের বাবা মনিরুল শেখ জানান, ছেলে তামিলনাড়ুতে গ্রেপ্তার হয়েছে শুনে ভেঙে পড়েছিলাম। আমার স্ত্রী অসুস্থ হয়ে হাসপাতালেও ভর্তি হয়েছে। কোনভাবেই বিষয়টিকে মেনে নিতে পারছিলাম না। বহু মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরেছি কিন্তু সহযোগিতার জন্য কেউ এগিয়ে আসেনি। তখনই বাংলা সংস্কৃতি মঞ্চের সদস্য মুরারইয়ের বাসিন্দা মহম্মদ রিপন পরিবারের সাহায্যে এগিয়ে আসেন। ৯২ দিন আইনী লড়াইয়ের পর চেন্নাইয়ের জেলে বন্দি পরিযায়ী শ্রমিক আসিফ উদ্ধার হয়ে পরিবারের কাছে ফিরে আসে। মহঃ রিপন জানান, আমি আমার তামিলনাড়ুতে পরিচিত কয়েকজন বন্ধুর সহযোগিতায় কাজ শুরু করি ও তাদেরকে বিষয়টি বলি। আমার বন্ধু অলোক, আসিফকে ছাড়িয়ে আনতে খুব সহযোগিতা করেছে। ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট বন্ডবার আসিফের বেল বাতিল করেছিল। তারপর আমরা সেশন কোর্টে যাই। প্রায় ৯২ দিন পর জামিন মঞ্জুর হয়। আমাদের কাছে এটা খুব বড় একটা চ্যালেঞ্জ ছিল। আইনী লড়াইয়ে আদালতে আসিফ নির্দোষ প্রমাণিত হয়।

কনটেনারের ধাক্কায় মৃত ব্যক্তি

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৩ মে ঃ সাতসকালে কনটেনারের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির, ঘটনাটি ঘটেছে নকশালবাড়ির হাতিঘিষা এলাকায়। মৃত ব্যক্তির নাম খুশিরাম গুরুং, হাতিঘিসার মোঙ্গলসিং এলাকার বাসিন্দা। জানা গেছে, বৃহস্পতিবার সকালে প্রাতঃভ্রমনে বেরিয়েছিলেন ব্যক্তি। সেইসময় বাগডোগরার দিক থেকে আসা এক ব্যক্তিকে পেছন থেকে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ব্যক্তির। ঘটনার খবর পেয়ে নকশালবাড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। অন্যদিকে কনটেনারটি ঘটনাস্থলে থেকে পালিয়ে গেলেও, খড়িবাড়ির কোয়ার্টার মোড়ে কনটেনারটিকে আটক করা হয়। তবে গাড়ির চালক পলাতক। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে নকশালবাড়ি থানার পুলিশ।

কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে পূজিত মা গন্ধেশ্বরী, ভিড় দর্শনার্থীদের

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২৩ মে ঃ আজ বুদ্ধপূর্ণিমা, আজ বুদ্ধপূর্ণিমার পুণ্যলগ্নে নদীয়ার কৃষ্ণনগর শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত কৃষ্ণনগর রাজবাড়ি সংলগ্ন চৌরাস্তা মোড় অন্তর্গত বিখ্যাত চিত্র বাড়ির মা গন্ধেশ্বরী পূজা। একদিকে যেমন বলা চলে নদীয়ার কৃষ্ণনগর মানে যেমন জগৎবিখ্যাত কৃষ্ণনগর রাজবাড়ি এবং তেমনি আর একদিকে কৃষ্ণনগর ঘূর্ণীর মৃৎশিল্পীদের হাতে তৈরী মাটির পুতুল ও আর এক দিকে তেমনি সরভাজা ও সরপুরিয়া কৃষ্ণনগর জগৎ বিখ্যাত। যেমন বলা চলে কৃষ্ণনগরে দুর্গাপূজা ও জগদ্ধাত্রী পূজা দেখতে দূরদূরান্ত থেকে আগত দর্শনার্থীরা যেমন ভিড় জমায় মা কে একটিবার চোখের দেখা দেখবে বলে তেমনি

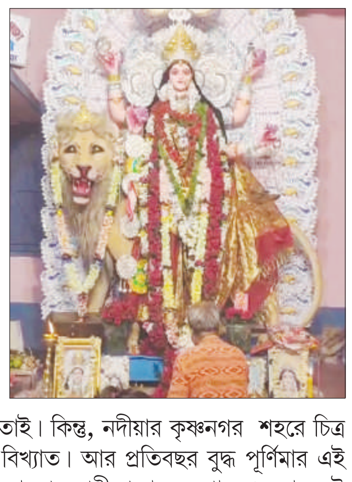

দুর্গাপূজা ও জগদ্ধাত্রী পূজার মতোই। কিন্তু, নদীয়ার কৃষ্ণনগর শহরে চিত্র বাড়ির মা গন্ধেশ্বরী পূজা জগৎ বিখ্যাত। আর প্রতিবছর বুদ্ধ পূর্ণিমার এই পুণ্যলগ্নে কৃষ্ণনগর চিত্র বাড়িতে মা গন্ধেশ্বরী পূজা হয়ে থাকে। আর এই মা গন্ধেশ্বরীর পূজা দেখতে প্রতিবছর এই চিত্র বাড়িতে ভিড় জমায় গোটা কৃষ্ণনগরবাসী শুধু নয় গোটা নদীয়াবাসীর পাশাপাশি দূরদূরান্ত থেকে আগত দর্শনার্থীরা। আর মা গন্ধেশ্বরী পূজা হয়ে থাকে গন্ধেশ্বরী রূপে। আর কৃষ্ণনগর চিত্র বাড়ির মা গন্ধেশ্বরী পূজা হয়ে আসছে প্রায় এশি বছরের অধিক সময়ের আগে থেকে, আর কৃষ্ণনগর চিত্র বাড়ির মা গন্ধেশ্বরীকে প্রতিবছর সাজানো হয় গহনা দিয়ে। আর কৃষ্ণনগর চিত্র বাড়ির মা গন্ধেশ্বরী পূজায় মায়ের ভোগে দেওয়া হয় নানান উপকরণ। আর কৃষ্ণনগর চিত্র বাড়ির মা গন্ধেশ্বরী পূজা মানেই একটি আনন্দের উৎসব। কৃষ্ণনগর চিত্র বাড়ির মা গন্ধেশ্বরী পূজা উপলক্ষ্যে মেতে ওঠে কৃষ্ণনগর চিত্র বাড়ির প্রত্যেক সদস্য ও সদস্যারা। তেমনি প্রতি বছরের মতো এই বছরেও মা গন্ধেশ্বরী পূজা উপলক্ষ্যে মেতে উঠেছে শুধু কৃষ্ণনগরবাসী নয় কৃষ্ণনগর চিত্র বাড়ির প্রত্যেক সদস্য ও সদস্যারা। আর এই বিষয়ে কৃষ্ণনগর চিত্র বাড়ির অধিকর্তা শ্যামসুন্দর চিত্র কী জানালেন এই গন্ধেশ্বরী পূজা নিয়ে শুনে নেব তার মুখ থেকে।

চিতা বাঘের হামলায় গুরুতর জখম এক মহিলা ও ব্যক্তি

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৩ মে ঃ কোচবিহার দুই নম্বর ব্লকের খাপাইডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের পালপাড়া এলাকায় চিতা বাঘের হামলায় গুরুতর জখম এক মহিলা এবং এক ব্যক্তি। মহিলার আঙুল ছিঁড়ে নিয়ে গেছে চিতা বাঘ। ঘটনায় চিতাবাঘের আতঙ্ক ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় বুধবার সকালে একজন মহিলা মায়ারানী শীল নদীর ধারে কাজ করছিল। সেই সময় প্রথমে ওই মহিলার উপর হামলা চালায়। হামলায় ওই মহিলার একটি হাতের আঙ্গুল ছিঁড়ে নিয়ে যায় এবং শরীরের বিভিন্ন জায়গায় থাবা মারে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে কোচবিহার মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়। পরবর্তীতে বুধবার রাতে ওই এলাকার একটি বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা এক ব্যক্তি নির্মল চন্দ্র ঘোষের উপর হামলার ঘটনা ঘটে। ওই ব্যক্তির শরীরের বিভিন্ন জায়গায় থাবা মারে চিতাবাঘটি। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকেও কোচবিহার মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়েছে। এই বিষয়ে চিতা বাঘের হামলায় আহত নির্মল চন্দ্র ঘোষের ভাইপো সম্রাট ঘোষ বলেন, সকালে একজন মহিলার উপর হামলার ঘটনা ঘটে। তার একটি আঙ্গুল ছিঁড়ে নিয়ে যায়। এবং রাতে চিতা বাঘটি প্রথমে বাড়ির ভিতরে একটি বাচ্চার উপর হামলার চেষ্টা করে, বাঁশ দিয়ে বাড়ি দিলে প্রায় ১০ ফুট লাফ দিয়ে বাড়ির বাইরে চলে যায়। বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা তার কাকা নির্মল চন্দ্র ঘোষের উপর হামলা চালায়। শরীরের বিভিন্ন অংশে থাবা মারে। তিনি বলেন তিনি পরিষ্কার দেখেছেন সেটি চিতা বাঘ ছিল।

কমিশনের নির্দেশ মেনে ফাঁকা করা হল দিঘার বিভিন্ন হোটেল, সপ্তাহান্তে বন্ধ

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ২৩ মে ঃ বৃহস্পতিবার সকালে দিঘার বিভিন্ন হোটেল ফাঁকা করে দেওয়া হয়। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মেনে নতুন বুকিংও নেওয়া হচ্ছে না। যাঁরা বুকিং করার জন্য ফোন করছেন, তাঁদের ২৫ তারিখের পর বুকিং করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বাঙালি বরাবরই ভ্রমণ পিপাসু। সপ্তাহান্তের ছুটিতেও চেষ্টা করে কাছাকাছি কোথাও ঘুরে আসার। সেক্ষেত্রে পছন্দের তালিকার শীর্ষে বাড়ির কাছের দিঘা। কিন্তু ২৩ থেকে ২৫ মে-এর মধ্যে দিঘা যাওয়ার পরিকল্পনা করে থাকলে, তা বাতিল করুন এখনই। নিশ্চয়ই ভাবছেন কেন? কারণ, এই তিন দিন বুকিং নেবে না কোনও হোটেল। আগামী শনিবার অর্থাৎ ২৫ মে, ষষ্ঠ দফার ভোটগ্রহণ। ওই দিন পূর্ব মেদিনীপুরের অন্তর্গত কাঁথি, তমলুক আসনে নির্বাচন। সেই কারণেই প্রশাসনের তরফে ২৩ তারিখ সমস্ত হোটেল খালি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ২৫ তারিখ পর্যন্ত কোনও বুকিং নেওয়া যাবে না। ২৬ তারিখ থেকে ফের স্বাভাবিক ছন্দে ফিরবে বাঙালির প্রিয় দিঘা। হোটেল সংগঠনের তরফে জানানো হয়েছে, এ বিষয়ে লিখিত কোনও নির্দেশিকা জারি করা হয়নি। তবে প্রশাসনের তরফে মৌখিকভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পর্যটনের পরশুমে বুকিং বাতিলের ঘটনায় সমস্যায় মালিকেরা। জানা গেছে, এই বিষয়ে কাঁথির মহকুমা শাসক ও দিঘা শংকরপুর উন্নয়ন পর্ষদের মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক জানান, হোটেল বন্ধ পুরোপুরি কমিশনের নির্দেশ মেনেই। ভোটের সময় বহিরাগতদের এলাকায় না রাখার কারণেই এই সিদ্ধান্ত। শুধু হোটেল ফাঁকা করাই নয় তার সঙ্গে এলাকায় বাড়ানো হয়েছে নজরদারি।

চুরি হওয়া লক্ষাধিক টাকার সোনার গয়না উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, সিকিম, ২৩ মে ঃ সিকিমের গ্যাংটক প্রধাননগর থানা পুলিশের সহায়তায় সিকিমের গ্যাংটক থেকে চুরি হওয়া লক্ষাধিক টাকার সোনার গয়না উদ্ধার করলো সিকিম পুলিশ। যদিও ঘটনায় কেউ গ্রেফতার হয়নি। জানা গেছে, গত ১৯ মে সিকিমের গ্যাংটকের বাসিন্দা এক ব্যক্তির বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটে। সেই বাড়ি থেকে ১৪ লক্ষ টাকার স্বর্ণালঙ্কার চুরি হয়। ব্যক্তির বাড়িতে থাকা শিলিগুড়ির বাসিন্দা এক যুবকই এই ঘটনা ঘটায়। এরপরই যুবক ফেরার হয়ে যায়। ঘটনার পর সিকিম সদর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ব্যক্তি। তদন্তে নেমে সিকিম পুলিশ জানতে পারে অভিযুক্ত শিলিগুড়িতে রয়েছে। এরপরই প্রধাননগর থানায় সঙ্গে যোগাযোগ করে সিকিম পুলিশ। পরবর্তীতে প্রধাননগর থানার ক্রাইম উইং এর ইনচার্জ গৌতম মল্লিকের নেতৃত্বে তদন্ত শুরু হয়। এরপর বুধবার রাতে অভিযুক্ত যুবকের বাড়ি মধ্য পলাশে অভিযান চালায় পুলিশ। তার বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় ৯৭ গ্রাম সোনার অলঙ্কার। যার বাজারমূল্য সাত লক্ষ টাকা। বাকি অলঙ্কার এখনও উদ্ধার হয়নি। এদিকে যুবককেও গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ। উদ্ধার হওয়া সোনার অলঙ্কার সিকিম পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। অভিযুক্তকে ধরতে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

খন্ডঘোষে শেষ মুহূর্তের প্রচার বিজেপির

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২৩ মে ঃ বিষ্ণুপুর লোকসভার বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁ এর সমর্থনে খন্ডঘোষ পাঁচ নম্বর মন্ডলের গোপালবেড়ো অঞ্চলের রাউতাড়া গ্রামে একটি পথসভা অনুষ্ঠিত হল। উপস্থিত ছিলেন বিষ্ণুপুর লোকসভার কো কনভেনার তথা জেলা সহ-সভাপতি মৃত্যুঞ্জয় চন্দ্র, মন্ডল

সাধারণ সম্পাদক অনুপম দাস, শক্তিকেন্দ্র প্রমুখ বিকাশ মান্না ও অন্যান্য কার্যকর্তাবৃন্দ। এদিন বিষ্ণুপুর লোকসভার কো- কনভেনের মৃত্যুঞ্জয় চন্দ্র তার বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী দ্বিচারিতা করছেন এই রাজ্যের মা- বোনদের সঙ্গে। তিনি এই রাজ্যের মহিলাদের জন্য ৫০০ টাকা লক্ষ্মীর ভান্ডার দেওয়া শুরু করেছিলেন, কিন্তু গোয়ায় গিয়ে সেখানকার মহিলাদের জন্য ৫ হাজার টাকা লক্ষ্মীর ভান্ডারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। অর্থাৎ তিনি এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হয়ে এই রাজ্যের মহিলাদের ভিখারি মনে করেন। সুতরাং বাংলার মহিলারাই ঠিক করুন কাকে ভোট দেওয়া উচিত। এদিন মৃত্যুঞ্জয়বাবু, ২৫ মে সকাল সকাল বিজেপিকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান স্থানীয় মানুষজনের কাছে। উল্লেখ্য এদিন বিষ্ণুপুর লোকসভার এস সি মোর্চার পক্ষ থেকে ইন্দাস বিধানসভার বিধায়ক নির্মল ধারা ও জেলা এস সি মোর্চার সাধারণ সম্পাদক গৌতম ধারার উদ্যোগে এক বর্ণাঢ্য পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় শাশপুর বাজারে। পদযাত্রা শেষ করে একটি পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন ইন্দাসের বিধায়ক নির্মল ধারা মহাশয়, লোকসভার কো- কনভেনার তথা জেলা সহ-সভাপতি মৃত্যুঞ্জয় চন্দ্র, জেলা সহ সভাপতি গঙ্গামণি রায়, এসসি মোর্চার জেলা সাধারণ সম্পাদক গৌতম ধারা ও অন্যান্য কার্যকর্তাবৃন্দ।

নন্দীগ্রামে ৮০টি বুথে হতে পারে কারচুপি, অভিযোগ অভিষেকের

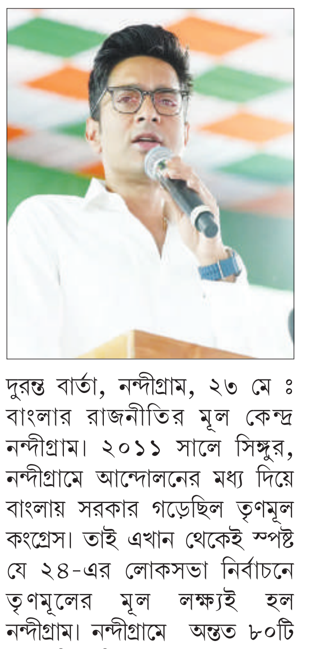

দুরন্ত বার্তা, নন্দীগ্রাম, ২৩ মে ঃ বাংলার রাজনীতির মূল কেন্দ্র নন্দীগ্রাম। ২০১১ সালে সিঙ্গুর, নন্দীগ্রামে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাংলায় সরকার গড়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস। তাই এখান থেকেই স্পষ্ট যে ২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের মূল লক্ষ্যই হল নন্দীগ্রাম। নন্দীগ্রামে অন্তত ৮০টি বুথে বিজেপি ভোট লুটের ছক কষেছে বলে অভিযোগ করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তমলুক লোকসভা কেন্দ্রেরই অন্তর্গত নন্দীগ্রাম। বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সেখানকারই বিধায়ক। নন্দীগ্রামে বিজেপি সন্ত্রাস করে পঞ্চাশ হাজারের লিড নেওয়ার ছক কষছে বলে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের কাছে খবর এসেছে। এই পরিস্থিতিতে বাড়ির মা-বোনেদের হাতে খুন্তি, বঁটি নিয়ে বেরিয়ে এসে ভোট লুট আটকানোর আহ্বান জানিয়েছেন অভিষেক। বিজেপির ছক ভেস্তে দিয়ে নন্দীগ্রাম থেকে জোড়াফুল যাতে অন্তত ৩০ হাজার ভোটের লিড নিতে পারে, তা নিশ্চিত করতে চান তিনি। বুধবার নন্দীগ্রামে নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে অভিষেক বলেন, 'বিজেপি যদি বাড়িতে গিয়ে ধমকায়, চমকায়, মায়েরা হাতে খুন্তি আর বঁটি নিয়ে এদের তাড়া করবেন। নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। যারা ভাবছে, ৮০ টি বুথে সন্ত্রাস করব, মানুষকে ভোট দিতে দেবো না, প্রত্যেকটি বুথে সাতশো - আটশো ভোট নিয়ে ৫০ হাজার ভোট বাড়িয়ে নেব- যারা এই কাজ করবে তাদের তালিকা আমার কাছে আছে।' নন্দীগ্রাম-১ নম্বর ব্লকের সোনাচূড়া, হরিপুর, গোকুলনগর, ভেকুটিয়া অঞ্চল এবং নন্দীগ্রাম-২ নম্বর ব্লকের বিরুলিয়া, বয়াল এলাকায় বিজেপি সন্ত্রাসের ছক কষছে বলে অভিষেকের কাছে খবর এসেছে। তাঁর কথায়, 'এই সাত-আটটা অঞ্চলে কিছু লোক আমাদের সঙ্গে যোগাযোগে রয়েছে। আমি তাঁদের নাম বলব না। এঁরাই খবর দিয়েছেন, ৮০ টি বুথে কারচুপির প্ল্যান করা হয়েছে। কোথাও বোমা মারবে, কোথাও আকাশে গুলি চালাবে। ভোট দিতে বাধা দেবে। আপনারা বঁটি নিয়ে বেরিয়ে আসবেন, তাড়া করবেন, এদের ছাড়বেন না।' তৃণমূল নেতৃত্ব মনে করছেন, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রামে ভোটে ও গণনায় কারচুপি করা হয়েছে। এই কারচুপির কারণেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরাজিত হন। যদি অনিয়ম না হতো, তা হলে মমতা ৩০ হাজার ভোটে জয়ী হতেন বলে অভিষেকের দাবি। যদিও শুভেন্দু অধিকারী প্রথম থেকেই এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন। এবারে লোকসভা ভোটেও যদি নন্দীগ্রামে বিজেপি বিধানসভার ধাঁচে ভোট করে, তা হলে ৪ জুনের পর পাল্টা জবাব দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছেন অভিষেক। তাঁর কথায়, 'যারা ভাবছে, বিজেপির হয়ে ২৪ তারিখ রাত থেকে মানুষকে ধমকাবে, চমকাবে-তাদের পরিণতি খুব খারাপ হবে। সতর্ক করে গেলাম। কোনও বাবা বাঁচাবে না। কেউ বাঁচাবে না।' তমলুকের জোড়াফুল প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্য্য জয়ী হলে আগামী জুন মাসে নন্দীগ্রামে সভা করার কথাও ঘোষণা করেছেন অভিষেক।

দেবাংশুর শেষ বেলার প্রচারে পথযাত্রা বহরমপুরের প্রার্থী ইউসুফ পাঠান

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ২৩ মে ঃ ষষ্ঠ দফার লোকসভা নির্বাচনের শেষ বেলার প্রচারে প্রতিটি রাজনৈতিক দল ঝড় তুলেছে। তমলুক লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্যের সমর্থনে পথযাত্রা করলেন ভারতের জাতীয় দলের প্রাক্তন ক্রিকেটার তথা তৃণমূল কংগ্রেসের বহরমপুরের প্রার্থী ইউসুফ পাঠান। লোকসভা নির্বাচনের ২৩ মে ভোট প্রচারের শেষ দিন। আর ভোট প্রচারের শেষ দিনে তমলুক লোকসভা কেন্দ্র সরগ-গরম হয়ে উঠেছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ভোট প্রচারে। বৃহস্পতিবার হেলিকপ্টারে তমলুকে আসেন ইউসুফ পাঠান। তারপর তমলুক ব্লক এলাকার কলাতলা থেকে কুমেরগঞ্জ বাজার পর্যন্ত পথযাত্রায় অংশ নেন। তমলুক পাঁশকুড়া রাজ্য সড়কের ওপর এই পথযাত্রা হয়। এতে ছিল স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত প্রধান সহ ব্লকের নেতৃত্ব। রাস্তার দুই পাশে সাধারণ মানুষের ঘর থেকে ফুল ছুঁড়তে দেখা যায় মহিলা সহ ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের।

দাপিয়ে বেড়াচ্ছে দাঁতাল

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ২৩ মে ঃ রাজ্যের একমাত্র মাওবাদী-অধ্যুষিত জেলা হলেও মাওবাদীরা নন, এ জেলার মাথাব্যথার কারণ হাতি। একশো হাতি দাপিয়ে বেড়াচ্ছে ঝাড়গ্রাম জেলা। তাদের সামাল দিয়ে সুষ্ঠ ভাবে ভোট হতে দেওয়াই এখন বড় চ্যালেঞ্জ বন দফতরের। হাতিতে এই মুহূর্তে নাজেহাল ঝাড়গ্রাম। ভোটের দিন এবং তার আগের দিন হাতিকে সামাল দেওয়ার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা অবশ্য নেওয়া হয়েছে। ঝাড়গ্রাম জেলা জুড়ে বনাঞ্চল চারটি ডিভিশনে বিভক্ত। এই চার ডিভিশনে প্রায় ১০০-র কাছাকাছি হাতি অবস্থান করছে এই মুহূর্তে। এর মধ্যে শুধু ঝাড়গ্রাম ডিভিশনেই রয়েছে ৭৩ টি হাতি। খড়গপুর ডিভিশনে ২২ টি। বাকি ২৩ টি করে মেদিনীপুর এবং রূপনারায়ণ ডিভিশনে। হাতির গতিবিধি অনুযায়ী, ঝাড়গ্রাম ডিভিশন ইতিমধ্যে ১৪০ টি বুথকে সেনসিটিভ চিহ্নিত করেছে। বাকি তিনটি ডিভিশনে সেনসিটিভ বুথের সংখ্যা ২০০-র বেশি। জঙ্গল-লাগোয়া এই সমস্ত বুথগুলিতে থাকছে বিশেষ নজরদারি। রেঞ্জ অনুযায়ী ভাগ করে সেই সমস্ত রেঞ্জে ৩ থেকে ৫ টি করে মোবাইল টিম, ২টি করে হুলা টিম এবং ৩টি করে গাড়ির ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে। এর সঙ্গে ঐরাবতকে প্রয়োজন অনুসারে 'মুভ' করানো হবে। ভোটকর্মীরা যে পথে জঙ্গল- লাগোয়া বুথগুলিতে যাবেন সেখানে আগে থেকে হাতির মুভমেন্টের হালহকিকত জেনে নিরাপদ রাস্তা দিয়ে তাঁদের নিয়ে যাওয়া হবে। বুথ-এলাকার পাশাপাশি হাতি থাকলে তৎক্ষণাত হুলা দিয়ে তাদের নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে দেওয়া হবে। ২৩ মে থেকে হাতির প্রতিটি পদক্ষেপের উপর নজর রাখা শুরু করবে বন দফতর। একই রকম ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বাকি তিন ডিভিশনেও। ভোর ভোর ভোটাররা ভোট দিতে লাইন দেন। জঙ্গল রাস্তা ধরে যাতায়াত করেন। হাতি থাকলে রাত থেকেই সেই সমস্ত জঙ্গল রাস্তা বন্ধকরে দেওয়া হবে। বসানো হচ্ছে ড্রপ গেটও।

তৃণমূলে ভোট দেওয়ায় মহিলা কর্মীর হাত কেটে নেওয়ার অভিযোগঃ হাসপাতালে মন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২৩ মে ঃ তৃণমূলে ভোট দিয়েছে বলে হাত কেটে নেওয়ার চেষ্টা এক তৃণমূল মহিলা কর্মীর, এমনই অভিযোগ উঠেছে বিজেপির বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি থাকা ওই মহিলা কর্মীকে এদিন বৃহস্পতিবার দেখতে হাজির হলেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন বলাগড়ের প্রাক্তন বিধায়ক অসীম মাঝি সহ বলাগড় এলাকার তৃণমূল

কংগ্রেসের নেতৃত্ববৃন্দরা। একই সাথে ওই মহিলা কর্মী সহ আরেক মহিলা কর্মীও তৃণমূলকে ভোট দেওয়ার কারণে বলাগড় থানার অন্তর্গত চর কৃষ্ণবাটি বেলতলার কাছে গত সোমবার ভোট দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে আক্রান্ত হন। তৃণমূলকে কেন ভোট দিয়েছে তারা এই বলেই তাদের ওপর আক্রমণ করে বলে অভিযোগ ওঠে বিজেপির বিরুদ্ধে। একজনের হাত কেটে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়। এরপরই গতকাল তারা কালনা হসপিটালে এসে ভর্তি হয়। আর এদিন বৃহস্পতিবার আক্রান্তদের দেখতেই হাজির হলেন মন্ত্রী স্বপনবাবু। মন্ত্রী জানান, এই রাজ্যে পায়ের তলায় মাটি নেই বিজেপির। মা মাটি মানুষের উন্নয়নের উপর ভরসা করে এবং তাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর আস্থা রেখেই এ রাজ্যের মানুষ তৃণমূল কে ভোট দিচ্ছে। হারের লক্ষন বুঝতে পেরেই তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের উপর আক্রমন চালাচ্ছে বিজেপি। তিনি দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী করেন।

নির্বাচনের ঠিক মুখেই নাকা চেকিং উদ্ধার হল বিপুল পরিমাণে টাকা

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ২৩ মে ঃ ষষ্ঠ দফার নির্বাচনের ঠিক মুখেই নাকা চেকিং উদ্ধার হল বিপুল পরিমাণে টাকা। প্রায় ১০ লক্ষ টাকার কাছাকাছি উদ্ধার করলো পূর্ব মেদিনীপুর জেলার হেঁড়িয়া থানার পুলিশ ও বিশেষ তদন্তকারী দল। অভিযুক্ত ওই যুবককে আটক করেছে পুলিশ। পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদে জানায় ওই যুবক ইন্দ্রজিত দাস। তার বাড়ি মারিশদা থানায় বিলাশপুর এলাকায়। এই বিপুল পরিমাণ টাকা কোথায় নিয়ে যাচ্ছিল তা তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। সূত্রের খবর, নির্বাচনের জন্য জাতীয় সড়ক থেকে রাজ্য সড়কে নাকা চেকিং শুরু হয়েছে। হেঁড়িয়া ইঞ্চি ব্রীজের কাছে নাকা চেকিং চলছিল। কাঁথি থেকে একটি যাত্রীবাহী বাসে উঠে পড়ে বিলাসপুরের ইন্দ্রজিত দাস। গোপন সূত্র খবর পেয়ে যাত্রীবাহী বাসের তল্লাশি চালায় হেঁড়িয়া তদন্ত কেন্দ্রে পুলিশ ও নাকা চেকিং বিশেষ তদন্তকারী দল। একটি ব্যাগে করে প্রায় ১০ লক্ষ টাকা নিয়ে যাচ্ছিল। প্রত্যেক খামে ১০ হাজার টাকা করে ভাগ করা ছিল। শুধু তাই নয় বিজেপির দলীয় পতাকা ও বুথে পোলিং এজেন্ট বসার জন্য ফর্মও ছিল তার ব্যাগে। বিশেষ সূত্র জানা গেছে, টাকা নিয়ে হেঁড়িয়া ও ভগবানপুর সংলগ্ন একাধিক বিজেপির বুথ সভাপতি ও নেতৃত্বদের টাকা দেওয়ার কথা ছিল। সেই উদ্দেশ্যে টাকাগুলি নিয়ে আসছিল ওই যুবক! যদিও সংবাদপত্রের মুখোমুখি হয়ে ইন্দ্রজিত দাস বলেন তাকে এক দাদা টাকা দিয়েছিল। ব্যবসায়ী টাকা। বিজেপি দলীয় ফ্লাক ও পেলিং এজেন্ট ফ্রম পুলিশ সাজিয়েছে। আমি ছোটখাটো ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। আমি কোন রাজনৈতিক করি না ! পুরো ঘটনাটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাইপোর উস্কানিতে খুন হয়েছে, আর এই ঘটনায় এমনটাই মন্তব্য করলেন শুভেন্দু

দুরন্ত বার্তা, নন্দীগ্রাম, ২৩ মে ঃ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাইপোর উস্কানিতে খুন হয়েছে,আর এই ঘটনায় এমনটাই মন্তব্য করলেন শুভেন্দু অধিকারী। আগামী শনিবার তমলুক, কাঁথি সহ রাজ্যের একাধিক লোকসভা আসনে নির্বাচন রয়েছে। আর তার আগে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি। তমলুক লোকসভা কেন্দ্রে অন্তর্গত নন্দীগ্রাম। খুনের ঘটনায় দোষীদের গ্রেফতারের দাবিতে উত্তেজনা ছড়াল সোনাচূড়া মনসা বাজারে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশের ব্যাপক লাঠিচার্জ। মোতায়ন করা হয়েছে র‍্যাফ। এমনকি

পুলিশ পিকেটও বসানো হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে এদিন শুভেন্দু অধিকারী বলেন, দেশের অন্য রাজ্যে ভোট হয়, কিন্তু বাংলার মতো হিংসা হয় না। হারবে জেনেই হিংসার পরিস্থিতি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাইপোর উস্কানিতে খুন হয়েছে বলে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ।শুধু তাই নয়, বিরোধী দলনেতার কথায়, বুধবার অভিষেক বলে গেছিলেন সোনাচুড়া, গোপালনগর সহ ৮০ টি বুথে অনেকে ধমকচ্ছেন। আমি তাঁদের সতর্ক করতে এসেছি। ফল ভালো হবে না। এরপরেই এই ঘটনা। এফআইআরে আমরা ওর নাম দেওয়া হবে বলেও মন্তব্য নন্দীগ্রামের বিধায়কের। শেষ দেখে ছাড়ার হুঁশিয়ারিও এন তিনি। যদিও স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, এই ঘটনার সঙ্গে তৃণমূলের কোনও যোগ নেই। এমনকি বিজেপির আদি এবং নব্যদের মধ্যে লড়াই বলেও দাবি শাসকদলের। মানুষ এর জবাব দেবে বলেও দাবি তৃণমূলের। অন্যদিকে, ঘটনার কয়েক ঘণ্টা কেটে গেলেও এখনও উত্তেজনা রয়েছে সোনাচুড়া মনসা বাজারে। সেখানে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় একটি দোকানে। এমনকি রাস্তার পাশে থাকা একটি খড়ের গাদাতেও আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় বলে জানা যাচ্ছে। পাশাপাশি ভাংচুর করা হয় বেশ কয়েকটি দোকান। এরপরেই পুলিশ পরিস্থিতি সামলাতে ব্যাপক লাঠিচার্জ করে। কিন্তু থামতে রাজি নন! ঘটনায় দোষীকে গ্রেফতার না করলে আন্দোলনের তীব্রতা আরও বাড়বে বলে হুঁশিয়ারি বিজেপি কর্মীদের। মোতায়েন করা হয়েছে র‍্যাফও।

দুবাইয়ে শীর্ষ পরিবারের সাথে - বন্ধুত্বপূর্ণ কার্যক্রমে চূড়ান্ত ভাবে গ্রীষ্মকালীন ছুটির অভিজ্ঞতা নিন

কলকাতা, ২৩ মে ঃ গ্রীষ্মের মরসুম হল পরিবারের সাথে মজা করার সেরা সময় এবং এই সব অভিজ্ঞতার জন্য দুবাইয়ের চেয়ে ভাল জায়গা আর হতে পারে না। এটি অ্যাডভেঞ্চার এবং পরিবার-বান্ধব ক্রিয়াকলাপে পরিপূর্ণ, ইনডোর স্নো অ্যাডভেঞ্চার থেকে শুরু করে হৃদয়-স্পন্দনকারী ওয়াটার পার্কের রোমাঞ্চ। দুবাই উত্তেজনা, সংস্কৃতি এবং রন্ধন সম্পর্কে আনন্দে ভরা একটি অবিস্মরণীয় ভ্রমণের প্রস্তাব দেয়। যখন বাইরে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়, তখন শহরের অগণিত আকর্ষণগুলি পরিবারগুলির জন্য নিখুঁত পালানোর এবং সাহসিকতার সুযোগ দেয় । এই গ্রীষ্মে দুবাইয়ের জাদু অন্বেষণ করুন এবং আপনার প্রিয়জনদের সাথে স্থায়ী স্মৃতি তৈরি করুন। গ্রীষ্মের মরসুমে পরিবারের সাথে মজা করার জায়গাগুলো হলো ১) স্কি দুবাই ২) অ্যাকোয়াভেঞ্চার দুবাই ৩) স্কাই ডাইভ ৪) গ্লিচ ৫) দুবাই মিরাকল গার্ডেন ৬) আর্টে মিউজিয়াম ৭) রিয়াল মাদ্রিদ ওয়ার্ল্ড।

ASCRM মেশিনে ইউপিআই পেমেন্ট ভিত্তিক টিকেটিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে

কলকাতা, ২৩ মে ঃ ইউপিআই পেমেন্ট ভিত্তিক টিকিট সিস্টেম আজ অর্থাৎ ২৩.০৫.২০২৪ থেকে মহানায়ক উত্তম কুমার, রবীন্দ্র সদন এবং ব্লু লাইনের এসপ্ল্যানেড স্টেশনগুলিতে স্বয়ংক্রিয় স্মার্ট কার্ড রিচার্জ মেশিনে (ASCRM) চালু করা হয়েছে। এই টিকিট ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই গ্রীন লাইনের স্টেশনগুলির সমস্ত বুকিং কাউন্টারে চালু করা হয়েছে। ফলস্বরূপ, যাত্রীদের এই স্টেশনগুলিতে কারেন্সি নোট এবং কয়েনে সঠিক ভাড়া টেন্ডার করতে হবে না। পরিবর্তে তারা এখন তাদের স্মার্ট কার্ড রিচার্জ করতে বা এই সিস্টেমের সাহায্যে টোকেন কিনতে সক্ষম হবে। উল্লেখ্য যে ২১.০৫.২০২৪ থেকে, হাওড়ার ASCRM মেশিন, গ্রীন লাইনের হাওড়া ময়দান মেট্রো স্টেশন এবং ব্লু লাইনের পার্ক স্ট্রিট মেট্রো স্টেশনগুলি যাত্রীদের সুবিধার জন্য এই সুবিধা পেয়েছে। স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া এবং সেন্টার ফর রেলওয়ে ইনফরমেশন সিস্টেমস (CRIS) এর সহায়তায় মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ এই ইউনিফাইড পেমেন্ট ইন্টারফেস (UPI) ভিত্তিক টিকিট সিস্টেম চালু করেছে। শীঘ্রই যাত্রীদের সুবিধার্থে ব্লু লাইন, পার্পল লাইন এবং অরেঞ্জ লাইনের অন্যান্য স্টেশনেও এই সুবিধা বাড়ানো হবে। এই করিডোরে এই সুবিধা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হচ্ছে। মেট্রো কর্তৃপক্ষের এই নতুন পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন যাত্রীরা। এই নতুন ইউপিআই পেমেন্ট ভিত্তিক টিকিট সিস্টেম সম্পর্কে যাত্রীদের প্রতিক্রিয়া আজ খুব ভাল হয়েছে।

ষষ্ঠ দফায় সর্বাধিক ভোটদাতা ঘাটালে

দুরন্ত বার্তা, ঘাটাল , ২৩ মে ঃ লোকসভা নির্বাচনের ষষ্ঠ দফায় ২৫ মে বাংলার ৮টি লোকসভা আসনে ভোটগ্রহণ হবে। শনিবার নির্বাচনের আগে এইসব লোকসভা আসনে বৃহস্পতিবার ছিল অন্তিম পর্যায়ের প্রচার। প্রচারের শেষ দিনে তৃণমূল, বিজেপি, কংগ্রেস এবং বামফ্রন্ট সহ নির্দল প্রার্থীরাও জোরকদমে প্রচার চালান। বাংলার তমলুক, কাঁথি, ঘাটাল, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুর আসনে আগামী ২৫ মে ভোট। ২০১৯ সালে এই ৮টি আসনের মধ্যে, বিজেপি ৫ টি আসনে জেতে। আর তৃণমূল ৩টি আসন জিতেছিল। জানা গেছে, এই লোকসভা কেন্দ্রগুলির ১ কোটি ৪৫ লক্ষ ৩৪ হাজার ২২৮ জন ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন এদিন। এই ৮ টি কেন্দ্রে মোট ৭৯ জন প্রার্থীর নির্বাচনী ভাগ্য নির্ধারণ হবে এদিন। এদের মধ্যে মহিলা প্রার্থী ৯ জন। নির্বাচন কমিশন সূত্রে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রে সর্বাধিক সংখ্যক ভোটার। সংখ্যাটি ১৯ লক্ষ ৩৯ হাজার ৯৪৫ জন । এর মধ্যে ৯ লক্ষ ৫৪ হাজার ৬৮৮ জন মহিলা ভোটার। অধিক সংখ্যক মহিলা প্রার্থী রয়েছেন তমলুক এবং মেদিনীপুরে। আর এই দুটি আসনেই মহিলা ভোটার রয়েছেন ৯ লাখের বেশি। এছা।াও পুরুলিয়ায় ৮.৯৯ লক্ষ মহিলা ভোটার এবং বাঁকুড়ায় ৮.৮২ লক্ষ মহিলা ভোটার রয়েছেন।

সুনীলের বিদায়ী ম্যাচের টিকিট নিয়ে বিভ্রান্তি, কবে পাওয়া যাবে টিকিট

নয়াদিল্লি, ২৩ মেঃ সুনীল ছেত্রীর ৬ জুনের বিদায়ী ম্যাচের টিকিট নিয়ে বিভ্রান্তি বাড়ছে। বুধবার সন্ধ্যা থেকে টিকিট বিক্রি শুরু হয়েছিল অনলাইনে। অনেকেই টিকিট কাটতে গিয়ে দেখেন, সোল্ড আউট! কী করে উইন্ডো খোলার পরেই টিকিট সব শেষ হয়ে গেল, সেই নিয়ে ক্ষোভ দানা বাঁধছে। যুবভারতীতে ভারত বনাম কুয়েত প্রি ওয়ার্ল্ড কাপের ম্যাচেই জাতীয় দলের হয়ে বুট ও জার্সি তুলে রাখবেন সুনীল। ভারত অধিনায়ককে সেদিন বিদায়ী সংবর্ধনা দেওয়ার তোড়জোড় করছে ফেডারেশন। যেহেতু ফিফার ম্যাচ, সেই কারণেই নানা প্রোটোকল রয়েছে। এই ম্যাচের স্থানীয় সংগঠক আইএফএ। তারাই এই ফিফা ম্যাচের টিকিট বিতরণ করবে। কিন্তু কবে থেকে সেই টিকিট পাওয়া যাবে, সেই নিয়ে সমর্থকরা অন্ধকারে। এও দেখা গিয়েছে, সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউর সুতারকিন

স্ট্রিটের আইএফএ অফিসে গিয়ে অনেকেই খোঁজ করছেন টিকিটের বিষয়ে। এমনিতে অনলাইন টিকিট পাওয়া যাবে বুক মাই শো-র পোর্টাল থেকে। কিন্তু পোর্টাল লগ-ইন করলেও সেই নিয়ে পরিষ্কার করে কিছু লেখা নেই। অনেক সময় কোনও নোটিফিকেশনও আসছে না। আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত এই নিয়ে জানিয়েছেন, ''টিকিটের বিষয়ে আমরাও কিছু নির্দেশিকা পাইনি ফেডারেশন মারফৎ। যখনই পাব, সেটি বিজ্ঞাপন দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হবে।'' যুবভারতী সেদিন ভরে যাওয়ার কথা রয়েছে। মোট ৬৬ হাজার টিকিট ছাপানোর ব্যবস্থা করা হবে। বহু কমপ্লিমেন্টারি টিকিট রাজ্য সরকারের ক্রীড়া পর্ষদ নেবে, বহু টিকিট নেবে কর্পোরেশন কিংবা কলকাতা পুলিশও।

সামনের আইপিএলে সৌরভের দিল্লিতে খেলুক কোহলি! পিটারসেন

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

বিরাট কোহলিই এমন এক ব্যতিক্রমী তারকা যিনি একই দলের হয়ে টানা ১৭ বছর আইপিএলে খেলে চলেছেন। ২০০৮ সাল থেকে শুরু, ২০২৪ সালেও তিনি দলের একনম্বর তারকা। কিন্তু দীর্ঘ দেড় দশকেও তিনি আইপিএল ট্রফি এনে দিতে পারেননি আরসিবি-কে। এবারও দেখা গিয়েছে, চলতি আইপিএলে কোহলি দারুণ ফর্মে বিরাজ করেছেন। তিনি একটি সেঞ্চুরি করেছেন, একটি ফিরেছেন

৯২ রান থেকে। চারটি ম্যাচে হাফসেঞ্চুরি করেছেন। সর্বোচ্চ রানের দিক থেকে তিনি শীর্ষে ছিলেন। রাজস্থানের বিরুদ্ধে এবার শেষ ম্যাচেও ৩৩ রান করেছেন। টানা একটি ফ্রাঞ্চাইজি দলে খেলেই কি কোহলির হাতে ট্রফি নেই? এই নিয়ে এক বেসরকারী চ্যানেলে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মুখ খুলেছেন কেভিন পিটারসেন। ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক জানিয়েছেন, কোহলির এবার উচিত অন্য ফ্রাঞ্চাইজিতে যোগ দেওয়া। তিনি মনে করেন, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের দিল্লি ক্যাপিটালস দলে যোগ দেওয়া উচিত বিরাটের। ইংল্যান্ডের প্রাক্তন তারকার ব্যাখ্যা, ''দিল্লি কোহলির নিজের শহর। ওই শহরে কোহলির বাড়িও রয়েছে। দিল্লির সমর্থকদের আবেগ-অনুভূতি কোহলির চেনা। ওই ফ্রাঞ্চাইজি দলে রিকি পন্টিংয়ের মতো কোচ ও সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো ধুরন্ধর ক্রিকেট মস্তিষ্করা রয়েছেন। আমার মতে, কোহলি তো কিংবদন্তি, জিনিয়াস, ওঁকে শেখানোর কিছু নেই। কিন্তু দল বদলে খেললেও নিজের মনের ভেতর থেকেও একটা জেদ আসবে। আর লাক ফ্যাক্টরও সমান গুরুত্বপূর্ণ।'' ওই সর্বভারতীয় চ্যানেলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে পিটারসেন আরও জানান, কোহলির মতো কিংবদন্তি ক্রিকেটার সারা জীবনে একবারও আইপিএল ট্রফি পাবে না, তা হতে পারে না। কোহলির মতো ক্রিকেটারের বিশ্বের সেরা লিগে চ্যাম্পিয়ন হওয়া উচিত। বেঙ্গালুরু দলের চ্যাম্পিয়ন লাক নিয়ে সমস্যা রয়েছে। সেদিক থেকে দিল্লি অনেকবেশি আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেলছে। সামনের বারই এই সিদ্ধান্ত নিক ভারতীয় ক্রিকেটের সেরা আইকন।

টি২০ বিশ্বকাপে ভারত-পাক ম্যাচের টিকিট বিক্রি ১৭ লাখে!

দুবাই, ২৩ মেঃ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ৯ জুন মুখোমুখি হবে ভারত এবং পাকিস্তান। একই গ্রুপে রয়েছে দুই দল। গত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের কাছে হেরেছিল পাকিস্তান। মেলবোর্নে সেই ম্যাচে প্রায় এক লক্ষ দর্শক ছিলেন মাঠে। বিরাট কোহলি ম্যাচ জিতিয়েছিলেন ভারতকে। এই বছরও ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে আগ্রহ তুঙ্গে। আর সেই ম্যাচের

টিকিটের দাম নিয়ে আইসিসির বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন ললিত মোদী। এ বারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ হবে আমেরিকায়। আইপিএলের প্রাক্তন কর্তা সমাজমাধ্যমে লেখেন, অবাক হয়ে গিয়েছি, আইসিসি ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের টিকিট বিক্রি করছে ২০ হাজার ডলারে (প্রায় ১৭ লক্ষ টাকা)। ক্রিকেটের প্রসারের জন্য, সমর্থকদের আনন্দ দেওয়ার জন্য এ বারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ হচ্ছে আমেরিকায়। টিকিট বিক্রি করে লাভ করার জন্য প্রতিযোগিতা করা হচ্ছে না। আমেরিকার এক সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গিয়েছে, ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের টিকিট দ্বিগুণ দামে বিক্রি হচ্ছে। কিছু কিছু টিকিটের দাম এক কোটি টাকা। সেই খবর প্রকাশ্যে আসার পরেই ললিতের এই বক্তব্য জানা যায়। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারত প্রথম ম্যাচ খেলতে নামবে ৫ জুন। আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে সেই ম্যাচ খেলবে ভারত। দ্বিতীয় ম্যাচ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। ভারতের গ্রুপে রয়েছে আমেরিকা এবং কানাডাও।

কিং কোহলির বিরাট রাজত্বে ট্রফির খরা কাটল না

বিষাদের সুর আরসিবিতে

বেঙ্গালুরু, ২৩ মেঃ বছর আসে, বছর যায়। আরসিবির ভাগ্য ফেরে না। দেখতে দেখতে ১৭টা আইপিএল খেলল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। ট্রফির ক্যাবিনেট এ বারও রইল শূন্য। বিরাট কোহলি আরসিবির কাণ্ডারি। তিনি পুরো মরসুমে অনবদ্য পারফর্ম করেছেন। কিন্তু দলকে এ বারও আইপিএল খেতাব দিতে পারলেন না। চলতি আইপিএলের সবচেয়ে অসম্ভব পারফর্ম্যান্স দেখিয়েছিল আরসিবি। শুরুর দিকে হারের পর হার। শেষের দিকে টানা ৬ ম্যাচ জেতে বেঙ্গালুরু। কিন্তু প্লে অফের গণ্ডি পেরিয়ে ফাইনালে ওঠা হল না বিরাট কোহলির টিমের। ১৭তম আইপিএলে ১৫টি ম্যাচে ৭৪১ রান করেছেন বিরাট কোহলি। তাঁর সর্বাধিক রান ১১৩। পিঙ্ক আর্মির বিরুদ্ধে ম্যাচের আগে বিরাটের এক

রেকর্ডের জন্য প্রয়োজন ছিল ২৯ রান। বিরাট ওই ম্যাচে করেন ৩৩ রান। তার ফলে আইপিএলের ইতিহাসে ৮ হাজার রান করা প্রথম ক্রিকেটার হলেন বিরাট। একা বিরাট তো আর দলকে ট্রফি দিতে পারবেন না। তাইই হল। আরসিবির এ বারও ট্রফি জেতা হল না। রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে বুধবার এলিমিনেটরে হেরে ১৭তম আইপিএল সফর শেষ করল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। আরসিবি রাজস্থানের বিরুদ্ধে হারার পর মাঠের মধ্যে বিরাট কোহলির এক দৃশ্য বেশ নজর কেড়েছে। যা সকলকে বিশ্বকাপ ফাইনালের এক স্মৃতি ফিরিয়ে দিয়েছে। আমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে হয়েছিল ওডিআই বিশ্বকাপে ভারত-অস্ট্রেলিয়া ফাইনাল। তাতে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারত হেরে যায়। তারপর বিরাট কোহলিকে দেখা গিয়েছিল মাঠে থাকা স্টাম্প থেকে একটি বেল ফেলে দিতে। বুধবার রাতেও একই দৃশ্য দেখা যায়। স্টাম্প থেকে বিরাট একটি বেল ফেলে দেন। তাঁর চোখে মুখে ফুটে উঠেছিল বিষণ্ণতা।

প্রথম কোয়ালিফায়ার জিতলেই চ্যাম্পিয়ন!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ মেঃ কোয়ালিফায়ার ১-র ম্যাচে সানরাইজার্স হায়দরাবাদকে হারিয়ে চলতি আইপিএলের প্রথম দল হিসেবে ফাইনালে পৌঁছেছে কেকেআর, আগামী রবিবার নাইটদের প্রতিপক্ষ কে হবে তা চূড়ান্ত হবে শুক্রবার কোয়ালিফায়ারের দ্বিতীয় ম্যাচে পরেই। তবে ফাইনালে প্রতিপক্ষ যেই হোক, ফেভারিট হিসাবেই নামবে কেকেআর। শুধু মাত্র খাতায় কলমে শক্তির নিরিখেই নয়, একইসঙ্গে আইপিএলের শেষ ছয় বছরের ট্রেন্ডও নাইটদের পক্ষেই যাচ্ছে।

চেন্নাইয়ে হাজির শ্রেয়স-রিঙ্কুরা, আইপিএল ট্রফি জিতে অধ্যায় শেষ করতে চায় কেকেআর

চেন্নাই, ২৩ মেঃ চিপক শ্রেয়স আইয়ারের কেকেআরকে ডাকছিল। আর তাই আইপিএলের দু'বারের চ্যাম্পিয়ন কেকেআর এ বার পৌঁছে গেল চেন্নাইয়ে। রবিবার আইপিএলের মেগা ফাইনাল। এ বারের আইপিএলের প্রথম ফাইনালিস্ট কেকেআর। বুধবার নাইটরা চেন্নাইয়ে পৌঁছে গিয়েছে। ফাইনাল ম্যাচের আগে নাইটরা হাতে কয়েকটা বেশি দিন সময় পাচ্ছেন অনুশীলন করার। আগামিকাল চলতি আইপিএলের দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ার। সেখানে মুখোমুখি হবে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ও রাজস্থান রয়্যালস। ওই ম্যাচ যে টিম জিতবে, তারা হবে টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় ফাইনালিস্ট। ১০ বছর কেকেআর শিবিরে আইপিএল ট্রফি আর যায়নি। শেষ ২০১৪ সালে গৌতম গম্ভীরের নেতৃত্বে আইপিএল খেতাব জিতেছিল কেকেআর। সেটি নাইটদের দ্বিতীয় বার আইপিএল জয় ছিল। এ বার তৃতীয় ট্রফি ক্যাবিনেটে সাজাতে চায় কলকাতা নাইট রাইডার্স। তার জন্যই তৈরি

হচ্ছেন আন্দ্রে রাসেল, সুনীল নারিনরা। গৌতম গম্ভীর নাইট টিমে ফেরায় যেন নতুন উদ্যম পেয়েছেন শ্রেয়স আইয়ার, বরুণ চক্রবর্তী, সুনীল নারিনরা। অনবদ্য পারফর্ম করে ধাপে ধাপে আইপিএল ট্রফির কাছে এসে পৌঁছেছে কিং খানের দল। এ বার শুরু ফাইনাল শো-এর পালা। কারা হবে আইপিএল ফাইনালে নাইটদের প্রতিপক্ষ? তাদের কেকেআর হারাতে পারবে কিনা? নাইট অনুরাগীদের মনে এই প্রশ্নই ঘুরপাক খাবে শনিবার অবধি। আর রবিবার পাওয়া যাবে এ বারের আইপিএল চ্যাম্পিয়নকে। ক্রিকেট মহলে অনেকেই অবশ্য কেকেআরকে চ্যাম্পিয়ন দেখছেন। দুরন্ত ফর্মে থাকা সানরাইজার্স হায়দরাবাদকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে গৌতম গম্ভীরের টিম। মিচেল স্টার্ক বল হাতে আগ্রাসী পারফর্ম করেছেন। বরুণ চক্রবর্তীও চমৎকার বোলিং করেছেন। কেকেআরের ব্যাটাররাও সেরাটা দিচ্ছেন। প্রতিপক্ষ যেই হোক না কেন, ছন্দে থাকা কেকেআরই ফেভারিট এ বারের আইপিএলের ফাইনালে।

'চেয়েছিলাম, কিন্তু...' ভারতের কোচ হওয়ার লোভনীয় প্রস্তাব ফেরালেন পন্টিং

রাহুল দ্রাবিড়ের পর কে হতে পারেন ভারতীয় টিমের কোচ? দেশি-বিদেশি প্রাক্তন ক্রিকেটারদের নাম ঘুরছে বিসিসিআইয়ের অলিন্দে। কে নেই সেই তালিকায়! কিন্তু তালিকা যতই লম্বা হোক না কেন, একটা নাম বাদ দিতেই হচ্ছে। আর কেউ নন, তিনি নিজেই নিজেকে সরিয়ে রেখেছেন ভারতীয় টিমের কোচ হওয়ার দৌড় থেকে। ভারতীয় ক্রিকেট টিম বিশ্বের অন্যতম সফল। বিপুল প্রচার। অর্থের প্রাচুর্য কম নেই। যিনি ভারতীয় কোচের হটসিটে বসবেন, তিনি যে এই নেম-ফেম উপভোগ করবেন, তাতে আর আশ্চর্য কী! বিরল কেউ কেউ কি হন না? রাহুল দ্রাবিড় যেমন। অনুরোধ-উপরোধ থাকা সত্ত্বেও সরে যাচ্ছেন দ্রাবিড়। তাঁর মতো ভারতীয় টিমের কোচ হতে আপত্তি রিকি পন্টিংয়েরও। কেন? এ বারও আইপিএলে দিল্লি ক্যাপিটালসের কোচ ছিলেন রিকি। টিম গ্রুপ পর্যায় থেকেই ছিটকে গিয়েছে। তবে অন্যান্য বারের থেকে এ বারের আইপিএলে দিল্লি অনেক ভালো পারফর্ম করেছে। আইপিএলের সময় থেকেই পন্টিংকে নিয়ে আলোচনা, তিনি কোচ হতে পারেন ভারতীয় টিমের। তিনি নাকি নিজেও আগ্রহী। অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন ক্রিকেটার মানসিক কাঠিন্যের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। শুধু তাই নয়, তাঁর ক্রিকেট বোধ ও ম্যাচ রিডিংও অত্যন্ত

ভালো। যে কারণে অস্ট্রেলিয়া টিম তাঁকে টি-টোয়েন্টি ফর্ম্যাটের সময় কোচ হিসেবে ব্যবহার করে। সেই পন্টিং যদি কোচ হন, ভারতেরই আখেরে লাভ হবে। তা কিন্তু হচ্ছে না। পন্টিং নিজেই সরে দাঁড়ালেন। আইপিএলের সময়ই বোর্ডের তরফে প্রস্তাব গিয়েছিল পন্টিংয়ের কাছে ভারতীয় টিমের কোচ হওয়ার জন্য। কিন্তু পন্টিং সেই প্রস্তাব সম্মানের সঙ্গে ফিরিয়েও দিয়েছেন। কেন তাঁর ভারতীয় টিমের কোচ হতে আপত্তি, তাও খোলসা করে বলেছেন। তাঁর স্পষ্ট কথা হল, ''আপনি কোন টিমের কোচ হওয়ার প্রস্তাব পেলেন, তা আপনি জানার আগেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভেসে ওঠে। আমার সঙ্গে ভারতীয় টিমের কোচ হওয়ার ব্যাপারে কথা হয়েছে। আমি কতটা আগ্রহী, তা জানার চেষ্টা করা হয়েছিল। ভারতের সিনিয়র টিমের কোচ হতে পারলে ভালোই লাগত। কিন্তু ক্রিকেটের বাইরেও আমার অনেক কিছু করার আছে। পরিবারকে সময় দিতে হবে। তা ছাড়া, আমি যদি কোচ ভারতের, তা হলে আইপিএলের কোনও টিমের কোচিং করাতে পারব না। তার থেকেও বড় কথা হল, যে কোনও জাতীয় টিমের কোচ হওয়া মানে ১০-১১ মাস ওটা নিয়েই থাকতে হবে। আমি নিজেকে যতটা জানি, আমার লাইফস্টাইলের সঙ্গে এই ব্যাপারটা এখন যাবে না।'' পন্টিং নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার পর ভারতের কোচ হতে কে পারেন? অনেকেই বলতে শুরু করেছেন, পন্টিংয়ের সঙ্গে লড়াই ছিল গৌতম গম্ভীরের। তা আর হচ্ছে না। গম্ভীরই এ বার ভারতের কোচ হওয়ার স্রেফ সময়ের অপেক্ষা।

অবশেষে বাংলায় ফিরছেন সুদীপ চট্টোপাধ্যায়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ মেঃ কয়েক বছর আগে কথা। বাংলা ছেড়ে ত্রিপুরায় খেলতে চলে গেছিলেন সুদীপ চট্টোপাধ্যায়। একটা সময় টানা বাংলার হয়ে রঞ্জিতে ভালো পারফরমেন্স করেছিলেন সুদীপ। জাতীয় পর্যায় বিভিন্ন টুর্নামেন্টেই প্রথম একাদশের অপরিহার্য অঙ্গ ছিলেন বারাসতের এই ছেলে। কিন্তু দল থেকে বাদ পড়তেই, হতাশ হয়ে তিনি বাংলা ছেড়েছিলেন। চলে গেছিলেন পাশের রাজ্য ত্রিপুরায়। সেখানে তাঁর আগেই পা বাড়িয়েছিলেন বাংলা দলে সিনিয়র ক্রিকেটার ঋদ্ধিমান সাহা। তাঁর পথ অনুসরণ করেই সেখানে গেছিলেন সুদীপ। তবে ২ বছর কাটতে না কাটতেই, অবশেষে মান অভিমান পর্ব কাটিয়ে বাংলাতেই ফিরছেন দলের এক সময়ের সহ অধিনায়ক। বহু গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচেই দলকে নির্ভরতা দিতেন সুদীপ। মনোজ তিওয়ারি, অনুষ্টুপ মজুমদারের দলের টপ অর্ডারের অন্যতম ভরসা ছিলেন এই বাঁহাতি ব্যাটার। ফের তিনি বাংলায় ফেরায় কিছুটা হলেও দল যে শক্তিশালী হল তা বলাই বাহুল্য। গত রঞ্জি ট্রফি মরশুম খুব একটা ভালো কাটেনি বাংলা দলের। আকাশ দীপ এবং মুকেশ কুমার জাতীয় দলে সুযোগ পাওয়ায় তাঁদের অনেক ম্যাচে পায়নি বাংলা, সেটা অন্যতম কারণ ছিল অবশ্য। সেই সঙ্গে ব্যাটিং ব্যর্থতাও ছিল আরেক প্রধান কারণ। সব ম্যাচে যে অনুষ্টুপ মজুমদার বা শাহবাজ আহমেদের পক্ষে দলকে বাঁচানো সম্ভব নয়, সেটা ভালোই টের পেয়েছিলেন লক্ষীরতন শুক্লরা। শেষ পর্যন্ত বাংলা দলে সুদীপ চট্টোপাধ্যায় ফেরায়, টপ অর্ডারে ভালো একজন ব্যাটার পেল বাংলা শিবির, পরিস্থিতি অনুযায়ী যে মাথা ঠান্ডা রেখেই রান করতে পারে। দল ছাড়ার আগে বাংলার হয়ে অন্যতম সফল ব্যাটার ছিলেন বারাসতের ছেলে সুদীপই। বাংলার হয়ে প্রত্যাবর্তনের পর সুদীপ চট্টোপাধ্যায় বলছেন, 'খুব ভালো লাগছে আবার বাংলা দলের হয়ে ফিরতে পেরে। আমি ইতিমধ্যেই ত্রিপুরা ক্রিকেট সংস্থার কাছে এনওসি চেয়েছি। এছাড়াও এরাজ্যে ট্রান্সফারের আবেদন জানিয়েছি'। জুনের ১১ তারিখ থেকে শুরু বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগ, সেখানেই প্রত্যাবর্তন করতে চলেছেন ৩২ বছর বয়সী এই ব্যাটার। মেদিনীপুর ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে প্রো টি২০ লিগের প্রথম সংস্করণে খেলতে দেখা যাবে সুদীপকে। সেখানে বাংলা দলের প্রাক্তন অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণ, ইশান পোড়েলদের সঙ্গে খেলতে দেখা যাবে তাঁকে। বাংলায় ফিরলেও এখনই সিএবি নিয়ে বেশ কিছু বলতে চাননি সুদীপ। বরং আপাতত প্রো টি২০ লিগেই ফোকাস করছেন তিনি। বাংলার হয়ে ২০১২ সালে অভিষেক হয় তাঁর, এরপর ইন্ডিয়া 'এ' দলের হয়েও খেলেছিলেন। তবে পারফরমেন্সে অবনতি হওয়ার জেরে তাঁকে বহুক্ষেত্রেই দলের বাইরে বসতে হয়েছিল। এবার কামব্যাকের বছরে সুদীপ নিশ্চয় চাইবেন গত বছরের বাংলা দলের ব্যর্থতা এবার সুদে আসলে পুষিয়ে দিতে।

এক নাইজেরিয়ানের হ্যাটট্রিকে থামল লেভারকুসেন ইউরোপা লিগ শিরোপা আতালান্তার

ডাবলিন, ২৩ মেঃ ম্যাচ শেষ হওয়ার আগেই উদ্‌যাপনে মেতেছিল বেঞ্চে থাকা আতালান্তার খেলোয়াড়েরা। বিপরীতে ম্যাচ শেষ হতেই মরসুমে প্রথমবারের মতো হতাশার চিত্র দেখা গেল লেভারকুসেন শিবিরে। চলতি মরসুমে এর আগে কোনো ম্যাচেই এমন অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে যেতে হয়নি জাবি আলোনসোর দলকে। আজও হয়তো এমন কিছুর প্রস্তুতি ছিল না আলোনসোর। শেষ বাঁশি বাজতেই আলোনসোর চোখে অদ্ভুত এক বিস্ময়। হয়তো মনে মনে ভাবছিলেন, একটুর জন্য হলো না! এত কাছে গিয়েও পাওয়া হলো না পুরো মরসুম অপরাজিত থেকে ট্রেবল জেতার স্বাদ। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৫১ ম্যাচ অপরাজিত থাকার পর মরসুমের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচটাতেই কি না হেরে বসল লেভারকুসেন। ইউরোপা লিগের ফাইনালে আতালান্তার কাছে ৩-০ গোলে হেরেছে জার্মান চ্যাম্পিয়নরা। লেভোরকুসেনের 'সিজন ইনভিন্সিবল' থাকার স্বপ্ন ভেঙে আতালান্তার ইতিহাস গড়ার নায়ক আদেমোলা লোকমান। ম্যাচজুড়ে একক নৈপুণ্যের দুর্দান্ত প্রদর্শনীতে হ্যাটট্রিক করেছেন আতালান্তার এই নাইজেরিয়ান উইঙ্গার। লেভারকুসেনকে মরসুমের প্রথম হার উপহার দেওয়া ম্যাচটি ৬১ বছর পর শিরোপা স্বাদ এনে দিয়েছে আতালান্তাকে। যেটি ক্লাবটির প্রথম ইউরোপিয়ান শিরোপাও বটে। পাশাপাশি আতালান্তার দুর্দান্ত এ জয় জানিয়ে দিল যে লেভারকুসেনও হারতে জানে। নয়তো হারের স্বাদ কেমন সেটা তো ভুলেই গিয়েছিল চলতি মরসুমে একের পর এক রেকর্ড ভাঙা ক্লাবটি। আজ ম্যাচের ২৬ মিনিটের মধ্যেই ২-০ গোলে পিছিয়ে পড়ে লেভারকুসেন। তখনও অবশ্য ঘুরে দাঁড়ানোর স্বপ্ন হারায়নি ক্লাবটি। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে এর আগে ৪ ম্যাচে দুই গোলে পিছিয়ে থেকে ম্যাচ বাঁচিয়েছিল লেভারকুসেন। যার একটিতে জয় এবং অন্য ৩ ম্যাচে ড্র করেছে তারা। এবারও সমর্থকদের আশা ছিল তেমন কিছুর। কিন্তু দিনটি ছিল কেবলই আতালান্তার, আরও বিশেষভাবে বললে লোকমানের। যা শেষ পর্যন্ত আর ম্যাচে

ফিরতে দেয়নি এই মরসুমে আলোনসোর ইতিহাস গড়া দলটিকে। ডাবলিনের ফাইনালে এদিন ভিক্টর বোনিফেস ও প্যাট্রিক শিকের মতো তারকাদের বেঞ্চে রেখে একাদশ সাজান আলোনসো। দুই সেরা তারকাকে বাইরে রাখলেও কৌশলে কোনো পরিবর্তন আনেননি লেভারকুসেন কোচ। ম্যাচের শুরু থেকে লেভারকুসেন স্বভাবসুলভ পজেশন ধরে রাখার চেষ্টা করলেও, আকস্মিক আক্রমণে গিয়ে চমকে দিচ্ছিল আতালান্তা। ইতালিয়ান ক্লাবটি অবশ্য বেশ আক্রমণাত্মক কৌশলে নিজেদের খেলা শুরু করে। প্রথম ১০ মিনিটে যদিও বলার মতো সুযোগ তৈরি করতে পারেনি কেউই। আতালান্তা নিজেদের মেলে ধরার পাশাপাশি চেষ্টা করছিল লেভারকুসেনের খেলাও নষ্ট করার। দুর্দান্ত প্রেসিংয়ে লেভারকুসেনের পজেশনভিত্তিক ফুটবলকে কঠিন করে তোলে জিয়ান পিয়েরো গাসপেরিনির শিষ্যরা। পাশাপাশি এ সময় কিছুটা শরীরী ফুটবলও খেলে দলটি। কোচ গাসপেরিনির এ মাস্টারক্লাস কৌশলে শুরু থেকে দারুণ সফল হয়েছে আতালান্তা। ইতালিয়ান ক্লাবটি প্রেসিং ফুটবলের চূড়ান্ত ফল পায় ম্যাচের ১২ মিনিটে। দারুণ এক আক্রমণ থেকে ডাভিড জাপাকোস্তার পাস থেকে দারুণ ফিনিশিংয়ে আতালান্তাকে এগিয়ে দেন লোকমান। গোল খেয়ে দ্রুত প্রতিক্রিয়া দেখানোর চেষ্টা করে লেভারকুসেন। চেষ্টা করে নিজেদের পাসিংয়ের ছন্দও ফিরে পাওয়ার। দুই একবার কাছাকাছিও পৌঁছে যায় তারা। যদিও মেলেনি গোলের দেখা। অন্য দিকে আতালান্তাও প্রেসিং অব্যাহত রেখে ব্যবধান বাড়ানোর চেষ্টা করে যায়। নিজেদের এ প্রচেষ্টায় সফলও হয় তারা। ২৬ মিনিটে দারুণ প্রেসিংয়ে লেভারকুসেনের বক্সের কাছাকাছি বল আদায় করে নেন লোকমান। এরপর প্রতিপক্ষের এক খেলোয়াড়কে কাটিয়ে দারুণ শটে নিজের ও দলের দ্বিতীয় গোল আদায় করে নেন নাইজেরিয়ান এই উইঙ্গার। দুই গোলে এগিয়ে গিয়েও যেন সন্তুষ্ট ছিল না আতালান্তা। মরসুমে ৫১ ম্যাচে অপরাজিত থাকা দলটির ক্রমাগত চাপ প্রয়োগ করতে থাকা তারা। ৩৫ মিনিটে দারুণ এক সুযোগ হাতছাড়া করে লেভারকুসেন। প্রথমার্ধের বাকি সময়েও দুই দল চেষ্টা করে গোল আদায়ের। শেষ পর্যন্ত অবশ্য কেউই আর সফল হয়নি। ২-০ গোলে এগিয়ে থেকেই বিরতিতে যায় আতালান্তা। বিরতির পর জোসেফ স্টানিসিকের বদলে বোনিফেসকে মাঠে নামান আলোনসো। আতালান্তা অবশ্য প্রথমার্ধের মতো দ্বিতীয়ার্ধেও একই কৌশল ও গতি ধরে খেলা চালিয়ে যায়। শুরুতে কয়েকবার গোলের কাছাকাছিও পৌঁছে যায় তারা। যদিও কাঙ্ক্ষিত গোলটি মেলেনি। বিপরীতে ধীরে ধীরে আক্রমণের ধার বাড়ানোর চেষ্টা করে লেভারকুসেনও। কিন্তু জার্মান ক্লাবটিকে থিতু হতে দিচ্ছিল না আতালান্তার খেলোয়াড়েরা। এরপর ম্যাচের ৭৫ মিনিটে আরেকটি দারুণ গোলে নিজের হ্যাটট্রিক পূরণ করে লেভারকুসেনের ম্যাচে ফেরার পথ বন্ধ করে দেন লোকমান। শেষ দিকে অবশ্য লেভারকুসেন চেষ্টা করেও পায়নি সান্ত্বনাসূচক গোলটি। শেষ পর্যন্ত ট্রেবল জয়ের স্বপ্ন ভাঙার হতাশা নিয়েই মাঠ ছেড়েছে তারা। আর লেভারকুসেনের হতাশার বিপরীতে ইতিহাস গড়ার আনন্দে মেতেছে আতালান্তা। ট্রেবল জেতার সুযোগ হারালেও এখনো ডাবল জয়ের সুযোগ এখনো আছে লেভারকুসেনের। আগামী রবিবার জার্মান কাপের শিরোপা জয়ের লক্ষ্যে কাইজারস্লাটার্নের বিপক্ষে মাঠে নামবে তারা।

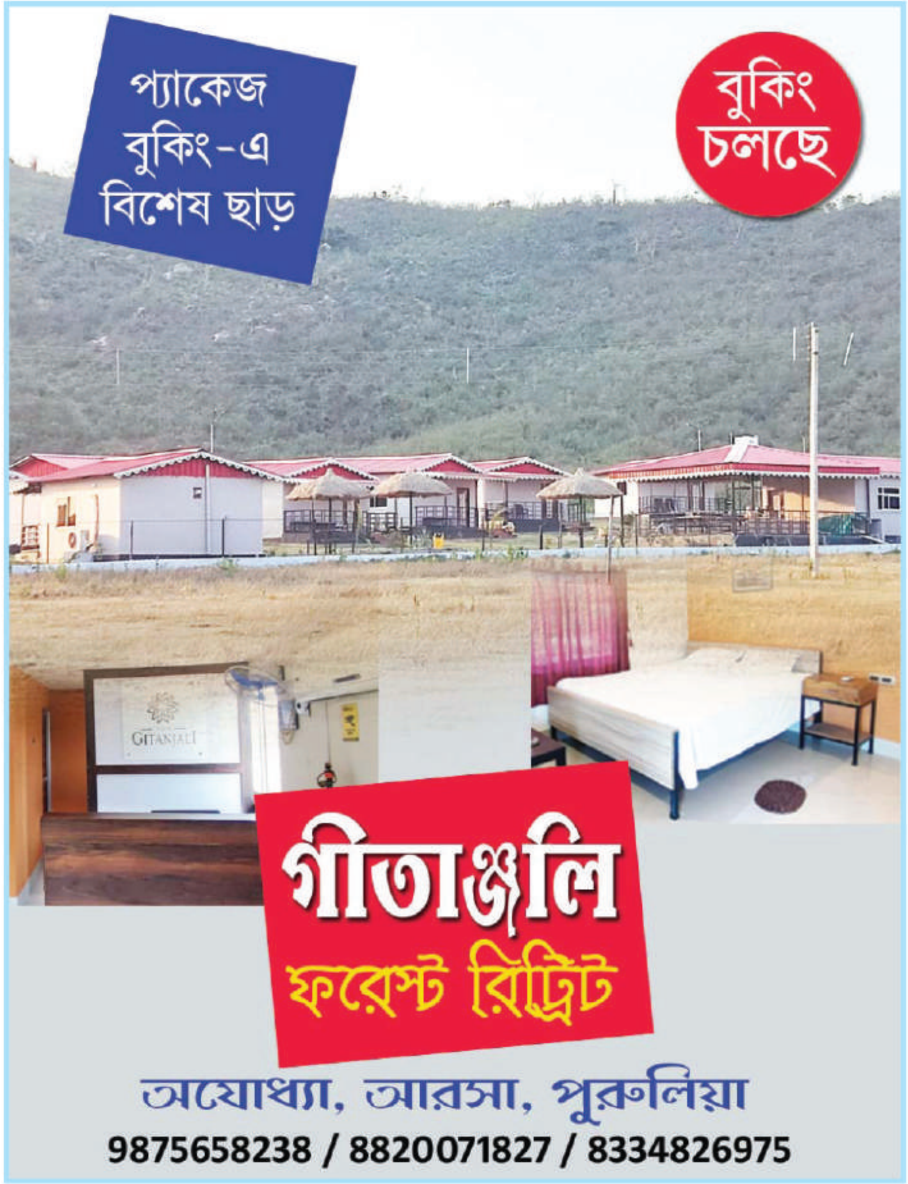

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com